Presented by
Banglapdf.net

মাসুদ রানা

স্বর্ণ সঙ্কট

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

roni060007

মাসুদ রানা

স্বর্ণ সঙ্কট

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড নাশকতামূলক
তৎপরতা চালাচ্ছে
মনাদিল দাউদের অ্যাকশন পার্টি।
মনে হচ্ছে এরা সাচ্চা মুক্তিযোদ্ধাই বটে!
কিন্তু রানা লক্ষ করছে
এদের অ্যাকশনের ফলে ইসরায়েলিদের
কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না,
মারা পড়ছে নিরীহ আরব শিশু, নারী, বৃদ্ধ।
এই মনাদিল দাউদই কেড়ে নিতে যায়
ফ্রিডম পার্টির জন্যে আনা অস্ত্র।
চায় বশির জামায়োলের লুট করা
বাংলাদেশের সম্পত্তি এক টন সোনার সন্ধান,
তার ভাইঝির প্রেম!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

স্বর্ণ সঙ্কট

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7095-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮১

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SWARNA SANGKAT
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা
প্রকাশনী

উনষাট টাকা

স্বর্ণ সঙ্কট-১

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৮১

এক

আকাশে দোর্দণ্ড প্রতাপ সূর্য। নিচে ঊষর মরু। কালের নির্মম আঁচড় লাগা ধূসর পাথরের এই দুর্গ ছাড়া চারদিকে কোথাও আর কিচ্ছু দেখতে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগে যোদ্ধাদের আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করা হত প্রাচীন দুর্গটাকে। এখন এটা এক কুখ্যাত কারাগার।

মিশর। কায়রো থেকে প্রায় দুশো মাইল দক্ষিণে বাহারিয়া মরুভূমি। শুধুমাত্র রাষ্ট্রদ্রোহীদের রাখা হয় এই কারাগারে। এই মুহূর্তে একশো তিনজন বন্দী রয়েছে এখানে, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবার বিরুদ্ধেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়েছে। অপর লোকটা রাষ্ট্রদ্রোহী তো নয়ই, এমন কি মিশরীয়ও নয়। বৈধ কাগজ-পত্র ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে সুয়েজ পেরোবার সময় জাহাজটাকে আটক এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারের সন্দেহ, এই অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সিনাই এলাকায় তৎপর একটা রাষ্ট্রদ্রোহী গ্রুপের কাছে বিক্রি করা হত। মিশরীয় আইনে অস্ত্র চোরাচালান ভয়ঙ্কর একটা অপরাধ। অপরাধীকে বাহারিয়া কারাগারে চালান দেয়া হয়েছে দেখেই বোঝা যায়, সরকার তার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করছেন। অন্যান্য বন্দীদের ধারণা, লোকটার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।

কারাগার নয়, এ যেন এক নিঝুম পুরী। সশস্ত্র প্রহরীর গুরুগম্ভীর পদচারণা ছাড়া কোথাও কোন টুঁ-শব্দ নেই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে যে যার সেলে পায়চারি করে বন্দীরা, কবে দাঁড়াতে হবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দিন গোণে তারই অপেক্ষায়। কিন্তু লোকটার দিন কাটে অন্যভাবে। পুলিস তার বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ আনলেও, বিচার পর্ব কবে যে শুরু হবে তার কোন ঠিক নেই। প্রাত্যহিক শরীরচর্চার সময় একজন রাজবন্দী তাকে জানিয়েছে, কখনও কখনও বিচার শুরু হতে দু'তিন বছরও লেগে যায়। কিছুতেই কিছু এসে যায় না, এই ধরনের একটা ভঙ্গি নিয়েছে সে, হেসে খেলে গান করে কাটিয়ে দিচ্ছে দিনগুলো। দিন পনেরো হলো বাহারিয়া কারাগারে এসেছে সে, ইতোমধ্যে ভাব জমিয়ে ফেলেছে কয়েকজন প্রহরীর সাথে। লোকালয় অনেক দূরের পথ, তাই সচরাচর পালাবদলের সুযোগ নেই, প্রহরীরাও এক রকম বন্দী-জীবন কাটায় এখানে। তাদেরকে দেশ-বিদেশের মজার মজার গল্প শোনায় সে, বিনিময়ে ছোটখাট সুবিধে এবং খানিকটা

স্বাধীনতা ভোগ করে। ধরেই নিয়েছে, এ-যাত্রা সহজে মুক্তি জুটবে না কপালে। কারাগারে এমন কেউ নেই যাকে দিয়ে বন্ধুদের কাছে খবর পাঠানো যায়। কাজেই সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিয়ে সময়টা উপভোগ করার চেষ্টা করছে সে। তবে, মনে ক্ষীণ একটু আশা, তার বৈরুত অফিসের সাথে দৈবাৎ যদি যোগাযোগ করে মাসুদ রানা! খবর পেলে এখান থেকে তাকে উদ্ধার করার একটা চেষ্টা সে করবেই। সিনাইয়ের বিদ্রোহী গ্রুপের কাছে অস্ত্র বিক্রির কোন উদ্দেশ্য যে তার ছিল না, এটা প্রমাণ করতে পারলে কেসটা আর তত মারাত্মক থাকে না। কিন্তু রানার খবর পাবার সম্ভাবনা যে নেই বললেই চলে, তাও জানে সে। কাজেই নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বাহারিয়া কারাগারে বেশ আনন্দেই আছে লোকটা।

সেদিন কাক-ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। ভেতরের উঠানে আজ ওরা কাউকে গুলি করে মারতে যাচ্ছে, তার মানে আজ সোমবার। বাহারিয়া কারাগারে শুধু সোমবারেই কার্যকর করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

ওর সেলটা একধারে, এখান থেকে পেছনের উঠানটা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ যে গুলি হবে তা লক্ষণ দেখেই বুঝতে পারল সে। দক্ষিণ দিকের কিছু সেল থেকে বন্দীরা সরাসরি দেখতে পায় পেছনের উঠানটা, তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ করা গেল। মৃদু শোরগোলের আওয়াজও পেল সে। তারপর ভেসে এল গুরু গম্ভীর ড্রামের শব্দ। কমান্ড্যান্ট লোকটা আনুষ্ঠানিকতার ভারি ভক্ত। বছর খানেক আগে এই কারাগারে আসার পর থেকে ড্রাম বাজাবার নিয়মটা চালু করেছে সে।

তারপর হঠাৎ করে সমস্ত শব্দ থেমে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ভারী গলা থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল একটা কমান্ড। এক সাথে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। দশ সেকেন্ড পর আবার শোনা গেল ড্রামের আওয়াজ। একটানা, একঘেয়ে। চাকা লাগানো গাড়িতে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লাশ। এখন আর কোথাও কোন চাঞ্চল্য বা শোরগোল নেই। গোটা কারাগার থমকে গেছে। মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে দুর্গে।

লোকটা এখানে আসার পর থেকে এটা নিয়ে দুটো মৃত্যু। এর আগের ঘটনাটা তেমন দাগ কাটেনি মনে। কিন্তু আজ কেন যেন দিশেহারা বোধ করল সে। মৃত্যু তো অনেক রকম হয়, মৃত্যুকে মেনে না নিয়ে কারও উপায়ও নেই, কিন্তু অতি বড় শত্রুর কপালেও যেন এই রকম অসহায় করুণ মৃত্যু না থাকে! তারপর নিজের কথা ভাবতে শুরু করল সে। কি আছে কপালে? ফায়ারিং স্কোয়াড? উত্তেজিতভাবে পায়চারি শুরু করল লোকটা।

এভাবে কতক্ষণ পায়চারি করেছে বলতে পারবে না সে, হঠাৎ সেলের তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল একজন সার্জেন্ট। সার্জেন্টের মুখের চেহারায় এর আগেও কখনও ভাবের প্রকাশ দেখতে পায়নি সে, এখনও নেই। 'আপনার সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছে,' কথাটা বলেই এক পাশে সরে দাঁড়াল

সার্জেন্ট।

লোকটার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। কে? রানা?

পরমুহূর্তে দমে গেল মনটা। সেলের ভেতর ঢুকল অচেনা এক লোক। মন দমে গেলেও লোকটাকে দেখে সতর্ক হয়ে উঠল সে। বয়স অনুমান করা শক্ত, পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে কিছু একটা হবে। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ল লোকটার কোটের বাঁ দিকের আস্তিন। আস্তিনের ভেতর হাত নেই, ফাঁপা। দীর্ঘকায়, কাঁধ দুটো চওড়া, ক্লিনশেভন, চোখ জোড়া কালো। মাথায় একটা পানামা হ্যাট পরে আছে, পরনে ক্রীম কালারের লাইটওয়েট স্যুট, একাডেমি টাই। এ লোক পদস্থ একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব সাথে সাথে ধরতে পারল লোকটা। এখন হয়তো সামরিক বাহিনীতে নেই, কিন্তু এক কালে নিশ্চয়ই ছিল। শুধু সুদর্শনই নয়, চেহারায় প্রখর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটে আছে। হঠাৎ একটু কৌতুক করার ইচ্ছে হলো তার, সেই সাথে নিজের অনুমানটা সত্যি কিনা যাচাই করে নিতে চায়। মিলিটারি কায়দায় ঠকাস করে একটা স্যালুট ঠুকল সে।

মুচকি একটু হাসি ফুটল আগন্তুকের ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলল সে। তার মানে, বন্দীর অনুমানই সত্যি। 'কিন্তু এখানে আমি একজন সিভিলিয়ান হিসেবে এসেছি, মি. ভিনসেন্ট গগল।' সেলের চারদিকে তাকাল সে, এঁটো বাসন-পেয়ালা, সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি আবর্জনা দেখে একটু নাক সিঁটকাল। 'মস্ত একটা বিপদে পড়ে গেছেন, তাই না?' গাম্ভীর্যের সাথে জানতে চাইল সে।

'আপনি কি কায়রোর ইটালিয়ান দূতাবাস থেকে আসছেন…?'

আবার সেই মুচকি হাসি দেখা গেল আগন্তুকের ঠোঁটে। কিন্তু এবার সে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। পা দিয়ে কাছে টেনে আনল সেলের একমাত্র টুলটা। ধীরে ধীরে বসল তাতে। বলল, 'আপনার জন্যে ওদের বা আর কারও কিছু করার নেই, মি. গগল। কিছু যদি মনে না করেন, প্রকৃত পরিস্থিতিটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু তার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না। কি ঘটতে যাচ্ছে তা আপনিও জানেন।'

'তার মানে?' গম্ভীর গলায় বলল গগল।

'তার মানে আপনি এখানে পচে মরবেন।'

'কে আপনি?' কঠিন সুরে জানতে চাইল গগল। 'কি চান?'

'সুন্দর প্রশ্ন,' চেহারা দেখে মনে হলো আগন্তুক কৌতুকবোধ করছে। 'সংক্ষেপে, আমি আপনার ভাল চাই। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে আপনি সত্যি সত্যি নিজের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল কিনা।'

রহস্যময় একটা লোক, সন্দেহ নেই, ভাবল গগল। সম্ভবত, কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার মত একটা বন্দীকে দিয়ে কি স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় লোকটা? একবার ইচ্ছে হলো, অপমান করে ভাগিয়ে দেয়। কেউ তাকে ধাঁধায় ফেলে মজা দেখবে, এটা সে মেনে নিতে পারে না।

তারপর নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল তার। না, মাথা গরম করা উচিত হবে না। কেন এসেছে লোকটা, সেটা আগে জানা দরকার। একে দিয়ে যদি রানার কাছে একটা খবর পাঠানো যায়…

শ্রাগ করল গগল। বলল, 'ট্রায়াল শুরু হলে আমি প্রমাণ করতে পারব পুলিসের সন্দেহের কোন ভিত্তি নেই, প্রমাণ করতে পারব আমি মিশরের শত্রু নই, বন্ধু…' আগন্তুক বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ছে দেখে থেমে গেল সে।

রিস্টওয়াচ দেখল আগন্তুক। 'আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন,' স্পষ্ট তিরস্কারের সুরে বলল সে। 'সব জেনেও না জানার ভান! ট্রায়াল শুরু হলে, তাই না? কবে শুরু হবে ট্রায়াল, বলতে পারেন, মি. গগল?'

চুপ করে আছে গগল।

'পাঁচ-সাত বছর পর আপনার কথা যদি কর্নেলের মনে পড়ে এবং তখন যদি তার মনে দয়া হয়, তিনি হয়তো আপনার কেসটা চেক করে দেখে আদালতে রিপোর্ট করবেন। তা যদি করেন, তবেই শুরু হবে আপনার ট্রায়াল। তা, সে ট্রায়াল শেষ হতে…হ্যাঁ, আরও দু'তিন বছর তো লাগবেই। আপনার হাতে কোন প্রমাণ নেই, কাজেই তা পেশ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিচারে আপনার নিদেন পক্ষে বিশ বছরের জেল হবে, যদি বিচারক দয়া করে মৃত্যুদণ্ড না দেন। তার মানে পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের আগে আপনার কপালে মুক্তি নেই। তদ্দিনে, আপনি বুড়ো হয়ে যাবেন, তার আগেই যদি মারা না যান…এই হলো আপনার প্রকৃত অবস্থা।'

জোর করা হলেও, গগলের নিঃশব্দ হাসিটা অকৃত্রিম ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বলে মনে হলো। 'শুনে খুব খুশি হলাম,' শান্তভাবে বলল সে। 'ধন্যবাদ। এবার বলুন, কে আপনি?'

'সোহেল,' বলল আগন্তুক। 'ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদ, ফ্রম বাংলাদেশ।'

ভুরু কুঁচকে উঠল গগলের। বাংলাদেশ থেকে এসেছে একজন ব্রিগেডিয়ার, সুদূর মিশরের কুখ্যাত কারাগারে তার সাথে দেখা করার জন্যে? কেন? কি হতে পারে ব্যাপারটা? বিদ্যুৎ চমকের মত রানার কথা মনে পড়ে গেল তার। সে-ও তো বাংলাদেশের মানুষ! যতদূর বুঝতে পারে সে, রানাও তার মত একজন অপরাধ জগতের বাসিন্দা। হয়তো তার চেয়ে অনেক বড় সংগঠন আছে রানার, ওর বুদ্ধি ও সাহসও বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু দু'জনে যে একই পথের পথিক সে-ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রানা তার নিজের পরিচয় ও পেশা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে, কিন্তু সে তার পরিচয় ও পেশা গোপন করার ব্যাপারে তেমন সতর্ক নয়। রানা অনেক গভীর জলের মাছ বলেই হয়তো সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার হয় তার। সে যাই হোক, রানা কি তাহলে বিপদে পড়েছে? ধরা পড়েছে নিজের দেশের সিকিউরিটির হাতে? হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল গগল। রানার হয়তো সাহায্য দরকার! কিন্তু এই লোকটা?

ব্রিগেডিয়ার সোহেল? নিশ্চয়ই রানার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়! সম্ভবত রানার বিরুদ্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে তার কাছে এসেছে···

'ঠিক জানেন, আপনি আমার কাছে এসেছেন?'

'অফ দ্যাট আই অ্যাম মোর দ্যান শিওর!'

কব্জিতে রিস্টওয়াচ নেই গগলের, কিন্তু ব্যঙ্গ করার জন্যে ঘড়ি দেখার ভঙ্গিতে চোখের সামনে হাতটা তুলল সে। বলল, 'আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, ব্রিগেডিয়ার,' তিরস্কারের সুরে বলল সে। 'হয় কি চান বলুন, তা না হলে দূর হোন আমার চোখের সামনে থেকে।'

'আগেই বলেছি, আমি আপনার ভাল চাই,' বলল সোহেল। 'ধরুন, এখান থেকে আপনাকে বের করার ব্যবস্থা করলাম আমি, বিনিময়ে আপনাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে···'

চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে গগল বলল, 'কাজটা কি জানতে পারি?' আগে বের তো হই, তারপর দেখা যাবে কে কার কাজ করে দেয়, ভাবল সে।

'একটু বেড়াতে যেতে হবে,' বলল সোহেল। 'যদিও কিছুটা ঝুঁকি আছে···'

'বুঝলাম না। বেড়াতে যেতে হবে মানে? কোথায়?'

'ইসরায়েলে।'

'হোয়াট!' অকৃত্রিম বিস্ময়ে আঁতকে উঠল গগল।

'বললাম তো, ঝুঁকি আছে সামান্য। সাথে লোক থাকবে, আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখবে সে।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিজে একটা নিল সোহেল, আরেকটা বাড়িয়ে ধরল গগলের দিকে।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল গগল। কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ নেই। 'কেন যেতে হবে ইসরায়েলে?' শান্তভাবে জানতে চাইল সে। মনে মনে ভাবল, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে নরকে যেতে বললেও আমি রাজি! কারাগারের বাইরে একবার পা দিতে পারলে হয়, স্রেফ কর্পূরের মত মিলিয়ে যাব বাতাসে। খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, মরতে যাব ইসরায়েলে!

'প্রস্তাবটা আমার নয়,' বলল সোহেল। 'ফ্রিডম পার্টির নাম শুনেছেন?'

'ওই নাম শোনা পর্যন্তই। কেন?'

'ওটা একটা ফিলিস্তিনী গেরিলা সংগঠন, ইসরায়েলের ভেতর কাজ করছে। প্রচার-বিমুখ এই দলটা নিজেদের সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে। পার্টির নেতা বশির জামায়েল তো আরেক রহস্য! শোনা যায়, সবাই তাকে বুড়ো দাদু বলে ডাকে। দল বা তার নেতা সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি তেমন কিছু আমরাও জানি না।'

'কিন্তু এসব কথা ঘটা করে আমাকে শোনাবার কি কারণ?'

'ওই বুড়ো দাদুই আপনাকে ইসরায়েলে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,' বলল সোহেল।

'মানে?'

'আপনার বৈরুত অফিসে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে বুড়ো দাদু। ইসরায়েলের রাজধানী জেরুজালেমে আপনার সাথে দেখা করতে চান তিনি।'

'কেন?'

'ব্যবসায়িক আলাপ করার জন্যে,' বলল সোহেল। 'আপনার কাছ থেকে কিছু অস্ত্র কিনতে চান।'

ব্যবসার কথা শুনে মনটা খুশি হয়ে উঠলেও, জেরুজালেমে যেতে হবে শুনে প্রস্তাবটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল গগল। এর আগে ইসরায়েলের স্বার্থের কথা বিবেচনার মধ্যে না রেখে ফিলিস্তিনী গেরিলা সংস্থাগুলোর কাছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছে সে, ফলে ইহুদিরা তাকে শত্রু বলে গণ্য করে। এই পরিস্থিতিতে জেরুজালেম যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

'হুঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল গগল। নিজের মুক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারেই এখন আর তার কোন আগ্রহ নেই, কিন্তু সাথে সাথে প্রস্তাবটা মেনে নিলে ব্রিগেডিয়ারের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে ভেবেই প্রশ্নগুলো করা। 'কিন্তু এসবের সাথে আপনার, বাংলাদেশের কি সম্পর্ক?'

'আমরা ফিলিস্তিনীদের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করি,' বলল সোহেল। 'আরব ভূমিতে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র দেখতে চাই।'

'ঠিক বুঝলাম না, খুলে বলুন।'

'এত ব্যস্ততার কি আছে,' হালকা সুরে বলল সোহেল। 'আগে বের হোন, তারপর সব আলাপই হবে। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই আপনার, আজই কায়রোয় পৌঁছে বিওএসি-র বৈরুত ফ্লাইট ধরতে হবে আপনাকে।'

দু'চোখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল গগলের। গলাটাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও সেটা একটু কেঁপে গেল। 'আজই?' এই প্রথম সন্দেহ হলো, গোটা ব্যাপারটাই এক নির্মম রসিকতা নয় তো? লোকটা কি সত্যি তাকে মুক্ত করার জন্যে এসেছে?

'অবশ্যই!' বলল সোহেল। 'আপনার সফরসঙ্গী, মানে যার সাথে আপনি ইসরায়েলে যাবেন, তিনি কাল সকালে আপনার বৈরুত অফিসে আসবেন। তার কাছ থেকে বাকি সমস্ত ব্যাপার জানতে পারবেন আপনি।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বলল গগল, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, আজই, এই মুহূর্তে এখান থেকে আপনি আমাকে...?'

'অবশ্যই!'

'কিন্তু, মানে...তা কিভাবে সম্ভব?'

'কায়রো থেকে আপনার রিলিজ অর্ডার নিয়ে এসেছি আমি,' টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। ইঙ্গিতে সেলের খোলা দরজাটা দেখাল। 'চলুন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মত সোহেলের পিছু পিছু সেল থেকে করিডরে বেরিয়ে এল

গগল। অফিসের দিকে এগোল ওরা। মুচকি একটু হেসে জানতে চাইল সোহেল, 'ইসরায়েলে আপনার সফরসঙ্গী কে হবেন তা কিন্তু আপনি একবারও জানতে চাননি।'

'আমাকে কিছু বললেন?' গগল যেন বাস্তব জগতে নেই, স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছে।

হাসি চাপল সোহেল। বলল, 'বলছিলাম, আপনার জন্যে বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে, ওটা নিয়ে সোজা কায়রো এয়ারপোর্টে চলে যান। কাজ আছে, তাই এখানে কিছুক্ষণ থাকতে হবে আমাকে।'

ভাগ্যটা এত ভাল? বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে গগলের। শুধু জেল থেকে মুক্ত করছে না, লোকটা তাকে পালাবার সুযোগও করে দিচ্ছে!

'আমি আপনার মনের কথা পড়তে পারছি,' মৃদু গলায় বলল সোহেল। চমকে উঠল গগল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল করিডরে। 'তার মানে?'

'সটকে পড়ার কথা ভাবছেন, তাই না?' গগল তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে বাধা দিল সোহেল। 'কিন্তু কাল সকালে আপনার বৈরুত অফিসে অপেক্ষা করবে মাসুদ রানা। তার সাথে দেখা না করাটা কি উচিত হবে আপনার?'

হতভম্ব দেখাল গগলকে। 'রানা! আমার বৈরুত অফিসে অপেক্ষা করবে! তার মানে?'

'সে-ই তো পাঠিয়েছে আমাকে,' বলল সোহেল।

'কি! আপনাকে রানা পাঠিয়েছে!' এক পা এগিয়ে এল গগল সোহেলের দিকে। 'কিন্তু...তার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?'

'আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন, রানা কে, তাই না?'

'হ্যাঁ—কে ও?'

'আমারই মত একজন সরকারী কর্মচারী,' বলল সোহেল। 'আমরা একই অফিসে চাকরি করি।'

মুখে কথা যোগাল না গগলের, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সোহেলের দিকে। এতদিন তাহলে যা ভেবে এসেছে সে তা ভুল? রানা তার মত কেউ নয়? আইনের ওপারের নয়, এপারের লোক? কিন্তু, তাহলে তার পেশা ইত্যাদি সব জানার পরও রানা তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে কেন? উদারতা? মহত্ত্ব?

'আ-আপনি কোথাও ভুল করছেন না তো, ব্রিগেডিয়ার সোহেল?'

'না,' বলেই হো হো করে হেসে উঠল সোহেল। গগলের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল অফিসের দিকে। 'এখানে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করলে নির্ঘাত আপনি বৈরুত ফ্লাইট মিস করবেন...'

'কিন্তু...'

'বুঝতে পারছি, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। রানার সাথে তো দেখা হচ্ছেই আপনার, ওকেই না হয় জিজ্ঞেস করে নেবেন...'

'আমার সফরসঙ্গীর কথা বলছিলেন…সে কি তবে…?'
'হ্যাঁ, রানার সাথেই আপনি ইসরায়েলে যাবেন।'

দুই

পরদিন।

লেবানন, বৈরুত। গগলের অফিস।

কার্পেটের ওপর পা দুটো লম্বা করে দিয়ে সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে আছে মাসুদ রানা। বাঁ হাতের আঙুলে জ্বলছে গোল্ডলীফ। সামনের আরেকটা সোফায় বসে কথা বলছে গগল, চুপচাপ শুনছে রানা। এক সময় থামল গগল।

'যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছে কায়রোয়,' বলল রানা। 'ওদেরকে যখন প্রমাণ সহ জানানো হলো সিনাই এলাকার বিদ্রোহীদের কাছে নয়, পি. এল. ও-র একটা অঙ্গদলের কাছে বিক্রি করার জন্যে অস্ত্রগুলো নিয়ে যাচ্ছিলে তুমি, সাথে সাথে তোমার ওপর থেকে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় ওরা। তুমি আটকা পড়ে ছিলে, তা না হলে প্রমাণগুলো দাখিল করা তোমার পক্ষে আরও সহজ হত। তোমাকে ছাড়তে আরও হয়তো দেরি করত ওরা…ওখানেই সামান্য একটু খাতির করেছে আমাদের। এই রকম ছোটখাট উপকার আমরাও তো কম করিনি ওদের! তুমি যেমন বলছ, সোহেল অসাধ্য সাধন করেছে, ব্যাপারটা ঠিক ততখানি নয়।'

রানার ভয় ছিল, ওর আসল পরিচয় জানার পর গগল নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন ও মন্তব্য করবে, কিন্তু ওর অনুমানকে মিথ্যে প্রমাণিত করে সে-প্রসঙ্গে মুখই খোলেনি গগল। সেজন্যে মনে মনে ওর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। অফিশিয়াল ব্যাপারে লোককে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল।

'সে যাই হোক,' মৃদু গলায় বলল গগল, 'তোমার সমস্যাটা আগে শোনা যাক। সত্যি তোমার জন্যে কিছু করতে পারব বলে মনে করো?'

'পারবে না মানে? তোমার সাহায্য নিয়েই তো ইসরায়েলে ঢুকতে হবে আমাকে। ফ্রিডম পার্টি জেরুজালেমে ডেকেছে তোমাকে, তোমার প্রতিনিধি হিসেবে অনায়াসে যেতে পারি আমি ওখানে, তাই না? চাইলে ইসরায়েলে নিজের চেষ্টাতেও ঢুকতে পারি আমি, কিন্তু তাতে প্রস্তুতির জন্যে সময় দরকার, তারপরও ধরা পড়ার ষোলো আনা ঝুঁকি থাকবে। কিন্তু ফ্রিডম পার্টি তোমার ইসরায়েলে ঢোকার সমস্ত ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে, কাজেই ব্যবস্থাটা মোটামুটি নিরাপদ হবে বলেই আশা করা যায়। এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ…'

'কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো আমার স্বভাব নয়,' গম্ভীর সুরে বলল গগল, 'কিন্তু এই ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কৌতূহলী করে তুলেছে

আমাকে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে...'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল রানা, 'টপ-সিক্রেট ব্যাপার, কাউকে জানানো নিষেধ...কিন্তু প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমার সাথে ইসরায়েলে যেতে হবে তোমাকে, কাজেই মোটামুটি একটা ধারণা তোমাকে দেয়া যেতে পারে। তবে, যতটুকু বলব তার চেয়ে বেশি জানতে চেয়ো না। সব শোনার পর ভেবেচিন্তে দেখো, ওখানে যাবার ঝুঁকি তুমি নেবে কিনা।'

'যাব তো বটেই!' উৎসাহের সাথে বলল গগল। 'বিনা পয়সায় নরক থেকে বেড়িয়ে আসার এই সুযোগ ছাড়ে কেউ!'

'ছোটখাট কয়েকটা প্যালেস্টাইনী গেরিলা সংগঠন ইসরায়েলের ভেতর রয়েছে,' শুরু করল রানা। 'এদের মধ্যে ফ্রিডম পার্টি এবং অ্যাকশন পার্টি ছাড়া বাকিগুলোর তেমন কোন তৎপরতা নেই।'

'অ্যাকশন পার্টি? এই প্রথম শুনলাম নামটা।'

'প্রথমে ধরো ফ্রিডম পার্টির কথা। অ্যাকশন পার্টি এদেরকে কাপুরুষ, দলের নেতা বশির জামায়েল অর্থাৎ বুড়ো দাদুকে মোমের পুতুল বলে গাল দেয়! কারও ধার ধারে না ফ্রিডম পার্টি, কারও সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজ করে। নিজেদের সম্পর্কে সাংঘাতিক চুপচাপ এরা, এদের সম্পর্কে মানুষ যতটুকু জানে তা তারা জানিয়েছে বলেই জানে, তা না হলে এই দলের অস্তিত্বের কথা আজও গোপনই থেকে যেত।

'এবার ধরো অ্যাকশন পার্টির কথা। এর নেতা মনাদিল দাউদ। লোকটা নাকি এমন ভাবে মানুষ মারে, যেন পিঁপড়ে মারছে।' সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল রানা। কিন্তু তারপর আর মুখ খুলল না। গগল ধরে নিল, অ্যাকশন পার্টি সম্পর্কে হয় আর কিছু জানতে পারেনি রানা, অথবা জানলেও প্রকাশ করতে চায় না।

'তুমি ইসরায়েলে যেতে চাইছ কেন?' জানতে চাইল গগল।

'সে প্রসঙ্গেই আসছি,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল রানা। 'এতদিন ইসরায়েলি সৈনিকদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ফ্রিডম পার্টি! ফান্ড নেই, তাই অস্ত্র কেনার কোন প্রশ্নই ওঠেনি! কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ করে প্রচুর সোনা পেয়ে গেছে ওরা, তাই দিয়ে এখন অস্ত্রপাতি কিনতে চাইছে।'

'হঠাৎ করে প্রচুর সোনা...মানে?'

'মুসোলিনীর সেই সোনার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার?' জানতে চাইল রানা। 'মেডিটেরেনিয়ানে ডুবে গিয়েছিল. উদ্ধার করে দিয়েছিলে তুমি?'*

'আলবত মনে আছে...'

'লার্দো এবং মোনিকার হিস্যা বাংলাদেশের তরফ থেকে কিছু কম দরে

---

* স্বর্ণতরী দ্রষ্টব্য।

নগদ টাকায় কিনে নিয়েছিলাম আমি,' বলল রানা। 'ছোট ছোট বার-এ রূপান্তরের জন্যে পুরো এক টন সোনা আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়েছিলাম। ওখান থেকে জাহাজে তোলা হয় সোনাটা, বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনাও হয়েছিল জাহাজ, কিন্তু...'

'কিন্তু...?' উত্তেজনায় শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল গগলের।

'মাঝ সাগরে জাহাজটা হাইজ্যাক হয়ে যায়,' শান্তভাবে বলল রানা।

'ফ্রিডম পার্টি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'মাত্র তিনজন লোক হাইজ্যাক করে জাহাজটা, সাথে দলনেতা বুড়ো দাদুও নাকি ছিল।'

'তারপর? হাইজ্যাক করে কোথায় নিয়ে গেল জাহাজটাকে?'

'কোথাও নিয়ে যায়নি। জাহাজের ক্যাপটেনকে ওখানেই নোঙর ফেলতে বাধ্য করে বুড়ো দাদু। এক ঘণ্টা পর একটা ইয়ট জাহাজের পাশে এসে ভেড়ে। কার্গো হোল্ড থেকে পুরো একটন সোনা ইয়টে তোলা হয়।'

'তারপর রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালায়?'

'ঠিক তা নয়। পরদিন ভোর রাতে, উপকূলের কাছাকাছি ইসরায়েলি নেভীর একটা কোস্টাল গার্ড পেট্রল-বোটের সাথে ধাক্কা খায় ইয়ট, আফরী দ্বীপের কাছে। প্রচুর গোলাগুলিও হয়। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যেতে পারে ওরা। যদিও পেট্রল-বোটের কমান্ডার জানায়, ইয়টটা ডুবুডুবু অবস্থায় ছিল।'

'এরপর ওদেরকে আর কোথাও দেখা যায়নি?'

'ইসরায়েলি বন্দর শহর আকোর কাছাকাছি মায়রায় একটা রাবার ডিঙি পাওয়া গেছে,' বলল রানা। 'আফরী দ্বীপের পুবে মায়রা একটা ইসরায়েলি ফিশিং পোর্ট। সেই হপ্তায় তীরে এসে কয়েকটা লাশও ভেড়ে।'

'সনাক্ত করা গেছে?'

'বৃদ্ধ কোন লোকের লাশ পাওয়া যায়নি।'

'তার মানে,' বলল গগল, 'বুড়ো দাদু বেঁচে গেছে বলে ধারণা করছ?'

'ধারণা করছি না, আমরা জানি। ইনফরমারকে ধন্যবাদ, ঠিক কি ঘটেছিল তা আমরা জানতে পেরেছি। একমাত্র বুড়ো দাদুই বেঁচে গেছেন। ইয়টটা তিনি নিজের পছন্দ মত জায়গায় ডুবিয়ে দেন। তারপর রাবার ডিঙি নিয়ে আকোর কাছাকাছি তীরে ওঠেন। ব্যস, এইটুকু। এর বেশি কিছু জানতে পারেনি ইনফরমার।'

'তার মানে তোমাদের ওই একটন সোনা দিয়েই আমার কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে চাইছেন বুড়ো দাদু?'

'হ্যাঁ।'

'এতক্ষণে সব পরিষ্কার হলো,' বলল গগল। কিন্তু মনে মনে জানে, আসলে সামান্য কিছু ধোঁয়া কাটল মাত্র। সোনা উদ্ধার করা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য আছে রানার, সেই অন্য উদ্দেশ্যটাই ইসরায়েলের মত একটা

নরককুণ্ডে পা বাড়াতে বাধ্য করছে ওকে। 'আচ্ছা, সোনাটা যে তোমার, তা কি বুড়ো দাদু জানে?'

'না,' বলল রানা। 'জাহাজটা ছিল মিশরের, সেজন্যেই তো ওটা হাইজ্যাক করা হয়েছে। তুমি তো জানোই, উগ্রপন্থী গেরিলা সংগঠনগুলো ইদানীং মিশরকে আরবদের প্রাণের শত্রু বলে মনে করছে…'

'তার মানে, বুড়ো দাদু জানে ওটা মিশরের সোনা। ধরো, তাকে যদি সত্যি কথাটা জানানো হয়, তিনি কি ফিরিয়ে দেবেন…?'

'বলা মুশকিল। জানানো হলেও, ওটা যে মিশরের সোনা নয় তা হয়তো তিনি বিশ্বাস করবেন না। কিংবা বিশ্বাস করলেও ফিরিয়ে দিতে চাইবেন না। কুড়িয়ে পাওয়া ধন ফিরিয়ে দেবার রেওয়াজ গেরিলা দলগুলোর মধ্যে থাকে না। এসব ক্ষেত্রে ফেরত চাওয়াটাই বোকামি। ফেরত পেতে হলে কৌশলে বা গায়ের জোরে কেড়ে নিতে হয়। তবে, বুড়ো দাদুর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা যে করিনি তা নয়। কোন লাভ হয়নি। বুঝেছি, তিনি না চাইলে তাঁর বা তাঁর দলের সাথে ইসরায়েলের বাইরে থেকে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।'

'মোদ্দা কথা, সোনাটা তুমি ফেরত চাও, তাই না? সেজন্যে বুড়ো দাদুর দলে অনুপ্রবেশ করে সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে এই আশায় যে ঘটনাচক্রে হয়তো জানতে পারবে কোথায় আছে সোনাটা, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে আর কিছু নেই তো?' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো গগলের।

'আছে,' অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'অন্যান্য গেরিলা সংগঠনগুলো ইসরায়েলের ভেতর কাজ শুরু করতে চাইছে, কিন্তু কোন ভাবেই ঠাঁই পাচ্ছে না তারা। সীমান্ত পেরিয়ে কমান্ডোরা ভেতরে ঢোকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অ্যামবুশের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিভাবে যেন ওদের উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যায় ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ। অথচ পুরানো গেরিলা সংগঠনগুলো, যেমন ফ্রিডম পার্টি, অ্যাকশন পার্টি, যারা ইসরায়েলের ভেতর অনেক দিন ধরে কাজ করছে, তাদের নিরাপত্তা কি এক রহস্যময় কারণে আজ পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়নি। এ থেকে কি আন্দাজ করা যায় না যে ভেতরের কোন একটা দল ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে?'

'একটা দল যদি ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করে, তাহলে বাকিগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে না কেন?'

'বাকিগুলো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না,' বলল রানা। 'ইসরায়েলের তেমন কোন ক্ষতি করার সামর্থ্য ওদের নেই। যদি বলি, ভেতরের এই দুর্বল দলগুলোকে টিকে থাকতে দিয়ে বাইরের অন্যান্য বড় দলগুলোকে ইসরায়েলে ঢোকার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে, যাতে তারা ঢুকলেই অ্যামবুশ করে ধ্বংস করা যায়?'

'তার মানে গেরিলা দলগুলোর শক্তি ক্ষয় করার জন্যে এটা একটা

ইসরায়েলি ফাঁদ?'

'অসম্ভব কি!'

'কিন্তু কমান্ডোরা ভেতরে ঢুকলেই ইসরায়েল তা টের পেয়ে যাচ্ছে কিভাবে?' জানতে চাইল গগল। 'সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করার পরও?'

'ইসরায়েলের ভেতর অনেক দিন ধরে কাজ করছে, এমন একটা দলের সাহায্য নিয়ে সীমান্ত পেরোয় কমান্ডোরা,' বলল রানা। 'কে জানে, যারা সাহায্য করছে তারাই ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে কিনা?'

'সীমান্ত পেরোতে কারা সাহায্য করছে কমান্ডোদের?' প্রশ্নটার উত্তর রানা নাও দিতে পারে, অনুমান করল গগল।

'ফ্রিডম পার্টি।'

অফিস কামরায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। নতুন করে সিগারেট ধরাল ওরা। আরও খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'তোমার এদিকের খবর কি?'

'বশির জামায়েলের এজেন্টের সাথে আজ ভোরে, তুমি আসার এক ঘন্টা আগে কথা হয়েছে আমার,' বলল গগল। ফ্লাস্ক থেকে আরও দু'কাপ চা ঢালল সে, একটা কাপ বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'তাকে জানিয়েছি, সরাসরি বৈরুত থেকে কার্গো তোলা যাবে না বোটে। এখানে সবাই চোখ খোলা রেখে ঘুর ঘুর করছে, কার না কার চোখে পড়ে যেতে হয়! বোটে কার্গো তোলা হবে সায়দা বন্দর থেকে, তারপর ওদের পছন্দ মত জায়গায় তা পৌঁছে দেয়া হবে।'

'নিশ্চয়ই ইসরায়েলের ভেতর কোথাও ডেলিভারি চাইবে ওরা...'

'এ-ব্যাপারে আলাপ করার অধিকার এজেন্ট লোকটাকে দেয়া হয়নি,' বলল গগল। 'সোমবার রাতে জেরুজালেমে পাকা কথা হবে। ওরা ওখানে আমাকে আর আমার এজেন্টকে আশা করবে। সাথে এজেন্ট থাকবে শুনে একটু বেঁকে বসেছিল লোকটা, কিন্তু আমি জেদ ধরায় নরম হয়ে আসে। তবে শর্ত দিয়েছে, এজেন্ট লোকটা আজেবাজে কেউ হলে চলবে না—প্রথম শর্ত, তাকে একজন মুসলমান হতে হবে। স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রে বিশ্বাসী একজন লেবানিজ প্রাক্তন সামরিক অফিসার হলে ভাল হয়। মেজর শাকেরের নাম বললাম আমি, শুনে বলল, তাকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করতে ওদের কোন আপত্তি নেই।'

'মেজর শাকের?'

'লেবানিজ আর্মির প্রাক্তন মেজর, আর্মস স্মাগলিঙের ব্যবসাতে লোকটা দুর্লভ একটা প্রতিভা ছিল—আমার ডান হাত হিসেবে কাজ করত। বছর খানেক আগে একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে, কিন্তু সে খবর আমি এবং আমার দু'একজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া আর কারও জানা নেই। বুড়ো দাদুর প্রতিনিধিকে জানিয়ে দিয়েছি, মেজর শাকের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকবেন।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল গগল। 'শাকেরের ফটো দেখে ছদ্মবেশ

নিতে কোন অসুবিধে হবে না তোমার।' দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'শাকের সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সব পাবে এতে।'

'জেরুজালেমে কার সাথে কথা বলব আমরা?'

'এজেন্টের কথা থেকে আভাস পেলাম, বুড়ো দাদু বোধহয় নিজেই কথা বলবেন।'

'ইসরায়েলে ঢোকার কি ব্যবস্থা?'

'সব ব্যবস্থা ওরাই করবে।'

'গুড,' বলল রানা। 'বোটের ব্যবস্থা করতে আমি তাহলে আজই সায়দায় যাচ্ছি। সম্ভবত বে অভ হাইফার কাছাকাছি কোথাও ডেলিভারি চাইবে ওরা,কাছে পিঠেই আস্তানা গাড়তে হবে তোমাকে। তুমি আমাদের মাঝখানে লিঙ্কম্যান হিসেবে কাজ করবে...'

'তোমাদের মাঝখানে মানে?' ভুরু কুঁচকে উঠল গগলের।

'ইসরায়েলের ভেতর আপদে-বিপদে একজনের সাহায্য পেতে পারি আমরা...'

'তার মানে ব্রিগেডিয়ার সোহেল...?'

'তার পক্ষে সম্ভব হলে সাহায্য করবে, কিন্তু আমরা তা চাইতে পারব না।'

'কিন্তু ইসরায়েলের ভেতর তিনি ঢুকবেন কিভাবে?'

'নিশ্চয়ই কোন উপায় বের করে নেবে সে,' বলল রানা। 'ভাল কথা, সাইলেন্সার লাগানো ভাল কিছু আছি নাকি তোমার কাছে?'

'হ্যান্ডগান, না অন্য কিছু?' সাথে সাথে জানতে চাইল গগল।

'এবং সাব-মেশিনগান।'

'চলো তাহলে নিচে আর্মার ডিপোতে যাই,' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল গগল। 'যা দরকার বেছে নিতে পারবে।'

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে কমান্ডো ও রেজিস্ট্যান্স গ্রুপের কথা মনে রেখে এম.কে.আই.আই.এস সাব-মেশিনগানের মান বহুল পরিমাণে উন্নীত হয়। কোরীয় যুদ্ধের সময় নাইট পেট্রলের কাজে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এগুলো ব্যবহার করে ব্রিটিশ ট্রুপস। আজ এই অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের যুগেও এম.কে.আই.আই.এস স্টেন অনেকের কাছে বাতিল হয়ে যায়নি। এর শব্দ-নিরোধক ইউনিট বুলেট-বিস্ফোরণের আওয়াজ বিস্ময়কর মাত্রায় চাপা দিতে পারে। গুলি করার সময় শুধুমাত্র বোল্ট আগুপিছু করার আওয়াজটাই শুনতে পাওয়া যায়, সেটাও সাধারণত বিশ গজের বেশি দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায় না। আন্দাজ করে যা ধরা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে তৈরি করা হয়েছে এই স্টেন, নিজের জগতে অস্ত্রটা আজও একটা বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দখল করে আছে। বেশ ক'বছর হলো এর উৎপাদন বন্ধ থাকায় ব্যাপারটা

কেমন যেন রহস্যময় লাগে রানার।

গগলের আন্ডারগ্রাউন্ড ফায়ারিং রেঞ্জে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হাতে একটা এম.কে.আই.আই.এস স্টেন। শেষ প্রান্তে একসার প্রমাণ সাইজের মানুষের আক্রমণোদ্যত মূর্তি রয়েছে, ওগুলোই টার্গেট। টার্গেট সৈনিকদের পরনে ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম দেখা যাচ্ছে। প্রথম পাঁচটা টার্গেটে এক এক করে বত্রিশ রাউন্ড গুলি করে ম্যাগাজিন খালি করল ও, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গুলি করে। রোমহর্ষক একটা অভিজ্ঞতা, অন্তত টার্গেটগুলোকে নিঃশব্দে ছিন্নভিন্ন হতে দেখে তাই মনে হলো রানার। বোল্টের ক্লিক ছাড়া কোন শব্দ হলো না।

'মনে রেখো, শুধুমাত্র সত্যিকার ইমার্জেন্সীতে ফুল অটোমেটিক দেবে,' বলল গগল। 'তা না হলে ওভারহিটেড হয়ে পড়ার ভয় আছে···'

'হুঁ,' হাসি চেপে বলল রানা। 'এবার হ্যান্ডগান দেখব।'

খুশি হয়ে উঠল গগল। কারণটা একটু পরই বুঝতে পারল রানা। টিনের বাক্স খুলে ভেতর থেকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বের করে বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। দেখতে আর সব সাধারণ অটোমেটিক পিস্তলের মতই, শুধু ব্যারেলের আকৃতিটা কেমন যেন বেঢপ।

'যে কোন গান-কালেক্টরের কাছ থেকে মোটা টাকা পেতে পারি এটার বিনিময়ে,' সগর্বে বলল গগল। 'কম্যুনিস্ট চায়নার সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এমএম।'

এর কোন নমুনা আগে কখনও দেখেনি রানা। 'কিভাবে কাজ করে?' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

সেমি-অটোমেটিক হিসেবে ব্যবহার করা যায় পিস্তলটা, স্লাইডের যাওয়া আসা আর কার্ট্রিজ কেসের ইজেকশন ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ হয় না। নিঃশব্দে ছোঁড়া যায় সিঙ্গল শট।

পর পর দুটো গুলি করল রানা।

'পছন্দ হয়?' বড় মুখ করে জানতে চাইল গগল।

আরও দুটো গুলি করল রানা, তারপর চাইনিজ পিস্তলের ওজন অনুভব করে রেখে দিল সেটা। 'উঁহুঁ,' বলল ও। 'আরও ভারী কিছু দরকার আমার।'

'যেমন?' গগল মনক্ষুণ্ন হলেও চেহারা দেখে তা ধরা গেল না।

'উনিশশো বত্রিশ মডেলের মাউজার সেভেন পয়েন্ট সিক্স-থ্রী। সাথে অবশ্যই সাইলেন্সার থাকা চাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল বেশ কিছু। খুঁজলে দু'একটা নিশ্চয়ই এখনও পাওয়া যাবে।'

'চাইছই যখন, আকাশ থেকে চাঁদটাকে পেড়ে দিতে বলছ না কেন?' অভিযোগের সুরে বলল গগল। 'তোমার এই ফরমায়েশ রক্ষা করা অসম্ভব, রানা। ও-জিনিস আজকাল কোথায় পাবে তুমি?'

'চেষ্টা করো, ঠিকই একখানা যোগাড় করতে পারবে,' মুচকি হেসে বলল

রানা। 'এ-লাইনে তোমার অসাধ্য বলে কিছু নেই, আগে অনেক বার তা প্রমাণ করেছ। এবার তাহলে যেতে হয় আমাকে…'

'সায়দা থেকে কবে ফিরবে তুমি, রানা?' জানতে চাইল গগল।

'পরশু।'

আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ওপরে উঠে এল ওরা। বিদায় দেবার সময় গগল বলল, 'সাবধানে থেকো, রানা।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ধীরে ধীরে ঘুরল। ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'হঠাৎ এ-কথা বলার মানে?'

কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাল গগলকে। তাড়াতাড়ি বলল, 'না, এমনি! যা দিন-কাল পড়েছে, বিপদ একটা ঘটতে কতক্ষণ!'

উত্তরটা সন্তুষ্ট করতে পারল না রানাকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল গগলের দিকে।

একটা ব্যাখ্যার জন্যে রানা অপেক্ষা করছে বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে উঠল গগল। 'বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ তুমি মারা যাও—এ আমি চাই না, রানা। অনেক ঋণ জমেছে, তুমি মারা গেলে শোধ করব কিভাবে?'

'তার মানে তোমাকে ঋণ শোধ করার সুযোগ দেবার জন্যে বেঁচে থাকতে হবে আমার?'

'প্লীজ!' নিখাদ আবেদন ফুটে উঠল গগলের কণ্ঠস্বরে।

হো হো করে হেসে উঠল রানা।

তিন

জেরুজালেম। সন্ধ্যা-রাত।

মুখে দু'দিনের গজানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, চুলগুলো যেন মাথার ওপর কাকের বাসা, কপালের এক পাশে কাঁচির ভাঙা ফলার মত শুকনো একটা ক্ষতচিহ্ন, পরনে সাধারণ নীল শার্ট, শার্টের ওপর ট্রেঞ্চকোট আর সাদা ট্রাউজার। হাতে রেক্সিন বাঁধাই আরব্য উপন্যাস—ধীর, অলস ভঙ্গিতে ফুটপাথ ধরে হাঁটছে দীর্ঘকায় যুবক। এদিকে একচেটিয়া আরবদের বসবাস, শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু তফাতে। সরকারী ইনফরমার আর গুপ্তচরেরা আরব এলাকার সব জায়গায় ঘুর ঘুর করছে, কিন্তু দেখে চেনার উপায় নেই। মাসুদ রানার চেহারার সাথে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের পরিচয় আছে, এই ছদ্মবেশ নেবার সেটাও একটা কারণ।

আগেই ঠিক করা ছিল সব, আজ সকালে জর্দানের রাজধানী আম্মানে পৌঁছে এয়ারপোর্টেই বশির বাহিনী অর্থাৎ ফ্রিডম পার্টির একজন লোকের সাথে

দেখা করে রানা আর গগল। জর্দান আর ইসরায়েলের বর্ডার এলাকায় এই লোকের সাংঘাতিক প্রভাব, প্রতিটি আরব তাকে চেনে ও খাতির করে। জহুরী জহর চেনে, পাঁচ মিনিটের আলাপেই টের পেল গগল, লোকটা চোরাচালানী। মেইন রোড ধরে জেরুজালেমের কাছাকাছি নিয়ে এল লোকটা ওদেরকে। তারপর একটা মেঠো পথ ধরে সীমান্ত পেরোল ওরা। ইসরায়েলে ওদেরকে পৌঁছে দিয়েই আবার জর্দান ফিরে গেল লোকটা। বিদায় নেবার আগে সে-ই ওদেরকে রেজা খায়েরের রেস্তোরাঁর কথা বলে গেছে।

চৌরাস্তার কাছে এসে বাঁক নিতে যাবে রানা, এই সময় মাঝ শহরের দিক থেকে ঠাস ঠাস পিস্তলের আওয়াজ ভেসে এল। প্রায় সাথে সাথে শোনা গেল ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। সম্ভবত কোন আর্মার্ড কার থেকে জবাব দিল ব্রাউনিং।

জেরুজালেমে রাত মানেই গোলাগুলি, শহরবাসীদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। রাস্তার ওপারে একটা বাজার, ক্রেতাদের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ করল না রানা। বাঁক নিয়ে প্রায় নির্জন একটা রাস্তায় পড়ল ও। ম্যাপ দেখে আগেই মুখস্থ করে নিয়েছে এলাকাটা, আরও দেড়শো গজ সামনে রেজা খায়েরের রেস্তোরাঁ। আরব আর ইহুদি এলাকার মাঝখানে এই রেস্তোরাঁটা ছাড়া আর কোন বাড়ি বা দোকান-পাট নেই। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় গোডাউন আর ওয়্যারহাউস, আশপাশে একটা বিড়ালের ছায়া পর্যন্ত দেখল না রানা। শীতকাল, যদিও তেমন ঠাণ্ডা পড়েনি। রেস্তোরাঁর পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল ও, যেন ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, তারপর হঠাৎ কি মনে করে বাঁ দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ আলোটা দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টিনের একটা সাইনবোর্ড, মাথায় কম পাওয়ারের বালব্, নিচে গোটা গোটা আরবী অক্ষরে লেখা—রেজা খায়েরের রেস্তোরাঁ। খানিক ইতস্তত করে সেদিকে পা বাড়াল রানা।

কামরাটা অস্বাভাবিক লম্বা আর সরু, শেষ প্রান্তে আলো পৌঁছায়নি। ঢোকার মুখেই পাথরের চুলো, একটা কেটলি বসানো রয়েছে, টগবগ করে পানি ফুটছে তাতে। কাউন্টারে বসে বুড়ো কিন্তু শক্ত-সমর্থ একজন আরব খবরের কাগজ পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়ে চশমার ওপর দিয়ে তাকাল সে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা। বুড়োর মুখে হাসি নেই, তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে শুধু।

'এক কাপ চা হবে নাকি?' মৃদু গলায় বিশুদ্ধ আরবীতে জানতে চাইল রানা। কাউন্টারে নামিয়ে রাখল আরব্য উপন্যাসটা।

'আগে কখনও দেখিনি আপনাকে,' বুড়োর চোখ দুটো যেন আটকে গেছে রানার চোখে। 'এদিকে বুঝি নতুন?'

'নতুন, কিন্তু জাতভাই,' মৃদু হাসল রানা। 'চা হবে?' পকেটে হাত গলিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ও। ধরাল। লক্ষ করল, এক চুল নড়ল না বুড়ো। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলল, 'এই তো সবে সন্ধ্যা, আর সবাই গেছে কোথায়?'

শোনা যায় কি যায় না, একটা শব্দ হলো পিছনে। শান্ত গলায় কে যেন বলল, 'একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এই রাতবিরেতে কেই বা বাইরে বেরোয়, মেজর শাকের?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। কামরার অন্ধকার প্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা। টেনেটুনে বয়স হবে আঠারো, পরনে বুশ শার্ট, ফুল প্যান্ট। খাড়া করে রাখা কলারে ঢাকা পড়ে আছে গলাটা। মাথায় গম্বুজ আকৃতির সুতী কাপড়ের তৈরি টুপি থাকায় অস্বাভাবিক লম্বা লাগছে দেখতে, কিন্তু রানা অনুমান করল পাঁচ ফিট দু'ইঞ্চির বেশি হবে না। হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে আছে, দাঁড়িয়ে আছে পা দুটো সামান্য ফাঁক করে। তাকিয়ে আছে রানার দিকে, কিন্তু ঘন কালো চোখের দৃষ্টি যেন অসীম অনন্তের দিকে নিবদ্ধ। কেন যেন মনে হলো রানার, প্রচণ্ড এক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে আছে ছেলেটা।

'কি দেখছেন, মেজর?' শান্ত, কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরাট কণ্ঠস্বর।

'দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন ফিলিস্তিনী আরব, এই রাতবিরেতে তুমিই বা কেন একা বেরিয়েছ? নাকি সাথে কেউ আছে?'

ছেলেটা কিছু বলার আগেই অন্ধকার প্রান্ত থেকে নরম একটা মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'মেজরকে এখানে নিয়ে এসো, সুজা।'

অন্ধকার বলে দূর থেকে দেখা যায়নি, কাছ থেকে খুপরির মত কাঠের বুদগুলো দেখতে পেল রানা। কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ও, সামনে একটা বুদের খোলা দরজা দেখা গেল, ভেতরে আবছা একটা নারীমূর্তি। পরনে সালোয়ার-কামিজ, মাথায় স্কার্ফ, প্রায় অন্ধকারেও তার হাতে ধরা ছোট্ট পিস্তলটা চিনতে পারল রানা। কোন রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়ে পিছন থেকে ওকে সার্চ করতে শুরু করল সুজা। মুচকি একটু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে—ইচ্ছে থাকলে ছেলেটাকে কাবু করার কমপক্ষে তিনটে সুযোগ নিতে পারত ও। ছোকরা একেবারেই অ্যামেচার!

'খুশি?' শান্তভাবে বলল রানা। পিছিয়ে গেল সুজা। বুদের ভেতর, মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। 'পরিচয়?'

'সুরাইয়া হাশমী।' কামিজের ভি-কাট গলার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল পিস্তলটা।

'সায়দা থেকে বোটে চড়ার কোন ইচ্ছে আছে নাকি?'

'ওই বোটে চড়েই তো ফিরব,' মৃদু গলায় বলল সুরাইয়া।

ফর্মালিটির পাট চুকল, এবার বুদের ভেতর ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরাল ও। লাইটারের আলোয় দেখল মেয়েটার চোখ দুটো ঘন কালো, চোয়াল দুটো চওড়া, নাকটা টিকাল, সব মিলিয়ে সুন্দরী। চেহারায় লাবণ্য ও কমনীয়তা লক্ষ করার মত। সুজার চেয়ে দু'এক বছরের বড়ই হবে। 'আমি কিন্তু একজন পুরুষকে আশা করেছিলাম,' বলল রানা।

'এখানে আমরা ছেলে-মেয়ে সবাই যুদ্ধ করছি,' একটু ঝাঁঝের সাথে বলল সুরাইয়া। 'সুজা, মেজরের জন্যে চা নিয়ে এসো।'

কাউন্টারের দিকে চলে গেল সুজা, রানা জানতে চাইল, 'কে ও?'

'দলেরই একজন, নামটা তো শুনলেনই...'

'এই অল্প বয়সে...'

'এর চেয়ে কম বয়েসী ছেলে-মেয়েরাও যুদ্ধ করছে, মেজর,' বলল সুরাইয়া। 'কিন্তু এসব ব্যাপারে আপনার কৌতূহলের কারণ কি? আপনি একজন ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি, আলাপটা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকলেই কি ভাল হয় না?'

মুচকি হাসল রানা। 'আপনাদের প্রতি আমার সহানুভূতি এবং সমর্থন আছে, সেটা একটা কারণ। তাছাড়া, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশ্নগুলো করছি আমি। যোদ্ধার সংখ্যা যত বাড়বে, আমাদের বিক্রিও তত বাড়বে।' তারপর একটু বিরতি নিয়ে ফস করে জানতে চাইল, 'জেরুজালেমে আপনারা মোট ক'জন? নিশ্চয়ই অন্যান্য শহরের চেয়ে অনেক বেশি?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে সুরাইয়া রুক্ষ গলায় বলল, 'কারও সহানুভূতি বা সমর্থন দরকার নেই আমাদের...'

আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, এই সময় বুদের দরজার কাছ থেকে কঠিন সুরে জানতে চাইল সুজা, 'কি ব্যাপার? মেজর কোন রকম বাড়াবাড়ি করছে নাকি?'

'না-না!' দ্রুত বলল সুরাইয়া।

হাতে একটা ট্রে নিয়ে বুদে ঢুকল সুজা। টেবিলে সেটা নামিয়ে রেখে এক পা পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। পট থেকে কাপে চা ঢালল সুরাইয়া।

পকেটে হাত ভরল রানা, সাথে সাথে সুরাইয়াকে সতর্ক করে দিয়ে হিব্রু ভাষায় সুজা বলল, 'সাবধান!' তার ডান হাতটা ইতোমধ্যে প্যান্টের পকেটে সেঁধিয়ে গেছে।

'একে আমি সামলাতে পারব!' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সুরাইয়া।

ব্যাপারটা পুরোপুরি সাজানো কিনা, বুঝতে পারল না রানা। মেজর শাকের সম্পর্কে নিশ্চয়ই সব খবর সংগ্রহ করেছে ওরা, তার মানে জানে, হিব্রু ভাষা বোঝে সে। সুরাইয়ার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে চুমুক দিল রানা। 'তোমার বয়স কত, সুজা?' নরম গলায় জানতে চাইল ও।

আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সাথে জবাব দিল সুজা, 'আঠারো।'

'শত্রু এলাকায় রয়েছ তুমি, তাই না? কেউ যদি তোমাকে সার্চ করতে আসে, শুধু পিস্তল হলে সেটা লুকিয়ে ফেলার তবু একটা সুযোগ হয়তো পাবে তুমি, কিন্তু হোলস্টার সরানো অত সহজ নয়।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা ফেলে দাও, তা না হলে এ জীবনে আর উনিশ বছরে পড়তে হবে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল সুজার চোখ দুটো, কিন্তু সে কিছু বলার আগে কথা বলল সুরাইয়া। 'মেজরের কথা তোমার শোনা উচিত, সুজা। এসব ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে ওর। মনে রেখো, তুমি একজন প্রফেশন্যাল খুনীর সাথে কথা বলছ।'

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। মুচকি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কে অনেক কথাই জানেন আপনি!'

'জানি বৈকি!' গম্ভীর সুরে বলল সুরাইয়া। 'এই প্রথম বাইরের কারও সাথে যোগাযোগ করতে যাচ্ছি আমরা, তাদের সম্পর্কে সব কথা না জানলে চলে?'

সিগারেটে কষে একটা টান দিল রানা। 'আমার সম্পর্কে কি জানেন শুনতে ইচ্ছে করছে—আর কিছু না, স্রেফ কৌতূহল।'

'চার বছর আগে লেবানন আর্মি থেকে বহিষ্কার করা হয় আপনাকে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সীমান্ত এলাকায় ডিউটি করার সময় চোরাচালানীদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়েছেন।'

'কিন্তু অভিযোগটা প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি,' বলল রানা। 'আমাকে বহিষ্কার করা হয় বিচার চলার সময় অফিসারদের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্যে। সে যাই হোক, ঘুষ খাওয়ার অভিযোগটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ঘুষ কেন খেতাম, তাতে কার কি লাভ হত, তাও নিশ্চয় জানেন আপনি?'

'সে-সময় লেবাননে প্যালেস্টাইন গেরিলা সংগঠনগুলো নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে উঠেছিল, তাই লেবানন সরকার তাদের কাছে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক বিক্রির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কিন্তু আপনি সেটা গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অনেকগুলো গেরিলা সংস্থা আপনার মাধ্যমে চোরাচালানীদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কেনে। এতে করে লেবানন একটা জ্বলন্ত নরককুণ্ড হয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে কয়েক হাজার গেরিলা মারা যায়। এই পরিণতির জন্যে দায়ী ছিলেন আপনি...'

আহত একটা ভঙ্গি করল রানা। বলল, 'কিন্তু তখন কি আমি জানতাম অস্ত্রগুলো ওরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে? আমি প্যালেস্টাইনীদের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করি, ভেবেছিলাম...'

'যাই ভেবে থাকুন, প্রায় সব ক'টা গেরিলা সংগঠনের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে আপনি আসলে মুক্তিযুদ্ধের অপূরণীয় ক্ষতিই করেছেন...'

'কিন্তু আপনারাও তো একটা গেরিলা সংগঠন,' বলল রানা। 'আপনাদের কাছেও অস্ত্র বিক্রি করে তাহলে কি আমরা মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতি করতে যাচ্ছি?'

'আমাদের অস্ত্র কখনোই অন্য গেরিলা সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না।'

'ঠিক এই প্রতিশ্রুতি ওরাও দিয়েছিল,' বলল রানা মৃদু হেসে।

বুদের ভেতর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। এক মিনিট পর আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'মি. গগল কাছেই এক জায়গায় আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সাবধানের মার নেই, তাই প্রথমে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'মি. গগল কোথায় আছেন তা আমরা জানি,' বলল সুরাইয়া। 'হোটেল ড্রাগন, ফোর্থ ফ্লোর, স্যুট নাম্বার নাইনটি ফোর। আর আপনি উঠেছেন গ্র্যান্ড সেন্ট্রালে...'

'আমরা তাহলে রওনা হতে পারি, কি বলেন?'

রানার জন্যে চা আনতে গিয়ে রেস্তোরাঁর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল সুজা, হঠাৎ সেটা দড়াম করে খুলে গেল। উদ্ধত ভঙ্গিতে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকল কয়েকজন উগ্রমূর্তি তরুণ। সংখ্যায় ওরা চারজন, সবার পরনে লেদার বুট, জীনস আর আঁটসাঁট জ্যাকেট। হাবভাব দেখেই পরিচয় পাওয়া গেল। অস্থিরমতি, বখাটে, হিংস্র পশু—সব শহরেই এদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। ওদেরকে দেখেই বিপদ টের পেল রেস্তোরাঁর মালিক রেজা খায়ের। কামরার ভেতর ঢুকে চারদিকে তাকাল ওরা, মালিক ছাড়া আর কাউকে দেখতে না পেয়ে চেহারাগুলো যেন আরও উগ্র হয়ে উঠল। ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢুকলেও, কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল ওরা ধীর পায়ে। ঠিক যেন শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে। সবার আগে রয়েছে সতেরো কি আঠারো বছরের লাল জ্যাকেট, সে-ই বোধহয় নেতৃত্ব দিচ্ছে খুদে দলটাকে। এক দিকের ঠোঁট অদ্ভুত ভাবে বেঁকে আছে ছেলেটার, হাসছে, কিন্তু সে বড় আক্রোশের হাসি।

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল লাল জ্যাকেট। 'ভালই হয়েছে, লোকজন নেই,' হেসে উঠে বলল সে। 'মেকি বীরত্ব দেখাতে এসে আহত হবে না কেউ। একটা ভাল কাজ করার বেলায় নেই, কিন্তু আমরা কিছু করতে গেলেই বাধা দেবে—শালারা! অ্যাই বুড়ো, দিন তো ঘনিয়ে এসেছে, পাপের বোঝা তো আর কম ভারী করোনি, এবার কিছুটা পুণ্য করো, বুঝলে? নাও, ঝটপট করো, যা আছে বের করে দাও। আমাদেরকে আবার অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

'কি চাও, বাবা, তোমরা?' বুড়ো খায়ের কাঁপা গলায় জানতে চাইল। 'আমি গরীব মানুষ, তোমাদেরকে বড়জোর এক কাপ করে চা আর একটা করে বিস্কিট খাওয়াতে পারি...!'

'ওসব ধানাইপানাই রাখো!' ধমক দিয়ে বুড়োকে থামিয়ে দিল লাল জ্যাকেট। 'আমরা কেন এসেছি জানো?'

সন্ত্রস্ত বুড়ো এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'কি করে জানব, বাবা...'

'নতুন পাড়ায় মসজিদ তৈরি হচ্ছে, খরচের টাকা যোগাড় করার জন্যে চাঁদা তুলছি আমরা।' রেস্তোরাঁর চারদিকে আরেকবার তাকাল লাল

জ্যাকেট। 'তোমার নামে একশো পিয়াস্তের* ধরেছিলাম, কিন্তু ব্যবসা তেমন সুবিধের নয় দেখে কমিয়ে পঞ্চাশ পিয়াস্তের ধরছি।' কাউন্টারের দু'দিকে হাত রেখে বুড়োর দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'জলদি! জলদি! আমাদের আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে!'

বাকি তিনজন লাল জ্যাকেটের দু'পাশে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন এগিয়ে এসে কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল, হাত বাড়িয়ে শো-কেস থেকে বের করে নিল কয়েক টুকরো কেক। একটায় কামড় দিয়ে প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে, 'কী মজারে, ভাই! খেয়ে দেখ্ না!' একমাত্র লাল জ্যাকেট পরা ছেলেটা ছাড়া বাকি সবাই কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে শো-কেস খালি করে বের করে নিল কেকগুলো।

নরম গলায় রেজা খায়ের বলল, 'নতুন পাড়ায় দুটো মসজিদ রয়েছে, আরেকটা তৈরি হচ্ছে বলে তো শুনিনি...'

লাল জ্যাকেট সন্ধানী চোখে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। তারা সবাই গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিক, কথাটা মিথ্যে নয়,' বলল লাল জ্যাকেট। 'নতুন পাড়ায় দু'দুটো মসজিদ আছে, ওখানে আরেকটা মসজিদের দরকারও নেই, তৈরিও হচ্ছে না। তাহলে সত্যি কথাটাই বলতে হয়।' নাটকীয় ভাবে একটু বিরতি নিল সে। তারপর চাপা গলায় বলল, 'আমরা ফ্রিডম পার্টি থেকে এসেছি। খবরদার! কাউকে বোলো না! প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছি আমরা। অবশ্য এসব কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন করে না। ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বিস্তর অস্ত্র দরকার আমাদের, সেজন্যে ফান্ড চাই। তাই চাঁদা তুলছি। যা আছে সব দিয়ে দাও, দেশ স্বাধীন হলে হাজার গুণ ফিরে পাবে...'

'আল্লা যেন আমাদের সহায় হয়,' রেজা খায়ের প্রার্থনার ভঙ্গিতে মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বুজল একবার। 'কিন্তু, বাবারা, ক্যাশ বাক্সে বোধহয় তিন কি চার পিয়াস্তের পড়ে আছে—আমার জীবনে এই রকম মন্দা দেখিনি...'

'পঞ্চাশ পিয়াস্তের!' লাল জ্যাকেট বলল। 'এক কানাকড়িও কম নয়। তা না হলে ভেঙেচুরে সব নাস্তানাবুদ করে দিয়ে যাব। বশির বাহিনীর লোক আমরা, কারও পরোয়া করি না। যে-কোন একটা বেছে নাও!'

'কোথায় পাব, বাবা...' অনুনয় বিনয় শুরু করল বুড়ো রেজা।

ঠাস করে বুড়োর গালে চড় মারল লাল জ্যাকেট। 'পঞ্চাশ পিয়াস্তের! শালা বানচোত, দেশের জন্যে দান করার কথা উঠলেই ইনিয়ে বিনিয়ে রাজ্যের ফালতু অজুহাত...'

দমকা বাতাসের মত রানাকে পাশ কাটিয়ে গেল সুজা। আয়নায় তার চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, আগুনের দুটো টুকরো, জ্বল জ্বল করছে। নিঃশব্দে তরুণদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাঁধ দুটো সামনের

* একশো পিয়াস্তের এক পাউন্ডের সমান।

দিকে ঝুঁকে পড়েছে, প্যান্টের পকেটে হাত দুটো ভরা, শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। সবার আগে লাল জ্যাকেটই তাকে দেখতে পেল আয়নায়।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লাল জ্যাকেট। হিংস্র হাসি লেগে রয়েছে মুখে। 'এই ব্যাটা, কে তুই? কি চাস?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। এগোতে যাবে, এই সময় বাধা দিল সুরাইয়া। রানার একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'কারও সাহায্য লাগবে না ওর।'

'আমাকে ভুল বুঝেছ, প্রিয়ে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আমি শুধু কাছ থেকে মজাটা দেখতে চাইছিলাম।' সুরাইয়া তাকিয়ে আছে রেস্তোরাঁর সামনের দিকে, কিন্তু রানার হাতটা ছাড়েনি এখনও, যেন খেয়াল নেই। সম্বোধন ও কথাগুলোও শুনল, কিন্তু ভাব দেখে মনে হলো, শুনতে পায়নি। ওর হাতে রাখা সুরাইয়ার হাতটা বাঁ হাত দিয়ে ধরল রানা, চাপ দিল মৃদু। কৃত্রিম অন্যমনস্ক ভাবটা কাটিয়ে উঠে হাতটা দ্রুত ছাড়িয়ে নিল সুরাইয়া। কিন্তু রানার দিকে তাকাল না। আবার বসল রানা।

লাল জ্যাকেটের দু'পাশ থেকে সরে এসে সুজাকে ঘিরে ধরেছে বাকি তিনজন, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত।

'বশির বাহিনীর লোক তোমরা, তাই না?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল সুজা।

এই প্রথম অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল লাল জ্যাকেট, তারপর সুজার চোখে চোখ রেখে জেরা করার সুরে জানতে চাইল, 'তা জেনে তোমার কি দরকার?'

'এই এলাকায় রশির বাহিনীর একমাত্র লেফটেন্যান্ট আমি,' বলল সুজা। 'তোমরা কারা?'

চোখের পলকে ওদের একজন ছুটে দরজার কাছে চলে গেল, কিন্তু ইতোমধ্যে সুজার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা নাইন এম এম ব্রাউনিং অটোমেটিক। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আরেক মানুষে পরিণত হলো সুজা। আয়নায় তার চেহারা দেখে গা শির শির করে উঠল রানার। এই মূর্তি দেখে খোদ শয়তানও বুঝি ভয় পাবে। শুধু খুনী নয়, সুজা জন্ম-খুনী—এ-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ থাকল না।

কিছুই বলতে হলো না সুজাকে, দরজার কাছ থেকে গুটি গুটি পায়ে ফিরে এসে কাউন্টারের দিকে পিছন ফিরে স্থিরভাবে দাঁড়াল চার নম্বর তরুণ। বাকি দু'জন আগেই পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওখানে।

সুজার চোখের দিকে তাকিয়ে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে লাল জ্যাকেট, কথা বলার সময় গলাটা বিকৃত শোনাল। 'খোদার কসম, আমরা কোন ক্ষতি করতে চাইনি...'

ছেলেটার হাঁটুর নিচে, শক্ত হাড়ের ওপর জুতোর ডগা দিয়ে লাথি ঝাড়ল সুজা। একটা হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ছেলেটার, এক পায়ে ভর দিয়ে ঘুরে গেল

আধপাক। পড়েই যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে কাউন্টারের কিনারা আঁকড়ে ধরে সামলে নিল কোনমতে। ব্রাউনিংটা উল্টো করে ধরল সুজা। আলোর একটা ঝলকের মত লাল জ্যাকেটের লম্বা করা হাতের পিছনে পড়ল আর উঠল সেটা, পরিষ্কার হাড় ভাঙার শব্দ পেল রানা। আর্তনাদ ছেড়ে মেঝের ওপর আতঙ্কিত সঙ্গীদের পায়ের কাছে পড়ে গেল লাল জ্যাকেট।

সুজার ডান পা বিদ্যুৎ গতিতে পিছিয়ে এল, প্রতিপক্ষের মাথার পাশে আঘাত করে উপদ্রবের মত জড় উপড়ে ফেলতে চায় যেন সে, এই সময় তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল সুরাইয়ার। 'যথেষ্ট হয়েছে, সুজা!'

প্রভুভক্ত কুকুরের মত সাথে সাথে পিছিয়ে এল সুজা, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। টেবিলের তলা থেকে একটা মেডিক্যাল ব্যাগ তুলে নিয়ে বুদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল সুরাইয়া। লাল জ্যাকেটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাগটা কাউন্টারে রেখে সন্ত্রস্ত তরুণদের দিকে তাকাল সে। বলল, 'তোলো ওকে।'

ধরাধরি করে আহত বন্ধুকে তুলল তারা। তাদের গায়ে ভর দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তার ভাঙা হাতটা পরীক্ষা করল সুরাইয়া।

পট থেকে আরেক কাপ চা ঢালল রানা। কাপটা নিয়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। কাছে এসে দেখল, সুরাইয়া তার ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে স্টেথোসকোপ, লিকুইড অ্যান্টিসেপটিক, কটন ইত্যাদি বের করছে। উঁকি দিয়ে ব্যাগের ভেতর আরও নানান ধরনের ডাক্তারি সরঞ্জাম ও ওষুধ-পত্র দেখল রানা। সার্জিকাল গজের একটা স্লিং তৈরি করে গলার সাথে লাল জ্যাকেটের আহত হাতটা বেঁধে দিল সুরাইয়া।

'এখুনি একে হাসপাতালে নিয়ে যাও,' বলল সে। 'হাতটা প্লাস্টার করতে দেরি হলে হাড়গুলো জোড়া লাগানো কঠিন হবে।'

'আর চামড়ার ফাটলগুলো যেন খোলা না হয়,' মুখ খুলতে নিষেধ করে দিল সুজা।

ছেলেগুলো ছুটল, আহত সঙ্গীর পা দুটো তাদের মাঝখানে মেঝেতে ঘষা খাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল সুজা। কামরার ভেতর জমাট বাঁধল নিস্তব্ধতা।

হাত বাড়িয়ে মেডিক্যাল ব্যাগটা ধরতে যাবে সুরাইয়া, এই সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'ওটা তোমার কাভার, নাকি আসলেও তুমি একজন...'

'হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সার্টিফিকেট হলে চলবে আপনার?'

'অদ্ভুত ব্যাপার!' বলল রানা। 'তোমার বন্ধু সুজা হাড় ভাঙে আর তুমি সেগুলো যত্নের সাথে জোড়া লাগাও। একেই আমি টীমওয়র্ক বলি।'

মুখের চেহারা কালো হয়ে উঠতে দেখে বোঝা গেল খোঁচাটা পছন্দ হয়নি সুরাইয়ার। রাগের সাথে ঝাপটা দিয়ে ব্যাগটা বন্ধ করল সে। কিন্তু পাল্টা কোন মন্তব্য করল না। রানা উপলব্ধি করল, ওর সাথে চটাচটি করবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে মেয়েটা। 'আমরা এখন যেতে পারি, মেজর শাকের?'

দরজার দিকে পা বাড়াল সুরাইয়া। হাতের কাপটা রেজা খায়েরের সামনে কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। তুলে নিল আরব্য উপন্যাসটা।

হতভম্ব বুড়ো চড় খাওয়া গালে একটা হাত রেখে এখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

'কিছুই ঘটেনি, কিছুই শোনেননি—মনে থাকবে তো?' চোখ পাকিয়ে বুড়োকে বলল সুজা।

বিবর্ণ ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপছে রেজা খায়েরের, সাথে সাথে মাথা কাত করল সে। তারপর হঠাৎ কাউন্টারের ওপর মাথা নামিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এই সময় রানাকে বিস্মিত করে দিয়ে বুড়োর কাঁধে একটা হাত রাখল সুজা, আশ্চর্য কোমল সুরে বলল, 'সামনে ভাল দিন আসছে, বাবা। একটু সবুর করো!'

ঝির ঝির বাতাস বইছে বাইরে। ওয়্যারহাউসগুলো পেরিয়ে আরব এলাকায় ঢুকল ওরা, আধ মাইলটাক এগিয়ে মেইন রোডের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে পড়ল সুরাইয়া। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি কেউ। ওদের ঠিক পিছু পিছু এসেছে সুজা, যেন সুরাইয়াকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে।

'কি ব্যাপার?' সুরাইয়াকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে জানতে চাইল রানা।

সুজার দিকে ফিরল সুরাইয়া। বলল, 'এদিকে আমার একটা রোগী আছে। আজ সন্ধ্যায় তাকে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দেব বলে কথা দিয়ে রেখেছি। এই এলাম বলে।' রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দ্রুত পায়ে হন হন করে এগোল সে। দুটো বাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে তিন নম্বর বাড়িটার দরজায় নক করল। প্রায় সাথে সাথে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সুরাইয়া।

সরে এসে দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা খিলান দেয়া প্যাসেজে দাঁড়াল রানা আর সুজা। সিগারেট অফার করল রানা, কিন্তু নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করল সুজা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দিল রানা। খানিক পর জানতে চাইল, 'ইসরায়েলের ভেতর কাজ করা সহজ কথা নয়! কিন্তু, কাজের কাজ কিছু করতে পারছ কি?'

ঝট করে ফিরল সুজা। 'তা জেনে আপনার কি দরকার?'

'স্রেফ কৌতূহল।'

'অকারণ কৌতূহল বিপদ ডেকে আনতে পারে, মেজর শাকের!' রূঢ় গলায় সতর্ক করে দিল সুজা।

মুচকি একটু হাসল রানা। 'এমন কিছু জানতে চাইনি যা বললে তোমার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। এক রাখ রাখ ঢাক ঢাক কেন?'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না সুজা, অন্যদিকে ফিরে চুপ করে থাকল।

'ঠিক আছে, প্রশ্নগুলো আমি বরং বুড়ো দাদুকেই জিজ্ঞেস করব।'

ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল সুজা। তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, 'বুড়ো দাদু সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'জানি না, জানতে চাই।'

হঠাৎ গা কাঁপিয়ে হেসে উঠল সুজা। তারপর বলল, 'কিছু মনে করবেন না, মেজর শাকের। আপনি আমাকে হাসতে বাধ্য করলেন।'

'কারণটা বুঝতে পারলাম না, খোকা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল রানা।

'বুড়ো দাদু একটা দুর্লঙ্ঘ্য রহস্য! ভাগ্যবান দু'একজন ছাড়া দলের লোকেরাই তার সম্পর্কে কিছু জানে না—আপনি একজন বহিরাগত হয়ে তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবেন? বুড়ো দাদু দেখতে কেমন তাই অনেকে জানে না...'

'সাধারণ কর্মীদের সাথে মেলামেশা করেন না তিনি?' জানতে চাইল রানা। 'তাদেরকে নির্দেশ দেন না? তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন না?'

হঠাৎ করেই চেহারাটা কঠিন হয়ে গেল সুজার। 'আপনি নিজের অধিকার লঙ্ঘন করছেন, মেজর শাকের। অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছেন, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার?'

'উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দেব,' বলল রানা। 'আমার বস্, মি. গগল, একজন ব্যবসায়ী বটেন, কিন্তু তিনি রাজনীতি সচেতন এবং মানবতাবাদী। তিনি তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেন। নিজের কথা আর নতুন করে কি বলব। আমাদের সম্পর্কে এসব কথা জানেন বলেই বুড়ো দাদু আর কাউকে না ডেকে আমাদেরকে ডেকেছেন, তাই না?'

'তাতে কি?'

'লেবানন, জর্দান এবং সিরিয়ায় ইসরায়েলের গোপন গেরিলা সংগঠন আছে, নিশ্চয়ই সে-খবর জানা আছে তোমার? ওদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা যেমন নিরাপদ তেমনি লাভজনক। কিন্তু তবু ওরা আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র পায় না। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি আমরা তোমাদের সাথে ব্যবসা করতে, অথচ জানি ভাল তো দূরের কথা বাজারদর দেবার মত সামর্থ্যও তোমাদের নেই। বলতে পারো কেন?'

রানার শেষ কথাটা প্রতিধ্বনিত হলো সুজার গলা থেকে, 'কেন?'

'তোমাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে...'

'আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুজা। 'আপনার ওসব ছেঁদো কথায় আমরা ভুলব না।' একটু দম নিল সে, তারপর আবার বলল, 'আমার সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার থাকলে এই মুহূর্তে আলোচনাটা বাতিল করে দিতাম আমি। আপনাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে, মেজর শাকের। আপনি অত্যন্ত ঘোলাটে এক চরিত্র। সাবধান, আমি আপনার ওপর নজর রাখছি।'

'তোমার না থাকলেও, ডা. সুরাইয়ার বোধহয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আছে, নাকি ভুল বুঝেছি আমি?' সুজা কোন উত্তর করল না দেখে আবার বলল

রানা, 'ওকে বলে দেখো না, ও হয়তো আলোচনাটা বাতিল করে দিতে রাজি হবে।'

অনেক কষ্টে চুপ করে থাকল্ সুজা। একটু পর সুরাইয়া ফিরে এল, দু'জনের চেহারা দেখে কিছু একটা আঁচ করল সে, জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'ও কিছু না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'সামান্য মত-বিরোধ মাত্র। যথাসময়ে দূর হয়ে যাবে বলে আশা রাখি।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সুজা, কারও দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল হোটেল ড্রাগনের দিকে।

হোটেল ড্রাগন। এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় উঠল ওরা। চুয়ান্ন নম্বর স্যুইটে নক করতেই ভেতর থেকে ভারী গলায় জবাব এল, 'কাম ইন।'

ভেজানো দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, পেছনে সুরাইয়া আর সুজা।

'এই যে শাকের, এসেছ তুমি! ভেরি গুড!' সোফার ওপর সিধে হয়ে বসল গগল।

'ডা. সুরাইয়া,' পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'এবং মি. সুজা। ইনি মি. ভিনসেন্ট গগল।' দরজাটা বন্ধ করে দিল ও।

ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল গগলের। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'বুঝলাম না!' চোখ পিট পিট করল কয়েকবার, যেন ভারি অবাক হয়েছে। 'বশির জামায়েল, ফ্রিডম পার্টির প্রেসিডেন্টকে আশা করছিলাম আমি। আপনারা…?'

জানালার দিকে এগিয়ে গেল রানা, একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সরাসরি না তাকিয়েও লক্ষ করল, দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুজা, একটা হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। সতর্ক চোখ নজর রাখছে ওদের ওপর।

মেডিক্যাল ব্যাগটা খুলে ভেতর থেকে একটুকরো কাগজ বের করল সুরাইয়া। এগিয়ে গিয়ে গগলের দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। 'আমি যে বশির জামায়েলের প্রতিনিধিত্ব করছি, এটা তার প্রমাণ।'

কাগজটা নিয়ে দ্রুত চোখ বুলাল গগল। চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু আয়োজনটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না। ফাইন্যাল কথাবার্তা তাঁর সাথে হলেই ভাল হত। টাকা-পয়সা লেনদেন হবার কথা আজ, সে ব্যাপারে তিনি কিছু বলে দিয়েছেন আপনাকে?' মুখ তুলল গগল। 'বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্যে নগদ বিশ হাজার পাউন্ড দেবার কথা ছিল—কোথায় সেটা, প্লীজ?'

মেডিক্যাল ব্যাগটা আরেকবার খুলল সুরাইয়া। বড় সাইজের একটা এনভেলাপ বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

'গুণে দেখে টাকাটা সুটকেসে রেখে দাও তো, শাকের,' বলল গগল।

রানা টেবিলের দিকে পা বাড়াতে যাবে, এই সময় বাধা দিল সুরাইয়া। 'কষ্ট করতে হবে না—ওখানে বিশ হাজার নেই।'

'নেই?' ভুরু জোড়া কপালে উঠে গেল গগলের। 'কেন নেই? কত আছে?'

'পাঁচ হাজার,' বলল সুরাইয়া।

সাথে সাথে কিছু বলল না গগল। ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল সে। কামরার ভেতর উত্তেজনা দানা বাঁধছে। 'বাকি পনেরো হাজার পাউন্ড?' অবশেষে ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল গগল।

'আমরা প্রতারকের খপ্পরে পড়ছি কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম, এর মধ্যে আর কোন ব্যাপার নেই,' অজুহাত দেখাল সুরাইয়া। 'বাকি পনেরো হাজার পাউন্ড আপনাদের জন্যে রেডি করে রাখা হয়েছে, দশ মিনিটের মধ্যে নিয়ে আসা যায়...'

ধীরে ধীরে আবার সোফায় বসল গগল। মাথা নিচু করে চিন্তা করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, 'ঠিক আছে। এবার তাহলে ব্যবসার কথা। বসুন, প্লীজ।'

গগলের সামনের চেয়ারে বসল সুরাইয়া। কিন্তু দরজার কাছ থেকে এক চুল নড়ল না সুজা।

'আপনি বসবেন না, মি. সুজা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল গগল।

'দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে আমার,' শান্তভাবে বলল সুজা।

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল গগল, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল না।

'আমাদের চাহিদা পূরণ করতে আপনাকে কোন অসুবিধেতে পড়তে হবে না তো, মি. গগল?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

'রাইফেলগুলো কোন সমস্যাই নয়। গর্বের সাথে জানাতে পারি, যে-কোন মুহূর্তে দু'হাজার চাইনিজ এ-কে ফোর-সেভেন ডেলিভারি দিতে পারব আমি। বর্তমান দুনিয়ায় এটাই সম্ভবত সবচেয়ে ভাল অ্যাসল্ট রাইফেল। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে এগুলো ভিয়েৎকংরা।'

'এসব আমার জানা আছে,' ক্ষীণ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল সুরাইয়ার গলায়। 'আর সব আইটেম সম্পর্কে বলুন।'

'গ্রেনেডও কোন সমস্যা নয়,' বলল গগল। 'প্রচুর সাব-মেশিনগানের ব্যবস্থাও করতে পারব। থম্পসনগুলোর কোন উন্নতি হয়নি, আজও ওগুলো প্রচণ্ড শব্দ করে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে ইসরায়েলি উজি ব্যবহার করতে বলব। অত্যন্ত চমৎকার একটা অস্ত্র। প্রথম শ্রেণীর, সন্দেহ নেই। ইসরায়েলের ভেতর কাজ করছেন, কাজেই এই অস্ত্র ব্যবহার করা সব দিক থেকে নিরাপদ। তুমি কি বলো, শাকের?'

'সম্পূর্ণ একমত, স্যার,' সাথে সাথে জবাব দিল রানা। 'আর উজির কথা যদি বলেন, ওর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। এতে একটা গ্রিপ-সেফটি আছে, তাতে হাত থেকে পড়ে গেলে গুলিবর্ষণ থেমে যায়।'

রানার দিকে তাকালই না সুরাইয়া, জানতে চাইল, 'আর আর্মার-ভেদী উইপন? ওগুলোর কথা আমরা বিশেষভাবে বলেছিলাম।'

'সত্যি কথা বলতে কি, ওখানেই সমস্যা,' গম্ভীর মুখে বলল গগল।

'কিন্তু ওগুলো আমাদের পেতেই হবে!' ডান হাতটা মুঠো করে নিজের হাঁটুর ওপর ঘুসি মারল সুরাইয়া, আঙুলের গিঁঠগুলো সাদা হয়ে রয়েছে। 'স্ট্রীট ফাইটে জিততে হলে ওগুলো ছাড়া চলবে না আমাদের। কালার টেলিভিশনে পেট্রল বোমাগুলো চমৎকার আতসবাজির খেলা দেখায় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই! আর্মার্ড কারের রঙ চটানো ছাড়া আর কোন কাজের নয় ওগুলো।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস টেনে বলল গগল, 'আশি থেকে একশো বিশটা লাহটি টোয়েনটি এম এম সেমি অটোমেটিক অ্যান্টি-ট্যাংক ক্যানন ডেলিভারি দিতে পারি আমি। এটা একটা ফিনিশ গান। যতদূর জানি, পশ্চিমা কোন শক্তি আজ পর্যন্ত ব্যবহার করেনি।'

'ভাল কাজ করে? আমাদের প্রয়োজন মেটাবে?'

'মেজরকে জিজ্ঞেস করুন। এসব ব্যাপারে সেই তো এক্সপার্ট।'

রানার দিকে ফিরল সুরাইয়া। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যেকোন আগ্নেয়াস্ত্র ভাল কাজ করবে কিনা তা নির্ভর করে যে সেটা ব্যবহার করবে তার দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের ওপর। তবে তোমার জ্ঞাতার্থে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি আমি। পঁয়ষট্টি সালে নিউ ইয়র্কের একটা ব্যাংকে ডাকাতি হয়। ওরা লাহটি ব্যবহার করেছিল। বিশ ইঞ্চি পুরু কংক্রিট আর স্টীলের দেয়ালে মস্ত একটা গর্ত তৈরি করে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা। ঠিক জায়গা মত একটা রাউন্ড যদি ধাক্কা দেয়, যে কোন আর্মার্ড কার দু'ফাঁক হয়ে যাবে।'

বন্য একটা উম্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে সুরাইয়ার দু'চোখে, হাত দুটো এখনও মুষ্টিবদ্ধ, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে দ্রুত জানতে চাইল, 'কখনও ব্যবহার করেছেন? মানে, পরীক্ষা করে দেখেছেন, কি ফলাফল হয় তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে?'

'আছে,' শান্তভাবে বলল রানা। 'তুলনা হয় না।'

ঝট করে গগলের দিকে ফিরল সুরাইয়া। 'ওগুলোর ব্যবহার বিধি শেখাবার জন্যে যোগ্য ট্রেনার দিয়ে সাহায্য করতে হবে—সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকাল গগল। 'সম্ভব। এ-ব্যাপারে মেজর শাকেরের চেয়ে যোগ্য লোক আর কোথায় পাবেন আপনি! তবে, মাত্র এক হপ্তার বেশি সময় দিতে পারবে না ও। আর এর জন্যে অতিরিক্ত ফি দিতে হবে দশ হাজার পাউন্ড। প্রথম কনসাইনমেন্ট ডেলিভারি পাবার সাথে সাথে যে টাকা দেবার কথা হয়ে আছে তার সাথে ওটাও অ্যাডভান্স করতে হবে। রাজি?'

'তার মানে, মোট এক লাখ ত্রিশ হাজার পাউন্ড?'

সবিনয়ে হাসল গগল।

'ঠিক আছে, রাজি।'

'কফি?' টেবিল থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিল গগল। তিনটে কাপে কফি ঢালা

শেষ করে চতুর্থ কাপটা ভরতে যাবে, এই সময় দরজার কাছ থেকে বলল সুজা, 'আমি কফি খাই না।'

'তাহলে চা আনাই?'

'না, ধন্যবাদ,' বলল সুজা। 'ওসব বদভ্যাস আমার নেই।'

আবার কাঁধ ঝাঁকাল গগল। সুরাইয়ার হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল সে। এগিয়ে এসে নিজের কাপটা টেবিল থেকে তুলে নিল রানা।

'বেশ,' কাপে চুমুক দিয়ে সুরাইয়ার দিকে তাকাল গগল। 'আমরা তাহলে মি. বশির জামায়েলের বৈরুত এজেন্টের সাথে যেভাবে কথা হয়েছিল সেভাবে কাজ শুরু করে দিই। ত্রিশ ফুটী একটা বোট ভাড়া করেছি আমি, এই মুহূর্তে সেটা সায়দা বন্দরে নোঙর করা আছে, চেক করলে দেখা যাবে ডিপ-সী ফিশিঙের সাজ-সরঞ্জামে ঠাসা। আগামী বৃহস্পতিবার জোয়ারের সময়, এই বিকেল নাগাদ অথবা একটু রাত করে বোট নিয়ে রওনা হবে মেজর শাকের—আপনারা চেষ্টা করবেন প্রথম কনসাইনমেন্ট যেন নিরাপদে আপনাদের হাতে পৌঁছায়।'

'কোথায় ভিড়বে বোট?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

বিষয়টা রানার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। বলল, 'বে অভ হাইফার উত্তরে আক্কো'র কাছাকাছি ছোট্ট একটা ফিশিং পোর্ট আছে। আফরী দ্বীপের সোজা পুবে ওটা, নাম মায়রা। মায়রা থেকে একটা প্যাসেজ ভেতর দিকে চলে গেছে, মাইল পাঁচেক পুবে চমৎকার একটা নির্জন সৈকত পাব আমরা। আমাদের পরিচিত ব্যবসায়ীরা কয়েক বছর ধরে ড্রাগস আর হুইস্কি চালান দিচ্ছে ওখানে। আজও তারা কেউ ধরা পড়েনি। আশা করা যায়, আমরাও ধরা পড়ব না। ওখানে আমরা কনসাইনমেন্ট পৌঁছে দেবার পর বাকি কাজ তোমাদের। বিশ্বস্ত লোকজন আর ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবস্থা করবে তোমরা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কার্গো নিয়ে কেটে পড়তে হবে।'

'তারপর? আপনারা কি করবেন?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

'ফিশিং পোর্ট মায়রায় ফিরে যাব আমরা। ওখান থেকে যোগাযোগ করব তোমাদের সাথে।'

ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকল সুরাইয়া, যেন চিন্তা করছে। গগল প্রশ্ন করল, 'কোন আপত্তি আছে?'

'না, আপত্তির কি আছে,' শ্লথ ভঙ্গিতে মাথা কাত করল সুরাইয়া। 'তবে, একটা কথা।' মুখ তুলল সে।

'বলুন,' উৎসাহ দিল গগল।

'সায়দা থেকে আমি আর সুজা মেজর শাকেরের সাথে বোটে চড়ব।'

'সে কি! কেন?' নিখুঁত বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে তুলল গগল চেহারায়। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ, না, তা হতে পারে না।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সুরাইয়া। 'অসুবিধেটা কোথায়?'

'অসুবিধে হলো, সায়দা থেকে মেজর শাকের আনন্দ বিহারে রওনা হবে

না! দু'দুটো দেশের উপকূল ধরে আসতে হবে তাকে। লেবানন বা ইসরায়েলের পেট্রল বোট যদি চ্যালেঞ্জ করে, পালাবার তবু একটা সুযোগ করে নিতে পারবে মেজর শাকের। পানির পোকা বলা যেতে পারে ওকে। ওর সাথে ফ্রগম্যানের ইকুইপমেন্ট থাকবে। অ্যাকুয়াল্যাঙ। ভাগ্য সহায়তা করলে বিপদের সময় পালাতে পারবে ও। কিন্তু ওর সাথে আপনারা থাকলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে।'

'মেজর শাকেরকে আপনি খুব ছোট করে দেখছেন,' প্রতিবাদের সুরে বলল সুরাইয়া। 'কোস্টাল গার্ড জাহাজগুলোকে ফাঁকি দেবার যোগ্যতা ওর আছে। কি, ঠিক বলিনি, মেজর শাকের? আপনিই বলুন, আমাদের নিরাপত্তার ভার আপনার হাতে তুলে দেয়াটা কি ভুল হবে?' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, হাতটা বাড়িয়ে দিল গগলের দিকে। 'তাহলে সেই কথাই রইল। আপনার সাথে বৃহস্পতিবারে সায়দায় দেখা হবে আমাদের।'

অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল গগল, তারপর সুরাইয়ার হাতটা ধরল। 'বড় বেশি আত্মবিশ্বাসী আপনি, ডা. সুরাইয়া। যাই হোক, মনে আছে তো, আমার কাছে এখনও আপনি পনেরো হাজার পাউন্ড ঋণী?'

'এতবার মনে করিয়ে দিলে কিভাবে ভুলে যাই, বলুন?' রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। 'আপনি রেডি, মেজর?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সুজা।

চার

হোটেল ড্রাগন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। মেইন রোড ধরে জেরুজালেম শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে এগোল। মাঝখানে একবার থেমেছিল, কিন্তু আবার শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে হাওয়া। প্রায় নির্জন রাস্তা, এদিকটায় শহর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল একটা ল্যান্ড-রোভার, ঠিক পিছনেই আরেকটা। একান্ত দরকারী জিনিস ছাড়া বাকি সব ঝেড়ে ফেলা হয়েছে দুটো গাড়ি থেকেই, ড্রাইভার ছাড়াও তিনজন করে সৈনিক রয়েছে প্রতিটি গাড়িতে। গাড়ির পিছন দিকে পজিশন নিয়ে শুয়ে আছে সৈনিকরা, বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাদেরকে। এরা প্যারাট্রুপার, বয়সে যুবা হলেও চেহারা দেখে মনে হয় কঠিন পাত্র, পরনে পুরোদস্তুর সামরিক ইউনিফর্ম। তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্যে প্রত্যেকে বাগিয়ে ধরে আছে একটা করে সাব-মেশিনগান।

আঁধারে হারিয়ে গেল গাড়ি দুটো। সেদিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল সুজা। ঘৃণাভরে এক দলা থুথু ফেলল নর্দমায়। 'এখন যদি একটা থম্পসন থাকত আমার কাছে, শালাদের সোজা নরকে পাঠিয়ে দিতাম...'

'বাইরে থেকে ওদেরকে দেখা গেল বলে মনে কোরো না অরক্ষিত অবস্থায় আছে ওরা,' বলল রানা। 'একটা গাড়ি, আরেকটা গাড়ির নিরাপত্তার দিকটা দেখে। এটা একটা পরীক্ষিত টেকনিক। আর্মার প্লেটিঙের আড়ালে না থেকে কেউ যদি ইঁটও ছোঁড়ে, তাকে ওরা সাথে সাথে ঝাঁঝরা করে দেবে।'

চটে উঠে কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সুজা। সুরাইয়া কোন মন্তব্য তো করলই না, এমন কি রানার দিকে একবার তাকালও না সে। মিনিট তিনেকের মধ্যে শহরের ব্যস্ত এলাকায় চলে এল ওরা। এদিকে মুসলমানদের বসবাস একচেটিয়া নয়, প্রচুর খ্রীষ্টান ইহুদিও আছে। রাস্তার দু'ধারে ঝলমল করছে দোকানপাট। আরও খানিক সামনে একটা মসজিদ পড়ল। নামাজীরা দু'একজন করে বেরিয়ে আসছে। এদিকের ফুটপাথে ভিড় বেশি বলে রাস্তা টপকাতে যাচ্ছে ওরা, এই সময় মসজিদের ভেতর থেকে একজন ইমাম সাহেব বেরিয়ে এলেন বাইরে। ভদ্রলোকের মুখে ঘন লম্বা দাড়ি, নূরানী চেহারা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা নেমে এসে ফুটপাথে দাঁড়ালেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল সুরাইয়ার ওপর। 'ডা. সুরাইয়া নাকি?' ভারী গলায় ডাকলেন তিনি।

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সুরাইয়া। 'আদাব, ইমাম সাহেব,' হাত নেড়ে ভদ্রলোককে অপেক্ষা করার অনুরোধ করল সে। তারপর নিচু গলায় বলল, 'এখুনি আসছি আমি। আজ যে-রোগীকে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এলাম, ইনি তার বাবা।'

সুজা আর রানা একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল! হন হন করে ইমাম সাহেবের দিকে এগোল সুরাইয়া। মাত্র একবার সুজা আর রানার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, ধীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর হাবভাব ও চেহারা দেখে মনে হলো, অত্যন্ত বিনয়ী ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। বয়স কম করে পঁয়ষট্টি, বেশি হওয়াও বিচিত্র নয়, তবে স্বাস্থ্যটা এখনও চমৎকার। কথা শুনতে শুনতে ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে কাঁচের ধুলো মুছলেন।

চশমাটা আবার পরে সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে আবার মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, আলখেল্লার পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, মা, ঠিক আছে। আবার যখন দেখতে যাবে ওকে, বোলো, আমি তাকে দিয়েছি এটা।' মাথার টুপিটা একবার ছুঁয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, নিজের পথে হাঁটা ধরলেন। তাঁর গমনপথের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল সুরাইয়া, হাতের প্যাকেটটা হঠাৎ করে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় আরেকটু হলে রানার হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল প্যাকেটটা।

'পনেরো হাজার পাউন্ড, মেজর শাকের,' বলল সুরাইয়া।

'জানতাম না তো যে মসজিদও মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে!'

'আমাদের সাথে থাকলে বুঝবেন, আসলে অনেক কিছুই জানেন না

আপনি।' হালকা সুরে বলল সুরাইয়া।

'কে ভদ্রলোক? নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে?'

হেসে উঠল সুজা। সুরাইয়ার ঠোঁটেও মুচকি হাসি লক্ষ করল রানা।

'দেখেও চিনতে পারলেন না, মেজর শাকের?' সুরেলা গলায় বলল সুরাইয়া। 'উনিই আমাদের হিরো, বুড়ো দাদু, বশির জামায়েল।' কথাটা বলে রাস্তা টপকাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

পকেটে ঢুকল না, তাই ট্রেঞ্চকোটের ভেতর প্যাকেটটা গুঁজে নিয়ে বোতাম লাগিয়ে দিল রানা। তারপর অনুসরণ করল সুরাইয়াকে। ঠিক ওর পিছনেই রয়েছে সুজা।

ব্যস্ত চৌমাথায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে সুরাইয়া। চারদিকে গিজ গিজ করছে লোকজন, বেশিরভাগ বেরিয়ে আসছে হাতের বাঁ দিকের বড় একটা সুপারমার্কেট থেকে। চোখ ধাঁধানো রঙিন আলোকমালায় ঝলমল করছে সেটা, হালকা চটুল সঙ্গীতের সুর মাতিয়ে রেখেছে এলাকাটাকে। এই ধরনের সঙ্গীত নাকি কেনাকাটা করতে প্ররোচিত করে মানুষকে।

রাস্তার ওপর বেশ কিছু যানবাহনও দেখা গেল, বেশিরভাগই প্রাইভেট কার, উত্তর দিক থেকে এসে হঠাৎ জেব্রা ক্রসিঙের সামনে পড়ে ব্রেক কষছে।

চৌমাথার কাছেই, কাঁচ আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি বিরাট একটা ভবন রয়েছে, প্রবেশ পথে ঝালির বস্তার প্রাচীর, পিছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র ট্রুপস। সতর্ক চোখে চৌরাস্তার ওপর নজর রাখছে তারা।

ফুটপাথের পাশের রেলিংটা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সুরাইয়া বলল, 'বেদখল জেরুজালেম, মেজর। পরাধীনতার শৃংখল পরিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের। জানেন, এর জন্যে কে দায়ী?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'আমরা নিজেরা,' চাপা গলায় বলল সুরাইয়া। 'আমাদের মধ্যে একতা নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। সবাই মিলে কাজ করার মানসিকতা আজও তৈরি হলো না। দ্বিধা দ্বন্দ্ব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা...' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আজ পর্যন্ত ভাল একটা প্ল্যান দিতে পারল না কেউ...'

বাঁক ঘুরে দ্রুত, ব্যস্ততার সাথে এগিয়ে এল দু'জন লোক, তাদের মধ্যে একজনের বয়স আঠারো কি উনিশ, সে-ই সরাসরি ধাক্কা খেল সুজার সাথে। ভয়ানক খাপ্পা হয়ে মারবে বলে ঘুসি তুলল সে। 'শালা কানা, নাকি চোখ বুজে হাঁটো...'

কনুই দিয়ে তাকে ধাক্কা দিল সুজা, প্রায় ছিটকে সরে গেল যুবক। তার সঙ্গী, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স, দ্রুত এগিয়ে এল। দু'কোমরে হাত রেখে সুজার মুখোমুখি হলো সে। কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে দুটো সিগারেট

বের করল লোকটা, একটা গুঁজে দিল সুজার দু'ঠোঁটের ফাঁকে, আরেকটা নিজে ধরাল। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা ফেলে দিল সুজা।

'ভুল হয়ে গেছে,' বলল লোকটা, 'মনেই ছিল না যে তুই আবার সিগারেট খাস না! তোরা যে কি ধাতুতে গড়া, একমাত্র খোদাই বলতে পারেন। এখনও যেন মায়ের কোলে পড়ে দুধ খাচ্ছিস!' সুজার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'যাও, খোকা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, হঠাৎ কি হাঙ্গামা শুরু হয় কিছুই বলা যায় না।' সুজার কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, সঙ্গী যুবকের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে চলল দ্রুত। রাস্তা পেরিয়ে যানবাহনের আড়ালে হারিয়ে গেল তারা।

'বিপদ?' চাপা গলায় জানতে চাইল সুরাইয়া।

খপ করে সুরাইয়ার একটা হাত ধরল সুজা। 'লোকটার নাম আশরাফ। সঙ্গীটাকে চিনি না। দাউদবাহিনীর লোক ওরা। জলদি, এখানে আর এক সেকেন্ডও নয়!'

ঝট করে সুজার দিকে ফিরল রানা। দাউদবাহিনী! মানে, অ্যাকশন পার্টি! 'কিন্তু এত ভয় পাবার কি আছে? ওরা বাঘ না ভাল্লুক যে...'

'কিছু একটা ঘটাবার উদ্দেশ্য না থাকলে বাইরে বেরোয় না ওরা!' চাপা উত্তেজনায় কেঁপে গেল সুজার কণ্ঠস্বর। 'ওরা তো কাজ সেরে কেটে পড়বে, মাঝখান থেকে হয়তো আমরা ফেঁসে যাব...' সুরাইয়াকে টেনে নিয়ে চলল সে।

কিন্তু এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছে ওরা। জেব্রা ক্রসিঙে এইমাত্র থামল দুটো গাড়ি। মাথায় স্কার্ফ পরা এক যুবতী চাকা লাগানো একটা গাড়ি ঠেলে রাস্তা পেরোচ্ছে, পাশে প্লাস্টিকের পুতুল হাতে পাঁচ কি ছয় বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। মাঝ-বয়েসী একটা দম্পতিকেও দেখা গেল।

উল্টোদিকের ফুটপাথে পৌঁছে পার্ক করা একটা গাড়ির আড়ালে থামল আশরাফ আর তার সঙ্গী। ওভারকোটের ভেতর থেকে ঝট করে একটা মেশিন পিস্তল বের করল আশরাফ, মেশিনগান পোস্টের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল সে।

সেই মুহূর্তে তার সঙ্গী ছুটে বেরিয়ে এল খোলা রাস্তায়, ছুঁড়ে দিল হাতের অ্যাটাচি কেসটা। ধনুকের মত একটা রেখা তৈরি করে ছুটল সেটা, কিন্তু মেশিনগান পোস্টের ভেতর না পড়ে পড়ল বালির বস্তার গায়ে, সেখান থেকে ছিটকে নর্দমার ভেতর।

পরমুহূর্তে একই দিকে ছুটল আশরাফ ও তার সঙ্গী, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সবচেয়ে কাছের গলিটার ভেতর। শেষ মুহূর্তে ওদেরকে দেখতে পেলেও মেশিনগান পোস্ট থেকে সৈনিকরা গুলি ছুঁড়তে পারল না, কারণ গোটা চৌরাস্তা জুড়ে হাজার হাজার লোক দিগ্বিদিক্ ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় পর,

বিস্ফোরিত হলো অ্যাটাচি কেস। মেশিনগান পোস্টের অর্ধেকটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চৌরাস্তার সমস্ত জানালার কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে তুষারঝড়ের মত উড়তে শুরু করল।

লোকজন ছুটছে, চিৎকার করছে। কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তার ওপর, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, কাঁচ দিয়ে কেটে যাওয়া ক্ষত থেকে ঝর ঝর করে রক্ত গড়াচ্ছে। জেব্রা ক্রসিঙে দাঁড়ানো একটা গাড়ি উল্টে গেছে বিস্ফোরণের ধাক্কায়।

বিস্ফোরণের পর এক সেকেন্ডও পেরোয়নি, উল্টে পড়া গাড়িটার দিকে ছুটল সুরাইয়া। চমক ভাঙতে রানাও তাকে অনুসরণ করল। এক মুহূর্ত পর ওদের পিছু নিল সুজা। ভাঙা সাইড উইন্ডো দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে একজন লোক, মুখটা কেউ যেন লেপে দিয়েছে রক্ত দিয়ে। দু'হাত দিয়ে ধরে গাড়ির ভেতর থেকে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনল রানা, শুইয়ে দিল রাস্তার ওপর। অসহ্য ব্যথায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল লোকটা।

জেব্রা ক্রসিঙের কাছে রাস্তা পেরোচ্ছিল যে যুবতী তাকে এখন দ্বিতীয় গাড়িটার বনেটের ওপর আড়াআড়িভাবে পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। দুটো হাতই উড়ে গেছে, পরনে প্রায় কিছুই নেই। পরীক্ষা করার দরকার করে না, বোঝাই যায় মারা গেছে। ঠিক পিছনেই ছিল মাঝ-বয়েসী দম্পতি, ছিটকে একটু দূরে নর্দমার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারা। তাদের সামনে ভিড় জমতে শুরু করেছে।

চাকা লাগানো গাড়িটা অলৌকিক ভাবে রক্ষা পেলেও কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে কচি বাচ্চাটার অবস্থা দেখে শিউরে উঠল রানা। স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছিল শিশু, সেই অবস্থাতেই আছে ক্ষতবিক্ষত লাশ।

নর্দমার কাছে হাঁটু মুড়ে বসেছে সুরাইয়া। পাঁচ কি ছয় বছরের মেয়েটার হাতে এখনও রয়েছে প্লাস্টিকের পুতুল। সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে সে, তবে বেঁচে আছে এখনও। ব্যাগ খুলে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বের করল সুরাইয়া। সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসছে ট্রুপস। মেয়েটাকে একটা ইঞ্জেকশন দিল সুরাইয়া। শান্তভাবে বলল, 'ঝামেলা হবে, সুজা। কেটে পড়ো। দেখছ না, গোটা চৌরাস্তা কর্ডন করতে যাচ্ছে ওরা! সাথে করে মেজরকে নিয়ে যাও। ওর কোন বিপদ এখন আর হতে দিতে পারি না আমরা। সম্ভব হলে বেগম আহাদনের ওখানে থেকো। যাও!'

আহত মেয়েটার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুজা, সুরাইয়ার কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না। ধীরে ধীরে তার চেহারা বদলে গেল। অদ্ভুত একটা আক্রোশ ফুটে উঠল চোখের দৃষ্টিতে। সুরাইয়ার দিকে ফিরল সে, ফিস ফিস করে বলল, 'আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। এসবের মানে কি?'

ঠিক কি বলতে চায় সুজা তা সুরাইয়া বুঝল কিনা বলতে পারবে না

রানা, তবে ওর নিজের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। কিন্তু এখন আর সময় নেই, কাজেই ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা না করে সুজার একটা হাত চেপে ধরল ও, বলল, 'চলো। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয় আমাদের।'

শান্তভাবে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল সুজা। চোখ দুটো ছলছল করছে তার। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটার দিকে, কচি বাহুটা ধরল আলতোভাবে। রানা লক্ষ করল, সুজার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। আড়চোখে তাকাতে দেখল, কি যেন বলতে চায় সুজা, কিন্তু কাঁপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে কোন শব্দ বেরোল না। পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল রানা, 'এসো!'

হঠাৎ পিছনে গাড়ির শব্দ পেল ওরা। সুজা ছাড়া বাকি সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তিন দিক থেকে ছুটে আসছে আর্মার্ড কার।

'সুজা!' চাপা গলায় বলল সুরাইয়া, 'পালাও!'

'বাস্টার্ডস!' মেয়েটার দিক থেকে এখনও চোখ সরায়নি সুজা। সেই যে ঝুঁকেছে, এখনও সিধে হবার কোন লক্ষণ নেই।

পিছন থেকে সুজার পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল রানা, স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। মেয়েটার দিকে আরও দু'সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত পা বাড়াল রানার সাথে। চৌরাস্তার তিনটে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আর্মার্ড কার, খোলা আছে একটা। সেদিকেই এগোল ওরা। পঁচিশ গজ এগিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। তারপর ছুটল।

দশ মিনিট পর সামনে একটা খাল পড়ল, সেটার পাড় ধরে খানিক দূর এগোবার পর লোহার তৈরি একটা ফুটব্রিজ পেল ওরা। খালের দুই পাড়ই নির্জন, কাছেপিঠে লোক-বসতি নেই। ব্রিজ পেরিয়ে মেঠো পথ ধরল ওরা। শ'তিনেক গজ হেঁটে এসে প্রকাণ্ড একটা কাঠের দরজার সামনে থামল। দরজার গায়ে ছোট্ট একটা গরাদহীন জানালা, সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল সুজা, পিছনে রানা। ভেতরে ছোট একটা উঠান, বাড়িটার দেয়ালে চল্লিশ পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়েই অনুমান করল রানা, এটা সম্ভবত গেরিলাদের গা ঢাকা দেয়ার জায়গা। বাড়িটার সামনে অনেকগুলো দরজা, কিন্তু সব ক'টা অন্ধকার। উঠানের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কি যেন গুনল সুজা, তারপর ডান দিকে আট নম্বর দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজা পেরিয়ে ঘোর অন্ধকারের ভেতর ঢুকল ওরা। খানিকদূর আসার পর রানার মনে হলো, সম্ভবত কোন টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। ইতোমধ্যে দু'বার বাঁক নিয়েছে, আরও একবার বাঁক নিতে ক্ষীণ আলোর আভাস ধরা পড়ল চোখে। রানার অনুমান মিথ্যে নয়, এটা একটা টানেলই। ধনুকের মত বেঁকে গেছে সামনের পথ। শেষ মাথায় এসে একটা দরজা দেখল ওরা। নক করল সুজা।

দরজার ওপারে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। 'আমি সুজা।' চাপা

গলায় বলল সে।

তালা খোলার শব্দ হলো। উন্মুক্ত হলো কবাট। আলখেল্লা পরা এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। দুধের মত সাদা চোখ দুটো অন্ধ। কাঁধের ওপর পড়ে রয়েছে একটা শাল। 'আমি সুজা, আহাদন চাচী আম্মা! সাথে একজন বন্ধু আছে।'

হাত বাড়িয়ে সুজার মুখটা খুঁজল বুড়ি। স্পর্শ পেয়ে নিঃশব্দে সারা মুখে আঙুল বুলাল। কথা না বলে হাসল সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভেতরে।

দরজার এপারে এটা একটা প্যাসেজ। সেটা পেরিয়ে একটা কিচেনে ঢুকল ওরা। টেবিলের ওদিকের প্রান্তে, পাশে তরুণ বোমাবাজকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আশরাফ। আশরাফের হাতে উদ্যত মেশিন পিস্তল, তরুণের হাতে পয়েন্ট ফোর-ফাইভ ওয়েবলি।

'চমৎকার!' দু'কোমরে হাত রেখে বলল সুজা। 'নিরীহ আরবদেরকে খুন করে এখানে এসে লুকানো হয়েছে! কি বীর পুরুষ রে আমার!'

তরুণ ওয়েবলিধারী ঝট করে আশরাফের দিকে ফিরল, 'বলিনি? ওকে দেখেই মনে হয়েছে, নাক গলাবে!' সুজার দিকে ফিরল সে। 'দেব নাকি শালাকে খতম করে?' পিস্তলটা সুজার বুক লক্ষ্য করে তাক করল সে।

ঠাস করে তার গালে একটা চড় মারল আশরাফ। 'চোপ, আরিফ!' সুজার দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'ভাল চাও তো খবরদারী করতে এসো না, সুজা। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও ওপারে পাঠিয়ে দেব। তোমার সাথে ওটা আবার কে?'

'তা জেনে তোমার কি দরকার!'

'যদি বলি দরকার আছে?' রুখে উঠে বলল আশরাফ।

'আমি কেউ নই,' মৃদু গলায় বলল রানা।

আশরাফের চেহারা থেকে ইস্পাতের কাঠিন্য ঝরে পড়ল। 'আপনি বিদেশী!' অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল সে।

'এবং জাতভাই,' বলল রানা।

'বুড়ো দাদুর অনুরোধে এসেছেন উনি,' গম্ভীর সুরে জানিয়ে দিল সুজা। 'কাজেই, এ-ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা কোরো না।'

পরস্পরের দিকে হিংস্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ওরা। কিচেনের ভেতর উত্তেজনা জমাট বাঁধছে। এই সময় ওদের মাঝখানে হাজির হলো বুড়ি আহাদন, টেবিলের ওপর এক পট চা রাখল সে। রাগের সাথে হুঁহ্ করে একটা আওয়াজ করল আশরাফ, ঘুরে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোল, হেলান দিল দেয়ালে। সিগারেট ধরাবার সময় চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

ধীরে সুস্থে রানাও একটা সিগারেট ধরাল। কাপে চা ঢেলে ওর আর সুজার সামনে রাখল বুড়ি। তারপর টেবিলের ওদিকে চলে গেল। একটা শাল টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল।

'নিশ্চয়ই বোবা নয়?' নিচু গলায় জানতে চাইল রানা।
'কে, আহাদন চাচী আম্মা? হ্যাঁ, বোবাও।' সিলিঙের দিকে শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুজা, ক্ষীণ একটু বেদনার ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। সম্ভবত সেই শিশুটার কথা মনে পড়ে গেছে ওর, যার হাত ধরেছিল ও, অনুমান করল রানা।
'অস্ত্র বিক্রি করাটা উচিত হচ্ছে কিনা, ভেবে দেখার বিষয়,' মৃদু গলায় বলল রানা।
'কেন?'
'ওরা যে আরব, তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'দর্শকরা ওদের নাম বলেছিল...'
'বুঝলাম না! ওদেরকে তো আর আমরা...'
'না, তোমরা মারোনি,' বলল রানা। 'কিন্তু হাতে অস্ত্র পেলে তোমরা যে মারবে না তার নিশ্চয়তা কি?'
রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল সুজা, কামরার আরেক দিকে গিয়ে রানার দিকে পিছন ফিরে বসল।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর নক হলো দরজায়। সাথে সাথে রানা আর বুড়ি ছাড়া সবার হাতে বেরিয়ে এল স্মল আর্মস। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বুড়ি, কিন্তু দ্বিতীয়বার নক না হতে পা বাড়াল না। দরজা খুলে দিতে ভেতরে ঢুকল সুরাইয়া। এগিয়ে আসছিল, আশরাফকে চিনতে পেরে থমকে দাঁড়াল, চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল তার। চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে আবার এগোল সে। টেবিলে নামিয়ে রাখল ব্যাগটা, ফিরল, বলল, 'এক কাপ চা হবে, চাচী আম্মা?'
দরজা বন্ধ করে চুলোর দিকে এগোল বুড়ি।
শিরদাঁড়া খাড়া করে একটা চেয়ারে বসল সুরাইয়া। পরনের কামিজে রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে। চেহারায় কাঠিন্য ও গাম্ভীর্যের কোন অভাব নেই, কিন্তু বিষাদ বা শোকের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।
'আর কিছু ঘটেছে?' পিস্তলটা পকেটে রেখে দিয়ে জানতে চাইল সুজা।
'অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত যতটুকু পারি করেছি,' বলল সুরাইয়া।
'ক'জন মারা গেছে?' সাগ্রহে জানতে চাইল আশরাফ।
'পাঁচজন,' জবাবটা দিয়ে রানার দিকে ফিরল সুরাইয়া, 'অভিজ্ঞতার ঝুলি কিছুটা ভারী হলো আপনার, তাই না?'
'ইসরায়েলি ট্রুপস?' এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল আরিফ, চোখ দুটো আগ্রহে উত্তেজনায় চকচক করছে। 'ট্রুপস ক'জন মারা গেছে?'
রানার দিক থেকে ধীরে ধীরে আরিফের দিকে ফিরল সুরাইয়া। 'কে তুমি?'
'আরিফ, ম্যাডাম,' নিচু গলায় বলল সে।
'মাঠে নেমেছ কতদিন?' তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল সুরাইয়া। 'তোমার

ট্রেনার কে? জানতে চাইছ, ক'জন ট্রুপস মেরেছ, অথচ তুমি তো কিভাবে একটা ইঁট ছুঁড়তে হয় তাই জানো না—বোমা ছোঁড়ার অধিকার কে দিল তোমাকে? আবার বোমা ছোঁড়ার আগে ইঁট ছুঁড়ে হাতটা পাকিয়ে নিয়ো। একজন মা, তার দুই বাচ্চা মেয়ে, একটা দম্পতি মোট এই পাঁচজন মারা গেছে। ট্রুপসদের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল আরিফ।

'কচি মেয়েটা তাহলে মারা গেছে?' ফিস ফিস করে জানতে চাইল সুজা।

'হ্যাঁ।'

আশরাফ আর আরিফের দিকে তাকাল সুজা, হিংস্র আক্রোশে চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল তার। 'মেয়েমানুষ আর বাচ্চা খুন করে হারামজাদা দেশ স্বাধীন করবি তোরা, না?' চোখের পলকে পা ছুঁড়ে টেবিলটা উল্টে দিল সে, ভোজবাজির মত তার হাতে বেরিয়ে এল ব্রাউনিংটা। 'বেজন্মা কুকুর! এই নে!' পিস্তল তুলে গুলি করল সে।

আলোর একটা ঝলকের মত উঠে গেল সুরাইয়ার একটা হাত, সুজার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ধরে ফেলল সে। গুলিটা সিলিঙে গিয়ে লাগল। উঠে দাঁড়াল সুরাইয়া। ঠাস করে চড় মারল সুজার গালে। মুখ ফিরিয়ে সুরাইয়ার দিকে তাকাল সুজা। চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। তার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল সুরাইয়া।

'যা হবার হয়ে গেছে, সুজা,' শান্ত গলায় বলল সে, 'নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে এখন আর কোন লাভ হবে না।'

দেয়ালে পিঠ সাঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আশরাফ, হাতের পিস্তলটা রেডি, ট্রিগার পেঁচানো আঙুলের ডগা সাদা হয়ে রয়েছে। টেবিলের সাথে চেয়ার নিয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল আরিফ, হাত থেকে ওয়েবলিটাও পড়ে গেছে। সেটার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে।

'এখান থেকে কেটে পড়া দরকার,' শান্তভাবে বলল সুরাইয়া। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বাইরে থেকে নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শোনা গেছে।' বুড়ির দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, চাচী আম্মা।'

মৃদু হাসি দেখা গেল বুড়ির মুখে। এগিয়ে এসে সুরাইয়ার মুখে হাত রাখল সে। সারা মুখে আঙুল বুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। তারপর পিছিয়ে গেল।

'এক সাথে নয়, একজন একজন করে বেরিয়ে যেতে হবে,' বলল সুরাইয়া, 'মেজর, প্রথম সুযোগটা আপনি নিন। খালের ওপর ফুটব্রিজটা চিনতে পারবেন তো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওটা পেরিয়ে দুশো গজ বাঁ দিকে এগোলেই একটা গলি পাবেন। গলিটা আধ মাইলটাক লম্বা, শেষ মাথায় মেইন রোড।'

'ধন্যবাদ,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

'দাঁড়ান!' বাধা দিল আশরাফ। ফিরল সুরাইয়ার দিকে। 'আপনার দলের লোক আগে যাবে কেন?'

তাকে গ্রাহ্যই করল না সুরাইয়া। সুজার দিকে ফিরে বলল, 'আমাদেরও একসাথে বেরোনো উচিত হবে না।'

'কিন্তু আপনার যদি কিছু একটা হয়, আপনার চাচাকে মুখ দেখাব কিভাবে আমি?' বলল সুজা। 'আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন তিনি...'

'চাচা!' রানার কণ্ঠে বিস্ময়।

রানার দিকে ফিরল সুরাইয়া। 'বশির জামায়েলের ভাইঝি আমি,' বলল সে। এই প্রথম তার মুখে একটুকরো অপ্রতিভ হাসি দেখল রানা। 'ঠিক আছে মেজর, এবার আপনি বেরিয়ে পড়ুন।'

বশির জামায়েলের ভাইঝি! একটা মূল্যবান তথ্য, ভাবল রানা।

রানাকে পিছনে নিয়ে দরজা পর্যন্ত এল অন্ধ বৃদ্ধা। চৌকাঠ পেরিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়াল রানা, বলল, 'জয় প্যালেস্টাইন!' দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল ও। টানেল ধরে দ্রুত এগোল।

পিছনে খুলে গেল দরজাটা, ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল ওর পিছু পিছু আসছে অন্ধ বুড়ি। টানেল থেকে বেরিয়ে এল ও। হাওয়ার বেগ বেড়েছে। ট্রেঞ্চকোটের কলারটা তুলে দিল রানা। ঠিক পিছনেই পায়ের আওয়াজ পেয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম।'

ধীরে ধীরে রানার সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ি। শালটা এখন তার মাথা ঢেকে রেখেছে। ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে আছে, চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব, কি যেন একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না সে। ধবধবে সাদা চোখ দুটো তাকিয়ে আছে রানার দিকে, অন্ধ চোখের দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা। সোজা করা আঙুলগুলো রানার মুখ স্পর্শ করল, কিলবিল করে হাতড়াচ্ছে মুখের রেখাগুলো।

যা খুঁজছিল তা যেন পেয়ে গেল আঙুলগুলো, ধীরে ধীরে বুড়ির চেহারায় ফুটে উঠল নিখাদ ভীতি। আঙুলগুলো কাঁপতে শুরু করল।

নিচু গলায় বলল রানা, 'এ আক্রোশ আপনার কোন ক্ষতি করবে না, চাচী আম্মা। অমঙ্গলের চিহ্ন মুছে ফেলাই এর লক্ষ্য।'

মৃদু ধাক্কা দিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে দিল বুড়ি রানাকে। ঘুরে দাঁড়াল রানা। পিছনে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল ও।

ফুটব্রিজের নিচে চওড়া আর গাঢ় একটা গাছের ছায়ায় থামল রানা। পাশেই মেঠো পথ, চারদিকে ঘন ঝোপ-ঝাড়। দুশো গজের মধ্যে লোক-বসতি নেই, মেঠো পথটা একেবারে নির্জন। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে ওর, কিন্তু জানে, আগুন দেখলেই ওর উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যাবে ওরা।

তিন মিনিট পর সতর্ক পায়ের আওয়াজ পেল রানা। ফুটব্রিজের কাছে আবছাভাবে দেখা গেল মূর্তি দুটোকে। ব্রিজের কাছে একটা মাত্র ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে। সুজা আর সুরাইয়া—নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে দু'জন। রানার উপস্থিতি টের পেল না, পাশ ঘেঁষে চলে গেল দ্রুত। আবার শুরু হলো রানার অপেক্ষার পালা।

দেশের কথা, নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের কথা, আরও সব কত কি রোমন্থন করছিল রানা, হঠাৎ নুড়ি পাথর গড়াবার আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেল ও। ব্রিজের দিকে তাকাতেই দেখল ব্রিজ থেকে নেমে আসছে একটা মূর্তি। ল্যাম্পপোস্টের নিচে আসতেই তাকে চিনতে পারল রানা। আরিফ। হন হন করে এগিয়ে আসছে।

আরিফকে পাশ ঘেঁষে চলে যেতে দিল রানা। তারপর পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে তার মাথা আর ঘাড়টা ধরল, সেই সাথে ভাঁজ করা একটা হাঁটু ঠেকাল তার শিরদাঁড়ার ওপর। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না আরিফ। পুরো এক সেকেন্ড সময়ও নিল না রানা। ঘাড়টা শক্ত করে ধরে রেখে মাথাটা প্রচণ্ড শক্তিতে এক ঝটকায় ঘুরিয়ে দিল। মট করে শব্দ হলো একটা।

'কি হলো। পড়ে গেলে নাকি, আরিফ?' ফুটব্রিজের কাছ থেকে আশরাফের গলা ভেসে এল।

সাড়া দিল না রানা। ধীরে ধীরে অন্ধকারে নামিয়ে রাখল আরিফের লাশটা। চোখ তুলে তাকিয়ে আছে ফুটব্রিজের দিকে। দ্রুত, হনহন করে এগিয়ে আসছে আশরাফ।

'কোথায় লাগল? খুব চোট পেয়েছ বুঝি?' অন্য কোন সম্ভাবনার কথা উঁকিও দেয়নি আশরাফের মনে।

আরিফের পকেট থেকে ওয়েবলিটা বের করে নিল রানা। আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল ও, আরিফের গলার স্বর নকল করে। সেই সাথে লাশটাকে টেনে ঝোপের আড়ালে সরিয়ে আনল।

'সর্বনাশ! পা ভেঙে ফেলেছ নাকি?' রানার পাঁচ গজের মধ্যে চলে এসেছে আশরাফ।

গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। হাতে উদ্যত ওয়েবলি। 'দেখো তো, চিনতে পারো কিনা?' শান্ত ভাবে জানতে চাইল ও।

'আ-আপনি!' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আশরাফ। 'আরিফ কোথায়?'

'ওর কাছেই পাঠাব তোমাকে,' বলল রানা। 'কেমন লাগছে এখন?'

কোটের পকেট থেকে মেশিন পিস্তল বের করতে গেল আশরাফ, তার বাঁ কাঁধে গুলি করল রানা। ভারী বুলেটটা আধপাক ঘুরিয়ে দিল আশরাফের প্রকাণ্ড শরীরটাকে। পরের গুলি দুটো গুঁড়িয়ে দিল তার শিরদাঁড়া। ঘুরে দাঁড়াল রানা। দ্রুত এগোল নিজের পথে।

পাঁচ

সায়দা, লেবাননী একটা বন্দর। বোটের ডেকে বেরিয়ে এল রানা। সাগরের অবস্থা ভাল নয়। স্রোতের গতি বড় বেশি তীব্র, ঢেউগুলো বড় বেশি উঁচু। সামনের রাতটার কথা কথা ভেবে বুকে ভয় ধরে যাচ্ছে রানার, দুস্তর পারাবার পাড়ি দিতে হবে ওকে। গন্তব্য: নরক।

মেইন জেটি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে নোঙর ফেলেছে মোটর ক্রুজার। সবগুলো লাইন ঠিকঠাক মত বাঁধা আছে কিনা চেক করে দেখে নিল রানা, সন্তুষ্ট হয়ে নিচে নামতে যাবে এই সময় জেটির দিকে চোখ পড়তে দেখল একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে গগল।

রানাকে দেখে হাত নাড়ল গগল, সারা মুখে ছড়িয়ে আছে চাপা উত্তেজনা মাখা হাসি। পাথরের ধাপ ক'টা টপকে নেমে এল পানির কিনারা পর্যন্ত, হাতের অ্যাটাচি কেসটা দু'পায়ের মাঝখানে নামিয়ে রেখে কোমরে হাত রাখল, অপেক্ষা করছে। বগলের পার্সেলটা বগলেই থাকল। মোটর ক্রুজারের কিনারা থেকে মই বেয়ে রাবার ডিঙিতে নামল রানা, আউটবোর্ড মোটর স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল সেটা।

জেটির মুখে থামল ডিঙ্গি। ইতোমধ্যে ফিরে গেছে ট্যাক্সি।

'মাছ পাব তো?' আশপাশে লোকজন রয়েছে, কথাটা তাদেরকে শোনাবার জন্যে বলল গগল। 'নাকি সেবারের মত খালি হাতে…?'

'মজা হবে কিনা সেটাই বড় কথা,' গগলের হাত থেকে ভারী অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে বলল রানা। 'মাছ পেতেই হবে, তার কোন মানে নেই।'

'তোমার এই ডিঙ্গি, নিরাপদ তো?' চেহারায় একটু ভয় ভয় ভাব দেখা গেল গগলের।

'বাড়ির মত,' গগলের বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। ডিঙ্গিতে উঠে মাঝখানে একটা জায়গায় বসল গগল।

ডিঙ্গির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে মোটর ক্রুজারের দিকে ফিরে চলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, মোটর ক্রুজারের দিকে তাকাল গগল। 'কি যেন নাম ওটার?'

'সানরাইজ।'

'চেহারাটা কিন্তু তেমন সুবিধের লাগছে না, মাঝ দরিয়ায় ডোবাবে না তো?

হাসল রানা। 'চেহারাটা বাজে বলেই পছন্দ করেছি ওটাকে,' বলল ও। 'আর ডোবার কথা যদি বলো, জোর করে কিছুই বলা যায় না। চেহারা বা আকার, ওসবে কিছু আসে যায় না। টাইটানিকের কথাই ধরো না! তারপর,

মানুষ তো ভেলায় চড়েও আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে।'

খোলের গায়ে ধাক্কা খেল ডিঙি। হাতে লাইন নিয়ে ছোট মইটা বেয়ে ওপরে উঠে এল রানা, রেলিং টপকে ঘুরে দাঁড়াল গগলকে সাহায্য করার জন্যে।

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নিচের সেলুনে নেমে এল ওরা।

'ব্রেকফাস্ট?' কোট আর হ্যাট খুলে জানতে চাইল রানা।

'হোয়াট?' বিমূঢ় দেখাল গগলকে। 'এই বিকেলবেলা ব্রেকফাস্ট মানে?'

'ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, চা?'

খানিক পর রানার তৈরি চা নিয়ে টেবিলে বসল দু'জন। কাপে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল গগল। জানতে চাইল, 'ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে কোন খবর পেলে?'

'সে বোধহয় ইসরায়েলে পৌঁছে গেছে,' বলল রানা।

'কেন বুঝতে পারছি না, কেমন যেন খুঁত খুঁত করছে মনটা,' বলল গগল। 'ইসরায়েলে যাচ্ছি বলে ভয় করছে, ব্যাপারটা তা নয়। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মস্ত একটা গলদ আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার, অথচ সেটা কোথায় তা ধরতে পারছি না। নাকি ক্লান্তিবোধ করছি বলে এমন মনে হচ্ছে?'

'তাই হবে,' হালকা সুরে বলল রানা। গগলের মনে ভয় ধরিয়ে দেবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। 'তোমাকে যা আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

'পার্সেলটা খোলো।'

টেবিল থেকে পার্সেলটা তুলে নিল রানা।

'আমাদের বন্ধুরা কখন আসছে?'

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'একঘণ্টার মধ্যে।'

'আমার লোকেরা কার্গো নিয়ে এসেছিল, তুমি তখন ছিলে?'

'ছিলাম।'

'কোথায় রেখেছে?'

'লাহটিগুলো পিছনের কেবিনে। আর উজির ওপর বসে আছ তুমি।'

পার্সেলের সর্বশেষ ব্রাউন পেপারটা সরিয়ে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করল রানা। বাচ্চাদের ললিপপের মত দেখতে কয়েক পাউন্ড ওজনের ছোট ছোট স্টিক দেখা গেল ভেতরে, আসলে ওগুলো এ.আর.আই.সেভেন, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। সাথে ছোট এক বাক্স কেমিক্যাল ফিউজও আছে। কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে এরপর বেরুল বেঢপ আকৃতির সাইলেন্সার সহ একটা মাউজার অটোমেটিক। কিছু অ্যামুনিশন।

'মিউজিয়ামে রাখার মত জিনিস ওটা,' বলল গগল। 'খুঁজে বের করতে কত যে হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে ভাবতেও পারবে না!'

'অনুমান করতে পারি,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ। কি জানো, আজ পর্যন্ত যত সাইলেন্সড হ্যান্ডগান তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে এটাই হলো সত্যিকার কাজের জিনিস।' বাক্সটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, ওপরে যাই।

তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি।'

ডেকে বেরিয়ে এল ওরা। গগলকে পিছনে নিয়ে হুইলহাউসে চলে এল রানা। চার্ট টেবিলের ওপর রাখল বাক্সটা। তারপর টেবিলের নিচে হাত গলিয়ে একটা স্প্রিংক্যাচে চাপ দিল। ঝুপ্ করে পড়ে গেল একটা ফ্ল্যাপ, ভেতরে একটা মার্ক আই.আই.এস স্টেন আটকানো রয়েছে। আরও একটা স্প্রিং ক্লিপ দেখা গেল, পিছনে একটা শেলফও রয়েছে।

'খেটেখুটে তৈরি করেছি এটা,' বলল রানা। 'সেজন্যেই গতরাতে ঘুমোবার সময় পাইনি।' ফিউজ আর স্পেয়ার অ্যামুনিশন ক্লিপ সহ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ এ. আর. আই সেভেনগুলো পিছনের শেলফে রাখল ও। মাউজারটা লোড করে সেটাকেও জায়গা মত ঢুকিয়ে রাখল। তারপর ফ্ল্যাপ তুলে ঢাকা দিল সব।

'নিখুঁত,' মন্তব্য করল গগল।

'অবশ্য, এগুলো ব্যবহার করার দরকার হবে বলে মনে করি না, তবে একথাও ঠিক যে সাবধানের মার নেই।'

রিস্টওয়াচ দেখল গগল। 'আমার বোধহয় দেরি করা উচিত হচ্ছে না। স্থানীয় গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করেছি, ওরা আমাকে বৈরুত এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে। ওখান থেকে আম্মান ফ্লাইট ধরব আমি।'

'তারপর?'

'তারপর বর্ডার টপকে ইসরায়েলে ঢোকা আমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়,' বলল গগল। 'আমার লোক এজেন্টকে দিয়ে আগেই একটা বাড়ি ঠিক করে রেখেছে মায়রার কাছে, সেখানেই উঠব আমি। এরপর কি করতে হবে বলে দাও।'

'ওই বাড়িতেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তুমি,' সিগারেট ধরিয়ে বলল রানা। 'বাড়িটা ঠিক কোথায় জানো?'

'জানি।'

'দাঁড়াও, ম্যাপটা বের করি, দেখিয়ে দাও আমাকে।' দেরাজ খুলে একটা ম্যাপ বের করল রানা। ভাঁজ খুলে মেলে ধরল সেটা।

ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রেখে গগল বলল, 'এই যে, বাড়িটা এখানে কোথাও—ফিশিং পোর্ট মায়রা থেকে এই যে রাস্তাটা চলে গেছে, এটা ধরে দশ মাইল এগোলেই দেখতে পাবে ওটা। হ্যাপি কটেজ। একটা ফার্ম-ট্র্যাকের শেষ মাথায়, ছোট্ট একটা জঙ্গলের পাশেই। ছুটির মরশুমে এই ধরনের বাড়িতে অবসর কাটাবার জন্যে আসে লোকজন। ঠিক এই সময় এলাকাটাকে প্রায় নো-ম্যানস ল্যান্ড বলতে পারো। ফোন নাম্বারটা লিখে নাও।'

লিখল না রানা, শুনে মুখস্থ করে নিল। 'এজেন্টকে তোমার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? নাকি তোমার আসল পরিচয় জানে তারা?'

'জানে না। ওরা জানে, আমি একজন ইসরায়েলি ইহুদি, উপন্যাস

লেখক। জেরুজালেম আমার কাছে একঘেয়ে লাগছে, তাই একটু শান্তি আর নির্জনতার সন্ধানে ওখানে যাচ্ছি। ওরা আমার নাম জানে: আবা ইবান।'

'ভেরি গুড।'

হঠাৎ মেয়েলি গলার আওয়াজ ভেসে এল। 'সানরাইজ! আমাদের উদ্ধার করো!'

ডেকে বেরিয়ে এল রানা আর গগল। জেটির কাছে একটা ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরাইয়া আর সুজা।

মই বেয়ে ডিঙিতে নামছে রানা, পিছন থেকে গগল বলল, 'আমাকেও তাহলে পৌঁছে দাও। কেটে পড়ি এবার। সম্ভব হলে ডাক্তার সুরাইয়ার সাথে কথা বলতে চাই না।'

লাইন খুলে সেটাকে নিচে ফেলল গগল, তারপর মই বেয়ে নেমে এল ডিঙিতে। আড়চোখে তাকিয়ে রানা দেখল তার চেহারাটা কেমন যেন ম্লান হয়ে উঠেছে। 'তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ,' বলল ও। 'দেখো, আমি বলছি, সব ঠিকঠাক মতই ঘটবে...'

'তাই কি?' সংশয় আর সন্দেহ প্রকাশ পেল গগলের কণ্ঠস্বরে। 'আমাকে তুমি চেনো, কাজেই আমি যে ভীতু নই তা তোমার জানা আছে। তবু মনটা খুঁত খুঁত করছে কেন? কেন মনে হচ্ছে, তিন হাত মাটির নিচে শুয়ে আছি, আর আমার কবরের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা নেকড়ে?'

অভয় দিয়ে হাসল রানা। কিন্তু মন্তব্য করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না সে। ইতোমধ্যে জেটির কাছে চলে এসেছে ডিঙি, কিছু বলার অবকাশও নেই আর।

ডিঙিটা বাঁধার জন্যে রয়ে গেল রানা, জেটিতে উঠে শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল গগল। ট্যাক্সির পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। হলুদ একটা শার্ট, ব্লু স্ল্যাকস আর রাবার বুট পরেছে সুরাইয়া। নিতান্ত বাধ্য কুকুরের মত তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুজা, পরনে সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজার, লাল টাই। পিছনে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গগল, বলল, 'আমি আর দেরি করতে পারি না, শাকের। ফ্লাইট মিস করলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। তোমাকে আমার বলার কথা হলো, ডা. সুরাইয়ার যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। ওদের আরাম আয়েশের দিকে নজর রেখো।'

'ইয়েস, স্যার!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল রানা।

সুরাইয়া আর সুজার উদ্দেশে ছোট্ট একটা নড করে ট্যাক্সিতে চড়ল গগল। ড্রাইভার সুজার হাতে একটা সুটকেস ধরিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

সুরাইয়ার দিকে ফিরল রানা। 'এসো।' ঘুরে দাঁড়াল ও। জেটি ধরে এগোল।

পিছু নিল ওরা। 'ঠিকঠাক মত তোলা হয়েছে কার্গো?' জানতে চাইল সুরাইয়া।

'জানো, তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'জানি?'

'তোমাদের ইনফর্মার রিপোর্ট করেনি বলতে চাও?'

'হয়তো করেছে,' সাথে সাথে জবাব দিল সুরাইয়া। 'কিন্তু সে খবর আমার পাবার কথা নয়। ইনফর্মাররা বশির জামায়েলকে সরাসরি রিপোর্ট করে থাকে।'

'ও,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, তোলা হয়েছে কার্গো।'

সবার পিছনে রয়েছে সুজা, হাতে সুটকেস। জানতে চাইল, 'এত ছোট বোট, ডুবে যাবে না তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে ফিসফিস করে সুরাইয়া তাকে বলল, 'যাতে ভেসে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করা হয় ওগুলো, বুঝলে? তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।'

ডিঙিতে চড়ল রানা। লাফ দিয়ে তার পাশে চলে এল সুরাইয়া। তাড়াতাড়ি করে সুজার দিকে একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল সে। কাঁপা হাতে সেটা ধরল সুজা। ব্যাপারটা লক্ষ করে আপন মনে হাসল রানা।

ডিঙিতে উঠেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল সুজা। রানার দিকে তাকাল, অনেক কষ্টে গলার আওয়াজ স্বাভাবিক রেখে জানতে চাইল আবার, 'কিন্তু যদি ঝড় ওঠে, তখন কি অবস্থা হবে? এতটুকু বোট…সামলাতে পারবে তো?'

'বোট সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে?'

খানিক ইতস্তত করে বলল সুজা, 'নেই।'

'তোমার?' সুরাইয়ার দিকে তাকাল রানা।

'সামান্য।' সুরাইয়ার চোখে কৌতুক লক্ষ করে রানা বুঝল, বোট সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা আছে তার।

'বোটের বাইরের চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করা ঠিক নয়,' বলল ও। 'সানরাইজের কথাই ধরো। ওই গ্রে পেইন্টের নিচে অ্যাকারবুনের তৈরি একটা ইস্পাতের কীল রয়েছে।'

'সবচেয়ে সেরা ওটা।' চেহারা দেখে মনে হলো, প্রভাবিত হয়েছে সুরাইয়া। 'ইঞ্জিন?'

'টুইন পেনটা পেট্রল ইঞ্জিন। ফুল স্পীড টোয়েনটি ফাইভ নটস্। ডেপথ সাউন্ডার, রাডার, অটোমেটিক স্টিয়ারিং—যা যা দরকার সব আছে।'

মোটরের স্টার্ট বন্ধ করে বোটের গায়ে ডিঙি ভিড়াল রানা। লাইন হাতে নিয়ে মই বেয়ে উঠে গেল সুরাইয়া, তাকে অনুসরণ করল সুজা। সুরাইয়ার সাহায্য নিয়ে রেলিং টপকাল সে। ডেকে দাঁড়িয়ে বোকার মত তাকাল চারদিকে। বোঝা গেল, এর আগে সাগর পথে কোথাও যায়নি সে, বোধহয় ডিঙিতেও কখনও চড়েনি। সুরাইয়ার মৃদু ধমক খেয়ে জোর করে একটু হাসল সে, তারপর হাতের কেসটা বাড়িয়ে দিল সুরাইয়ার দিকে। সেটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সুরাইয়া, তাকে অনুসরণ করে সেলুনে ঢুকল সুজা। পথে দু'বার পড়ে যাবার উপক্রম করলেও, পিছন থেকে রানা ধরে ফেলায় কোন দুর্ঘটনা ঘটল

না। মুখের চেহারা সাদা হয়ে গেছে সুজার। ভয়ে নাকি লজ্জায়, বলা মুশকিল।

সুজার কেসটা হাতে নিয়ে সেলুনের একটা কাবার্ড খুলল সুরাইয়া, কেসটা শেলফে রাখার সময় দেখল ভেতরে একটা ওয়েট স্যুট, ফ্লিপার, মাস্ক আর একটা অ্যাকুয়ালাঙ রয়েছে।

ঘুরে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া, একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো। 'যদি বিপদ হয়ই, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের ফেলে পানিতে ঝাঁপ দেবে না?'

'যদি দিই, তোমাকে সাথে নিয়েই দেব।'

টেবিলের ওপর নিজের সুটকেসটা রাখল সুরাইয়া, খুলল, ব্রাউনিং অটোমেটিকটা বের করে ডান হাতে নিল। চেহারায় একটা অনিশ্চিত ভাব। তাকিয়ে আছে রানার দিকে। চোখের চারপাশ সামান্য একটু কুঁচকে আছে। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সুজার দিকে। একটা বেঞ্চে বসে আছে সুজা। ইতস্তত করে আরও কয়েকটা সেকেন্ড কাটাল সুরাইয়া, তারপর ব্রাউনিংটা ছুঁড়ে দিল সুজার দিকে।

'তোমাকে আমি বুঝতে পারি না, মেজর,' গম্ভীর শোনাল সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর। 'মুখে হাসি লেগেই আছে—ওটার মানে কি? ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়!'

'দুনিয়াটা ভারি মজার জায়গা, অস্বীকার করতে পারো, ডার্লিং?' বলল রানা। 'আরেক দলের মতে, দুনিয়াটা ভারি দুঃখের জায়গা, তাই না? আমি যদি সারাক্ষণ চোখ মুছি, সেটাই বা কেমন দেখাবে?' গ্যালিতে বেরিয়ে এল রানা, একটা ফ্লাস্ক আর তিনটে কাপ নিয়ে আবার সেলুনে ঢুকল।

'চা?' বলল রানা।

'ধন্যবাদ,' খুশি হয়ে উঠল সুরাইয়া।

সুজার দিকে ফিরল রানা। মাথা নাড়ল সুজা। চেহারা থেকে ভয়ের ভাব খানিক দূর হয়েছে, কিন্তু কেমন যেন ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে তাকে।

রানার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল সুরাইয়া। 'কোথায় রাখা হয়েছে কার্গো?' রানার জবাব শুনে মাথা ঝাঁকাল সে। 'প্রথম কনসাইনমেন্টে কি কি পাচ্ছি আমরা?'

'পঞ্চাশটা লাহটি অ্যান্টি-ট্যাংক ক্যানন আর পঞ্চাশটা সাব-মেশিনগান।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল সুরাইয়ার। গভীর রেখা ফুটে উঠল দুই ভুরুর মাঝখানে। 'এর মানে কি?' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল সে। 'আরও বেশি, আরও অনেক বেশি আশা করেছিলাম আমরা!'

'বোটের আকারটাও তো দেখতে হবে,' বলল রানা। 'সবাই জানে, মাছ ধরতে যাচ্ছি আমরা, কাজেই এর চেয়ে বড় বোট ভাড়া করলে লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিত। এক একটা লাহটি সাত ফিট লম্বা। পিছনের কেবিনটা দেখে এসো, তারপর বোলো। তোমাদের প্রথম অর্ডার সাপ্লাই দিতেই দুটো

ট্রিপ দরকার হবে।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সুরাইয়া, দ্রুত পিছনের কেবিনের দিকে চলে গেল। খানিক পর ফিরে এসে টেবিলের সামনে আবার বসল সে। কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল চায়ে।

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আমাদের যদি চ্যালেঞ্জ করা হয়, যদি সার্চ করা হয় এই বোট, সব ফেঁসে যাবে? বোটের সাথে আমিও ডুবব, এই ধারণাটাই আমার পছন্দ নয়। তাই, সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা না করে ধরা দেব আমি—জানে-মালে রক্ষা পাবার তবু একটা সুযোগ তারপরও থাকবে। তোমাদেরকেও ঠিক তাই করতে হবে। কথাটা তোমার শিষ্য বালককে বুঝিয়ে দাও।'

বেচারা সুজা হুঙ্কার ছেড়ে প্রতিবাদ করবে, সে সুযোগই পেল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে চলে গেল সে। বোধহয় বমি করবে।

'ও বোধহয় সুস্থ বোধ করছে না,' মৃদু গলায় বলল সুরাইয়া।

'বোধহয়,' হাসি চাপল রানা।

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'রাত এগারোটার দিকে।'

'তুমি ক্যাপটেন, যা ভাল বোঝ করো। তোমার বসের ব্যাপারটা কি? তার সাথে তোমার আর দেখা হবে না?'

'কর্তা যদি ইচ্ছে করেন, হবে।'

'কখন জানো না?'

'তিনি জানেন।'

কম্প্যানিয়নওয়েতে দেখা যাচ্ছে সুজাকে, দেয়াল ধরে তাল সামলাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সুরাইয়া বলল, 'মনটাকে শক্ত করো, সুজা। সী-সিকনেস সাধারণ ব্যাপার, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। অন্তত এই ভেবে তো সান্ত্বনা পেতে পারো যে সাগরে না হলেও, মাটিতে তুমি একজন বীরপুরুষ।'

কোন উত্তর করল না সুজা। পিছনের কেবিনে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পা বাড়াল কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে। টেবিল ঘুরে এগিয়ে এল সুরাইয়া, রানার পথ আগলে দাঁড়াল। সত্যি সত্যি রেগে গেছে সে।

'এমন অমানুষ তো দেখিনি!' কোমরে হাত রাখল সুরাইয়া। 'কি ভাব তুমি নিজেকে?'

আচমকা দুলে উঠল বোট, ছিটকে রানার গায়ের ওপর পড়ল সুরাইয়া। সুযোগটা পেয়েই কাজে লাগিয়ে দিল রানা, সুরাইয়াকে আলিঙ্গন করে চুমো খেল একটা।

ছাড়া পেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সুরাইয়া। নির্দয় চেহারায় ঘৃণা ফুটে উঠেছে।

'কাজটা ভাল করলে না, মেজর! এর জন্যে তোমাকে হয়তো পস্তাতে হবে।'

কৃত্রিম ভয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তুলল রানা। 'সুজাকে বলে দেবে নাকি?'

এগিয়ে এসে চড় তুলল সুরাইয়া, কিন্তু রানা তার হাতটা মাঝ-পথে ধরে ফেলল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বুকে নিয়ে এল আবার, বলল, 'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকো!'

ধস্তাধস্তি শুরু করল সুরাইয়া। 'ছাড়ো, ছাড়ো বলছি···আমি কিন্তু চিৎকার করব···!'

'করো। কিন্তু সুজা তো অসুস্থ, কে তোমাকে সাহায্য করবে?'

'ছোটলোক! একা পেয়ে···'

সুরাইয়ার হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল রানা। 'তোমার দু'চোখে কি লেখা রয়েছে জানো?'

'কি চাও তুমি, মেজর?' হঠাৎ শান্ত, স্থির হয়ে গেল সুরাইয়া। 'বলো, কি চাও?'

'তার মানে ঠিকই ধরেছি আমি,' সুরাইয়াকে ছেড়ে দিয়ে হাসল রানা। 'তোমার চোখে আত্মসমর্পণের আকুতি দেখতে পেয়েছি···' সুরাইয়ার চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ছাপ ফুটে উঠতে দেখে পিছিয়ে যেতে শুরু করল রানা।

'ইউ ব্লাডি ফুল!' রানার দিকে পা বাড়াল সুরাইয়া।

আচমকা সুরাইয়ার পাশ কাটিয়ে কম্প্যানিয়নওয়েতে বেরিয়ে এল রানা। 'কাপুরুষ!' পিছন থেকে খিল খিল করে হেসে উঠল সুরাইয়া। 'পালাচ্ছে দেখো!'

রাত এগারোটার খানিক আগে রওনা হলো ওরা। আবহাওয়ার অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, সান্ত্বনা এইটুকু যে তা আরও খারাপের দিকেও মোড় নেয়নি। স্টার্টারে চাপ দিতেই জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন দুটো. একই সাথে খুলে গেল হুইলহাউসের দরজা, কনকনে একটা ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পালের মত উড়িয়ে দিল চার্টটাকে, ভেতরে ঢুকল সুরাইয়া।

রানার কনুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'ফোরকাস্ট কি বলছে?'

'থ্রী টু ফোর উইন্ডস,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'হুইলটা আমাকে দেবে নাকি?'

'পরে। সুজা কেমন আছে?'

'বিছানা নিয়েছে। যাই, কেমন আছে দেখে আসি। আবার তোমার কাছে আসব আমি, কেমন?' আড়চোখে তাকিয়ে হাসল সুরাইয়া।

বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। একটা সিগারেট ধরাল রানা।

অন্যমনস্ক দেখাল ওকে। হারবার এন্ট্রান্স দিয়ে সানরাইজকে বের করে আনল ও, কোর্স বদল করে গভীর সাগরের দিকে ছুটল। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে মোটর ক্রুজার, লাফ দিয়ে উঠে এসে জানালার কাঁচে বাড়ি খাচ্ছে সাগর, ছিটকে যাচ্ছে চারদিকে। মাস্টহেডের আলোটাও এদিক ওদিক, ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে দুলছে। দুই পয়েন্ট স্টারবোর্ডের দিকে, স্লেটের মত কালো আকাশের গায়ে একটা স্টীমারের কাঠামো দেখতে পেল রানা। পরিষ্কার দেখা গেল ওটার লাল আর সবুজ নেভিগেশন্যাল লাইট।

মাঝ-সাগরে এসে আবার একবার সামান্য কোর্স বদল করল রানা। স্পীড কমিয়ে বারো নটে নামিয়ে আনল। অন্ধকার চিরে ছুটে চলল মোটর ক্রুজার। অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু, কিন্তু চারদিকে সাগরের ফোঁসফোঁসানি টের পাওয়া যায়।

ইঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ সেটাকে চাপা দিতে পারেনি।

শোনা যায় কি যায় না, দরজা খোলার নরম একটা শব্দ হলো। রাত বোধহয় এখন দেড়টা। হাতে একটা ট্রে নিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল সুরাইয়া। স্যান্ডউইচ আর কফির গন্ধ পেল রানা।

'দুঃখিত, শাকের,' সম্বোধনটা লক্ষ্য করল রানা। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কফির সাথে স্যান্ডউইচ দুটো খেয়ে নাও। আমরা এখন কোথায় বলতে পারো?'

'লেবানন উপকূল ছাড়াতে আর বেশি দেরি নেই।'

'সরো, তোমাকে একটু রেহাই দিই।'

'কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'দায়িত্বটা অটোমেটিক পাইলট নিতে পারবে।'

কোর্স চেক করল রানা, স্টারবোর্ডের দিকে বদল করল এক পয়েন্ট, তারপর স্টিয়ারিং লক করে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে স্যান্ডউইচের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, দেখল ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুরাইয়া। সামান্য একটু কুঁচকে আছে ভুরু জোড়া।

'ঠাট্টা নয়, শাকের,' বলল সুরাইয়া। 'সত্যি, তোমাকে আমি বুঝতে পারি না।'

স্যান্ডউইচে কামড় দিল রানা। 'ঠিক কোন্ জায়গাটায় দুর্বোধ্য লাগছে?'

'তোমার হাসি। আমাদের সম্পর্কে তোমার কৌতূহল। এমন সব প্রশ্ন করো যা শুনে মনে হয় অস্ত্র বিক্রি করাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় তোমার, আরও কি যেন একটা মতলব আছে তোমার। কি সেটা, শাকের?'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা। 'মতলব একটা আছে বটে।'

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর রেগে-মেগে জানতে চাইল সুরাইয়া। 'কি হলো, চুপ করে গেলে যে?'

'যদি বলি, প্রথম দর্শনেই আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি?' মুখ ভর্তি স্যান্ডউইচ নিয়ে বলল রানা, 'সেজন্যেই তোমার সম্পর্কে আমার এত

কৌতূহল।'

এবার সত্যি খেপে গেল সুরাইয়া। 'তুমি কি মুহূর্তের জন্যেও সিরিয়াস হতে পারো না?'

পানি খেয়ে ঢেকুর তুলল রানা। রিস্টওয়াচ দেখল। কফির কাপটা তুলে নিয়ে তাকাল সুরাইয়ার দিকে। 'তোমার নিজের যদি কিছু গোপন করার না থাকে, তাহলে আমার কৌতূহল বা প্রশ্নের ভয় পাচ্ছ কেন?'

'গোপন করার নেই, তা তো বলিনি! তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছুই লুকাবার নেই আমার। ফ্রিডম পার্টি সম্পর্কে তোমার অবাঞ্ছিত প্রশ্নগুলোই চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। তুমি জিজ্ঞেস করেছ, জেরুজালেমে বশির বাহিনীর ক'জন গেরিলা আছে। তা জেনে তোমার কি লাভ? কোন আন্ডারগ্রাউন্ড দল সম্পর্কে এ-ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া মারাত্মক অন্যায়।'

'কিন্তু তোমরা যদি নিজেরাই তথ্যটা জানাও? সেটা অন্যায় নয়?'

'তার মানে?'

'দু'হাজার স্টেন চেয়েছিলে তোমরা,' বলল রানা। সুরাইয়া কিছু বলছে না দেখে আবার বলল ও, 'এবার বলি, কেন প্রশ্নটা করেছিলাম। আমার ধারণা বশির বাহিনীতে দু'হাজার গেরিলা নেই। এত অস্ত্র দিয়ে কি করবে তোমরা, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক নয়?'

'তোমার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে? সংখ্যায় আমরা পঞ্চাশ হাজারও তো হতে পারি?'

'না, তা তোমরা হতে পারো না,' বলল রানা। 'সংখ্যায় যদি এত বেশি হতে তোমাদের কীর্তির সংখ্যাও আরও অনেক বেশি হত। কিন্তু গত ছয় মাসে তোমরা মাত্র তিনটে অপারেশন চালিয়েছ, সে খবর জানা আছে আমাদের।'

রানার দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সুরাইয়া বলল, 'তবু ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না। না হয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশি অস্ত্র কিনতে চেয়েছিলাম আমরা, তাতে ক্ষতিটা কি হলো? তোমার তাতে কি এসে যায়?'

'এসে যায় না মানে?' চটে উঠে বলল রানা। 'আমরা শুধু ব্যবসায়ী নই, আমাদের একটা নীতিও আছে। আমরা চাই প্যালেস্টাইন স্বাধীন হোক, কিন্তু সবগুলো ফিলিস্তিনী গেরিলা সংস্থার প্রতি আমাদের সমর্থন বা আস্থা নেই। কয়েকটা গেরিলা সংগঠন ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে, নিজেরাও হয়তো তা জানে না তারা। এরা আমাদের অস্ত্র পেতে পারে না। সেজন্যেই আমি খোঁজ খবর নিতে চাই, জানতে চাই আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনে তোমরা ওদের মধ্যে বিলি করবে না তো?'

চেহারাটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল সুরাইয়ার। 'মুখ সামলে কথা বলো, মেজর। তুমি ফ্রিডম পার্টিকে অপমান করছ! আমার কাকাকে অপমান করছ…!'

'না, তা করছি না,' দৃঢ় গলায় বলল রানা। 'আমি শুধু তোমাদের

মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাব্য ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্যে সতর্ক হবার চেষ্টা করছি।'

'ফিলিস্তিনীদের ওপর তোমার এত দরদ, প্রশংসা না করে পারি না,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সুরাইয়া।

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' কফির কাপটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'হুইলহাউসের দায়িত্ব তোমার হাতে থাকল। কোর্স বদলাবার দরকার নেই। একটু ঘুম দরকার আমার। তিনটের দিকে তুলে দিয়ো আমাকে।'

'কিন্তু আবহাওয়া যদি খারাপের দিকে মোড় নেয়?'

'ডেকো,' হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল রানা।

তিনটের কিছু আগেই ঘুম ভেঙে গেল রানার। পিছনের কেবিন থেকে সুজার নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে। বেঞ্চের ওপর উঠে বসল ও, ঘুম ঘুম চোখে মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল একটা। ধীরে ধীরে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। আগের চেয়ে অনেক বেশি দুলছে বোট। আবহাওয়া তাহলে খারাপের দিকে! উঠে দাঁড়াল ও। বেরিয়ে এল ডেকে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কঠিন, প্রচণ্ডভাবে দুলছে ডেক। হুইলহাউসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুরাইয়া, কমপাস লাইটের আলোয় শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে, শরীরের বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা।

'খবর কি?'

'আধঘণ্টা আগের চেয়ে ভালই বলতে হবে,' বলল সুরাইয়া। 'প্রচণ্ড বাতাস ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল...'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। 'নিভে যাবার আগে প্রদীপ যেমন দপ করে একবার জ্বলে ওঠে, আবহাওয়াও অনেক সময় শান্ত হবার আগে হঠাৎ করে বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয়। দেখা যাক। কষ্ট দিলাম তোমাকে, ধন্যবাদ। সরো, দাঁড়াতে দাও আমাকে।'

সরে যাবার সময় রানার সাথে ঘষা খেল সুরাইয়া। বলল, 'এখন তো আর ঘুমও আসবে না। আমার উপায় হবে কি?'

'ঠিক আছে," বলল রানা, 'দু'কাপ চা করো। কিছু একটা ঘটতেও পারে। আর শোনো, রেডিও খুলে জেনে নিয়ো ফোরকাস্ট কি বলে।'

'আচ্ছা,' বলে বেরিয়ে গেল সুরাইয়া।

ঝড়ো বাতাসটা পিছন থেকে আসছে। কোর্স বদল করে স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। তেরছা ভাবে ইসরায়েলি উপকূলের দিকে ছুটল বোট। স্রোতটা তীব্র হলেও, রানার দুশ্চিন্তা উঁচু ঢেউগুলোকে নিয়ে। মাথায় তুলে নিচের দিকে আছাড় মারছে বোটকে প্রতিটি ঢেউ। এত দেরি করছে কেন সুরাইয়া? কারণটা কি হতে পারে ভাবছে রানা, এই সময় হাতে ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সুরাইয়া। এবারও চায়ের সাথে স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে সে।

'ফোরকাস্ট তো মন্দ নয়,' বলল সুরাইয়া। 'ঝড়ো হাওয়া কমে আসছে।'

'আর কিছু?'

'ভোরের দিকেও কুয়াশা থাকবে, তারপর বেলা বাড়ার সাথে সাথে কমতে শুরু করবে...'

একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে কামড় দিল রানা। 'খোকা বাবুর কি অবস্থা?'

মুখ ভর্তি স্যান্ডউইচ নিয়ে কটমট করে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। কিন্তু আবার ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে বলেই বোধহয় কোন বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'সেলুনে বসে রয়েছে দেখলাম। চা দিয়ে এসেছি। ঠিক হয়ে যাবে ও।'

'সেটাই কাম্য। ওকে আমাদের দরকার হতে পারে।'

'সুজা সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানা দরকার তোমার, মেজর শাকের,' শান্তভাবে বলল সুরাইয়া। 'ওর যখন ষোলো বছর বয়স, ইসরায়েলি গুপ্তচর বিভাগের লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে যায়। ওর বাপকে পি.এল.ও-র প্রতিনিধি বলে সন্দেহ করছিল ওরা, কিন্তু গুপ্তচরেরা আসছে শুনে গা ঢাকা দেয়ায় তাকে ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। বাপের অনুপস্থিতিতে ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।'

পট থেকে কাপে চা ঢালল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। 'শুনছি।'

'মাত্র তিনদিন আটকে রেখেছিল ওরা সুজাকে,' আবার শুরু করল সুরাইয়া। 'যখন ফিরল, পাড়া-প্রতিবেশীরা দেখল, ওর গোটা পিঠে কোথাও আধ ইঞ্চি চামড়াও নেই। অচেতন সুজাকে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওরা, সেই জ্ঞান ফিরল দু'দিন পর। সেদিনই আবার ওকে ওর মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

'ইসরায়েলি গুপ্তচর বিভাগ?'

'আবার কে!' চায়ের কাপটা এক পাশে সরিয়ে রাখল সুরাইয়া। রানার সামনে হাত পাতল একটা। 'দাও, একটা সিগারেট ধরাই।'

'পরদিন আবার অচেতন অবস্থায় সুজাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ওরা,' সিগারেট ধরিয়ে শুরু করল সুরাইয়া। 'এবার ওরা সুজার দুই উরুর মাংস তুলে নিয়েছিল। সেই ঘা শুকাতে সময় নিয়েছিল ছয় মাস। অবশ্য শেষবার গুপ্তচরদের হাত থেকে ছাড়া পাবার পনেরো দিন পর ওর মা ওকে আমার কাকার কাছে পাঠিয়ে দেয়।' মাত্র দু'টান দিয়েই সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল ও।

'তারপর?'

'বশিরবাহিনী তখন সবে মাত্র সংগঠিত হবার পথে, এই সময় দলেরই একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে জেরুজালেম পুলিসকে ওদের গোপন আস্তানার কথা জানিয়ে দেয়। পুলিস যখন আস্তানাটা ঘেরাও করে, সুজা তখন ওখানেই ছিল। আমার কাকাকে নিয়ে ওরা ছিল মোট ছয় জন, আর রিভলভার ছিল তিনটে। পুলিসের প্রথম দফা হামলাতেই মারা যায় চারজন। সুজা তখন ভাল

করে গুলি ছুঁড়তেও জানত না। আর কাকা তখন সাংঘাতিক অসুস্থ। বাঁচার কোন আশা নেই বুঝতে পেরে কাকা নিজের মাথায় গুলি করার সিদ্ধান্ত নেন, ধরা পড়ার চেয়ে সেটাই ভাল বলে মনে করেন তিনি। কিন্তু কাকার হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নেয় সুজা। কেড়ে নেবার সময় সামান্য একটু ধস্তাধস্তি হয় ওদের মধ্যে। কাকার সন্দেহ হয়েছিল, সুজাই বোধহয় বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, ধস্তাধস্তির সময় বুকে গুলি খায় সুজা। তবে কাকার হাত থেকে রিভলভারটা সে ঠিকই কেড়ে নিয়েছিল। কাকার গুলি লাগল সুজার পাঁজরে, আর ঠিক ওই সময় পুলিসের একটা ছোট দল গুলি করতে করতে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল। কাকা আহত হন, সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছে রানা। 'তারপর?'

'চোখ বুজে রিভলভারের তিনটে গুলি ছোঁড়ে সুজা,' বলল সুরাইয়া। 'একটাও পুলিসের গায়ে লাগবে বলে আশা করেনি সে। কিন্তু ভাগ্যই বলতে হবে, তিনটে বুলেটই পুলিস তিনজনকে আহত করে। একটু পরই দু'জন মারা যায়, আরেকজন মারা যায় হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে।'

'সুজা আর তোমার কাকা—বাঁচলেন কিভাবে?'

'নিহত পুলিসদের ইউনিফর্ম পরে,' বলল সুরাইয়া। 'কাকার অচেতন শরীরটা কাঁধে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুজা। কয়েকটা অ্যাম্বুলেন্স আগেই পৌঁছেছিল ওখানে, তারই একটায় চড়ে বসে ও। পথে ড্রাইভারকে গুলি করে, তারপর নিজেই অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে বর্ডারের দিকে চলে যায়। বর্ডার পেরিয়ে জর্দানে··· সে আরেক কাহিনী।'

'বোঝা গেল, সেজন্যেই বুড়ো দাদু তাঁর সুন্দরী ভাইঝির নিরাপত্তার দায়িত্ব সুজার ওপর নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিতে পারেন,' মুচকি হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'আমি কিন্তু কোন প্রশ্ন করিনি। তুমি নিজে থেকেই দলের গোপন সব তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছ।'

'আর যাই হও, তুমি অন্তত ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করবে না, এটুকু বিশ্বাস করি,' বলল সুরাইয়া। 'ফ্রিডম পার্টির নীতি, আদর্শ, যুদ্ধ-কৌশল ইত্যাদি তুমি সমর্থন করবে কিনা জানি না, কাজেই তোমাকে বিশ্বাস করে সব কথা বলা না গেলেও, তুমি আমাদের শত্রু নও। ইসরায়েলের ভেতর অস্ত্র সাপ্লাই দেয়ার ঝুঁকি আর কেউ নেবে বলে মনে হয় না, সেজন্যে আমরা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'ধন্যবাদ।'

'ভবিষ্যতে আরও সাহায্য দরকার হবে আমাদের, সেজন্যেই তোমাকে এত কথা বলা। যদি ভেবে থাকো আনাড়ি একদল ছেলেমেয়ে নিয়ে বশির জামায়েল খেলা করছেন তাহলে মস্ত ভুল করবে তুমি। আমাদের দলে আমরা সবাই এক এক জন সুজা। প্রত্যেকে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। কঠিন বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা। আমাদেরকে

সাহায্য করা প্রতিটি সচেতন বিশ্ববাসীর নৈতিক দায়িত্ব…'

'ভাল বক্তৃতা দিতে পারো তুমি,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'যাই হোক, সুজা সম্পর্কে আমার কৌতূহল মিটেছে। কিন্তু তোমার সম্পর্কে এখনও আমি কিছুই জানি না। কেন যোগ দিলে মুক্তিযুদ্ধে? মানে, বিশেষ কোন ঘটনা এর জন্যে দায়ী কিনা? আর কিছু না, স্রেফ কৌতূহল…'

হঠাৎ সুরাইয়ার মধ্যে আশ্চর্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করল রানা। এক নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে গেল তার চেহারা। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আতঙ্ক। কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠা ছাড়া কোন শব্দ বেরুল না।

'সুরাইয়া! কি হলো! তুমি অসুস্থ…?'

'না,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল, সুরাইয়া, 'না!' হঠাৎ দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। ধরা গলায় বলল, 'কিছু মনে কোরো না, মেজর। এখুনি ঠিক হয়ে যাব আমি।' থরথর করে কেঁপে উঠল শরীরটা। বিড় বিড় করে কি যেন বলল, অস্পষ্ট, শুনতে পেল না রানা। তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। কয়েক মুহূর্ত পর ঘুরে দাঁড়াল সুরাইয়া। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল হুইলহাউস থেকে। চোখেমুখে পানি ছিটিয়ে একটু পরই আবার ফিরে এল সে। চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল। 'দুঃখিত, মেজর। এই রকম একটা সিন-ক্রিয়েট করা উচিত হয়নি আমার…'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল রানা। 'তবে স্বীকার করছি, কৌতূহল বরং আরও বেড়েছে।'

'আমার বাবা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি,' রানাকে ছাড়িয়ে সুরাইয়ার দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল। 'আমার তখন তেরো বছর বয়স একদিন বাড়ি ঘেরাও করে ওরা আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল। পরদিন বাবার লাশ ফিরিয়ে দিতে এল ওরা। ঘরের ভেতর মাকে জেরা করতে বসল তিনজন, বাকি তিনজন শেডে অস্ত্র আছে কিনা দেখার অজুহাতে পিছনের উঠানে নিয়ে এল আমাকে।' গলার কাছে একটা কান্না উঠে এল সুরাইয়ার, চেহারাটা বিকৃত হয়ে উঠল, চোখ ভরা পনি। 'সবেমাত্র তখন আমি তেরোয় পা দিয়েছি…খড়ের গাদায় ফেলে ওরা আমাকে…পর পর তিনজন…' রানার চোখের দিকে তাকাল সে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল সে। 'ঘটনাটা আর কাউকে কোনদিন বলিনি, মাকেও না। জানি না বলার জন্যে তোমাকেই হঠাৎ বেছে নিলাম কেন…'

'আমি দুঃখিত, সুরাইয়া,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'কিন্তু আমি নই!' হঠাৎ বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল সুরাইয়ার গলা থেকে। 'ঘটনাটা না ঘটলে আজও আমি বুঝতাম না জবর দখল কাকে বলে! ওই ঘটনাটাই আমার ভেতর প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, মেজর। জানি, স্বাধীন প্যালেস্টাইন অনেক দূরের পথ, কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে রাজি নই আমি। জেরুজালেমকে জ্বালিয়ে-

পুড়িয়ে ছাই করে দিতে কে বাধা দেয় আমাদেরকে? কে বাধা দেয় বিশ্বাসঘাতকের টুঁটি টিপে ধরতে? স্বাধীন স্বদেশ হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু কিছু শত্রুর কবর তো দেখে যেতে পারব…?'

হঠাৎ করেই, কোন বোধগম্য কারণ ছাড়াই, রানার মনে হলো, সুরাইয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বড় রহস্যটার খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছে সে। কিন্তু সেই রহস্যটা যে কি তা কোনমতেই ধরতে পারল না ও।

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে সুরাইয়া। একবার পিছু ডাকতে গিয়েও কি মনে করে ক্ষান্ত হলো ও। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা বাঁ দিকের খোলা জানালা দিয়ে ফেলতে যাবে, এই সময় চোখাচোখি হয়ে গেল সুজার সাথে।

স্তব্ধ পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে জানালার বাইরে। আগের চেয়ে সুস্থ ও সবল দেখাল তাকে। কিন্তু চেহারায় ফুটে রয়েছে রাজ্যের বিভীষিকা।

বাইরে বেরিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। সংবিৎ ফিরে পেয়ে রানার দিকে তাকাল সুজা। আশ্চর্য শূন্য দৃষ্টি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে চলে গেল সে।

চারটের কিছু পর আফরী দ্বীপের দেখা পেল ওরা। লাইটহাউসের ক্ষীণ আলো মাঝে মধ্যে ধরা পড়ল রানার চোখে। এখন ওরা বৈরী জলসীমায় রয়েছে। শেষ বারের মত ব্রিফিং করার জন্যে সুরাইয়া আর সুজাকে হুইলহাউসে ডেকে নিয়েছে ও।

দু'জনেই ওরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওর আর সুরাইয়ার কথা সুজা শুনে ফেললেও, সুরাইয়ার তা জানার কথা নয়। রানার বিশ্বাস, সুরাইয়াকে তা কোনদিনই জানাবে না সুজা।

চার্টের ওপর পেন্সিল দিয়ে একটা জায়গা দেখাল ওদেরকে রানা। 'এখানে রয়েছি আমরা। আর দশ মিনিটের মধ্যে শেফা দ্বীপটাকে ঘুরে মোহনার দিকে এগোব। এই যে দেখো, রীফের ভেতর দিয়ে চ্যানেলটা পরিষ্কার মার্ক করা রয়েছে, পানিও এখানে গভীর…'

'শাখা নদী ব্লাড়ি প্যাসেজ,' বলল সুরাইয়া।

'অভিশপ্ত একটা প্যাসেজ। অনেক জাহাজ ডুবেছে এখানে।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'চারটে বিশ। ভেতরে ঢুকব আমরা পাঁচটায়। ছয়টা পনেরোয় চারদিক আলোকিত হয়ে উঠবে—তার আগেই ভেতরে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসার জন্যে যথেষ্ট সময় পাব আমরা। ধরেই নিচ্ছি তোমাদের লোকজন ঠিক সময়ে পৌছুবে।'

'তা পৌছুবে।'

'প্যাসেজে ঢোকার পরপরই ডেক লাইট অফ করে দেব। তোমাদেরকে বোতে চাই আমি, সিগন্যাল দেখার জন্যে। লাল একটা আলো, দু'সেকেন্ড পর পর। অথবা, ঝড়-ঝাপ্টা হলে ফগহর্নের তিনটে আওয়াজ।'

সিগন্যাল দেখতে পাবার সম্ভাবনা যে ক্ষীণ তা একটু পরই বোঝা গেল। প্যাসেজের দিকে যতই এগোল বোট, ঝড়ের গতিবেগও তত বেড়ে উঠল। স্পীড একেবারে কমিয়ে আনল রানা। ইঞ্জিনগুলো থেকে মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ বেরুল না।

মোহনা থেকে বাঁক নিয়ে প্যাসেজে ঢুকল বোট। দু'মিনিট কেটে গেল। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। বোতে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে সুজা। কিন্তু সুরাইয়া স্থির, অচঞ্চল। এই সময় পাশের জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। দূর থেকে ভেসে আসা একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছে ও। ফগহর্নের শব্দ, সন্দেহ নেই। পর পর তিনবার শোনা গেল।

দরজায় দেখা গেল সুজাকে। 'শুনেছেন, মেজর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর উত্তর দেবার জন্যে ওদের নিজেদের ফগহর্নটা পর পর তিনবার বাজাল।

নিজের জায়গায় সুজাকে ফিরে যেতে বলল রানা। বোটের স্পীড আরও একটু কমিয়ে আনল ও। আবার শোনা গেল ফগহর্নের আওয়াজ। বিস্মিত হলো রানা। এখুনি এত কাছে কেন? ওর হিসেবে, আরও প্রায় সিকি মাইল যেতে হবে ওদেরকে।

নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে পর পর তিনবার ফগহর্ন বাজিয়ে আবার জবাব দিল রানা। এবং পর মুহূর্তে, সম্ভবত তিক্ত অতীত অভিজ্ঞতার ফলে, পরিষ্কার বুঝতে পারল ও, কোথাও যেন মস্ত একটা গোলমাল আছে। কিন্তু সেই সাথে এ ও বুঝল যে এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওর উপলব্ধি যে নিছক কল্পনা নয়, তা প্রমাণিত করার জন্যেই যেন অকস্মাৎ ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে চোখ ধাঁধানো সার্চলাইট এসে পড়ল সানরাইজের ওপর। সেই সাথে শোনা গেল হঠাৎ করে শক্তিশালী ইঞ্জিনের জ্যান্ত হয়ে ওঠার আওয়াজ। বিশাল একটা কোস্টাল গার্ড স্টীমারকে দেখতে পেল ওরা। সানরাইজের বো-এর দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

কোন রকম সতর্ক হবার অবকাশ না দিয়ে স্টীমার থেকে গর্জে উঠল হেভী মেশিনগান। ওদের মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে ছুটে গেল ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির বশে মাথাটা নিচু করে নিল রানা। মুহূর্তের জন্যে থেমে আবার ছুটল মেশিনগানের বুলেট। তারপর লাউড-হেইলার থেকে কঠোর আদেশ ভেসে এল, 'আমরা বোটে আসছি। থামো, না হয় ডুবিয়ে দেব।'

দড়াম করে খুলে গেল হুইলহাউসের দরজা। তাকাল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুরাইয়া। 'উপায় কি, মেজর? কি করব আমরা?'

'জিজ্ঞেস করছ কেন? কি করতে হবে তা তো তোমার জানা থাকার কথা।' ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ডেক লাইটের সুইচগুলো অন করে দিল রানা। তারপর একটা সিগারেট ধরাল। ডেকে চলে এসেছে সুজা, খোলা জানালার

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'কোন রকম হিরোইজম নয়, সুজা। তাতে কোন লাভ হবে না।'

বোটের পাশে এসে ভিড়ল স্টীমার। ইসরায়েলি কোস্টাল গার্ডের ইউনিফর্ম পরা দু'জন নিরস্ত্র লোক লাফ দিয়ে সানরাইজের ডেকে নামল। একটা লাইন ফেলে দেয়া হলো স্টীমার থেকে। লোক দু'জন সেটা দিয়ে বোটের সাথে শক্ত করে বাঁধল স্টীমারকে। একজন পেটি অফিসারকে দেখা গেল রেলিঙের ধারে। হাতে একটা থম্পসন গান, ওদের দিকে তাক করে ধরা। দেখেই চিনল রানা, সেই সাথে কপালে উঠে যেতে চাইল ওর চোখ জোড়া। উনিশশো একুশ সালের মডেল ওটা, সাথে হান্ড্রেড ড্রাম ম্যাগাজিন। ইসরায়েলি কোস্টাল গার্ড পেট্রল এই মান্ধাতা আমলের গান ব্যবহার করছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল অফিসার। প্রকাণ্ড শরীর। পরনে রীফার কোট, মাথায় নীল ক্যাপ, গলায় ঝুলছে একজোড়া নাইট গ্লাস।

শব্দ করে গলা দিয়ে বাতাস টানল সুরাইয়া। 'হায় খোদা! এ যে দেখছি মনাদিল দাউদ!'

মনাদিল দাউদ! লোকটা এমনভাবে মানুষ মারে যেন পিঁপড়ে মারছে। সবাই জানে, উগ্র চরমপন্থী একটা দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে। মনাদিল দাউদ সম্পর্কে সব কথা মনে পড়ে গেল রানার।

রেলিং ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল দাউদ। সুরাইয়াকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে হাসল সে। বলল, 'হ্যাঁ, আমি মনাদিল দাউদ। সুস্থ এবং সবল। সুপ্রভাত, সুরাইয়া ডার্লিং। এবারও কি তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান করবে?' বলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

অনুমতির জন্যে ঝট করে সুরাইয়ার দিকে তাকাল সুজা। হাতটা পকেটে ঢুকে গেছে এরই মধ্যে।

হাসি থামিয়ে ভারী কর্কশ গলায় দাউদ বলল, 'ওহে ছোকরা, এখুনি মরতে চাও নাকি? পকেট থেকে হাতটা যদি বের করো, তাহলে হয়তো আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে তোমার—অবশ্য কোন গ্যারান্টি দিতে পারি না। তবে, কথা না শুনলে এখুনি মরতে হবে। দেখছ না, সাদ ব্রাম তোমার দিকে থম্পসন তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে?'

'হাত বের করো, সুজা!' চাপা গলায় নির্দেশ দিল সুরাইয়া।

পিছন থেকে দাউদের দু'জন লোক সার্চ করল সুজাকে, ব্রাউনিংটা পকেট থেকে বের করে নিল তারা।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল রানা, 'তোমাদের বন্ধু নাকি, সুজা?'

'ওদের মুখে আমি পেচ্ছাব করি!'

ছয়

রেলিং টপকে মোটর ক্রুজারে চলে এল থম্পসনধারী সাদ বুয়াম। কাছ থেকে দেখা গেল, লোকটার একটা চোখ কম। কোটরের গর্ত ভরাট করা হয়েছে সম্ভবত প্লাস্টিকের একটা কৃত্রিম চোখ দিয়ে—স্রেফ শো, কোন কাজ করে না। সাদ বুয়ামের বাকি সবকিছুও দেখতে ভারি কুৎসিত। মুখের চেহারাটা কিম্ভূতকিমাকার, এখানে সেখানে কালচে দাগ আর যত্রতত্র বেঢপভাবে ফুলে ফেঁপে আছে। তার ওপর সারা মুখে মাকড়সার জালের মত লালচে কাটাকুটি। লাফ দিয়ে তার পাশে চলে এল মনাদিল দাউদ।

সুদর্শন, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী দাউদ। তার হাবভাবে নায়কোচিত একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। মুখের একটা দিকে আটকে আছে আধো আধো হাসি, তার কাছে দুনিয়াটা যেন ভারি মজার জায়গা। কয়েক পা এগিয়ে সুরাইয়ার সামনে দাঁড়াল সে। ক্যাপটা নামাল মাথা থেকে। বাউ করার ভঙ্গিতে মাথাটা নোয়াল একটু, তারপর বলল, 'ওপরওয়ালা তোমাদের মঙ্গল করুন, সুরাইয়া। অনেক কষ্ট আর টাকা বাঁচিয়ে দিচ্ছ আমার, সেজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' আধো হাসিটা মুখের দু'দিকেই ছড়িয়ে পড়ল। 'একটা ব্যাপারে এখনও আমার কৌতূহল আছে—তোমাকে নিবেদন করা আমার প্রেমটার খবর কি? বড় জানতে ইচ্ছে করে! এখনও কি পেন্ডিং অবস্থায় পড়ে আছে সেটা?'

এক পা এগোল সুজা, কামানের গোলার মত একটা ঘুসি ছুঁড়ল সে। কিন্তু কোন রকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই, অনায়াসে সেটাকে হাত তুলে থামিয়ে দিল দাউদ। তার পাশ থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সাদ বুয়াম, সুজার গলাটা চেপে ধরল সে।

'তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম, সুরাইয়া,' দুঃখের সাথে এদিক ওদিক মাথা নেড়ে বলল মনাদিল দাউদ। 'যেখানে তোমার বডিগার্ড হিসেবে একজন সত্যিকার পুরুষ দরকার, সেখানে একটা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা কোরো না!'

সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে রানার মনে হলো, এই মুহূর্তে দাউদকে খুন করতে পারে। এতটুকু বিচলিত হয়নি সে, ঋজু ভঙ্গিতে সটান দাঁড়িয়ে আছে, শুধু প্রচণ্ড রাগে চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে।

সুরাইয়ার এই মূর্তির সামনে কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করল দাউদ। কাঁধ ঝাঁকাল সে। একটা সিগারেট ধরাল। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা রেলিঙের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রানার দিকে ফিরল। 'এই যে, মেজর, খুব অবাক হয়েছেন, তাই না? সে যাই হোক, আপনার আচরণে আমি খুব খুশি হয়েছি। অন্তত

বোকা ক্যাপটেনের দলে পড়েন না। পরিস্থিতির দাবি বোঝেন।'

'জানতে পারি এসবের মানে কি?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল রানা।

'এখনও যদি মানেটা ধরতে পেরে না থাকেন, সেটা আমার দুর্ভাগ্য!' আবার কাঁধ ঝাঁকাল দাউদ। 'আমি আর কত বক বক করব, কষ্ট করে নিজেই মানেটা বুঝে নিন। আপনার প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, দয়া করে বলুন কোথায় রাখা হয়েছে কার্গো। আপনি না বললেও সেগুলো খুঁজে পাবে আমার লোকজন, কিন্তু অল্প সময়ে কাজ সারতে পছন্দ করি আমি। আপনি যদি দেরি করিয়ে দেন, সাদ বুয়াম হয়তো রেগে যাবে। আর রেগে গেলেই গুলি করে বসে ও—সাংঘাতিক একটা বদভ্যাস। তা কি করবেন? কোথায় আছে বলবেন, নাকি সাদ বুয়ামকে রেগে উঠতে সাহায্য করবেন?'

'এ-ধরনের একটা অনুরোধ ফেলি কি করে!' তিক্ত হাসল রানা। তারপর জানিয়ে দিল কোথায় আছে কার্গো।

'হাজার হোক আপনি লেবানীজ তো, ভাল-মন্দ সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে আপনার, সেজন্যেই আপনাদেরকে, আমার এত পছন্দ।' সাদ বুয়ামের দিকে তাকাল সে। 'আপাতত পিছনের কেবিনে নিয়ে যাও এদেরকে, তারপর কাজ শুরু করে দাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত কার্গো সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

মাথার ওপর হাত তুলে একটা সিগন্যাল দিল সে, সাথে সাথে ছয়জন লোককে দেখা গেল স্টীমারের রেলিঙে। সবার পরনে ইসরায়েলি কোস্টাল গার্ডের ইউনিফর্ম। রেলিং টপকে বোটে নেমে এল তারা। ইতোমধ্যে রানা, সুরাইয়া আর সুজাকে কুকুর তাড়াবার মত করে ডেক থেকে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে নিয়ে যেতে শুরু করেছে সাদ বুয়াম। ওদেরকে নিচে নামিয়ে আনল সে। পিছনের কেবিনে সবাইকে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেলুন থেকে ভেসে আসা ব্যস্ত কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করল রানা। পরিষ্কারভাবে কিছুই শোনা গেল না। সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। 'ব্যাপারটা কি বলো তো, সুরাইয়া? কারা ওরা?'

'কুৎসিত লোকটা সাদ বুয়াম,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সুজা। 'শালাকে কায়দা মত পেলে দেখিয়ে দেব…'

'থামো!' ধমক লাগাল সুরাইয়া। 'ওসব কথা বলে এখন আর কোন লাভ নেই।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ওদের লীডার হলো মনাদিল দাউদ। ছ'মাস আগেও আমার কাকার ডান হাত ছিল ও, তারপর কিছু লোক নিয়ে বেরিয়ে এসে নিজেই দল গঠন করেছে।'

'নাম?'

'অ্যাকশন পার্টি,' বলল সুরাইয়া। 'গত পাঁচ মাসে জেরুজালেম শহরে যত বোমাবাজি হয়েছে তার প্রায় আশি ভাগের দায়িত্ব স্বীকার করেছে ওরা। ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী গেরিলা সংগঠন, সন্ত্রাস সৃষ্টি করাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য।'

'তার মানে রেস্তোরাঁয় বোমা মারা, আরব-অনারব বাছ-বিচার না করে গুলি চালানো এই সব করে বেড়ায় ওরা?'

'তা বলতে পারো।'

'আমাদের সম্পর্কে অনেক খবরই জানা আছে দাউদের,' বলল রানা। 'সেটা একটা রহস্য বটে।'

'আমিও তাই ভাবছি!' বলল সুজা।

'সত্যি, জানল কিভাবে?' চিন্তিত সুরাইয়া।

প্রসঙ্গটা বেশি দূর গড়াতে পারল না, তার আগেই দরজা খুলে কেবিনে ঢুকল মনাদিল দাউদ। তার হাতে জনি ওয়াকারের একটা বোতল দেখে অবাক হলো রানা। ফিলিস্তিনী গেরিলারা মদ খায় না বলেই জানা ছিল ওর। দাউদের পেছনে কম্প্যানিয়নওয়ের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, পাশের কেবিন থেকে লাহটিগুলো বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিকে।

'বাই গড, মেজর,' এক গাল হেসে বলল দাউদ, 'ওদেরকে আপনি সত্যিকার কাজের জিনিস দিচ্ছিলেন। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, দানটা অপাত্রে হয়ে যাচ্ছিল। বশিরবাহিনী নামকাওয়াস্তে গেরিলা, আসলে ওরা কাপুরুষের দল। ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। লাহটিগুলো আমাদের হাতে পড়ায় আমরা কিছু আর্মার্ড কার ধ্বংস করতে পারব। ওদের হাতে পড়লে কিছুদিন পর মরচে ধরে যেত। ভাল কথা, লাহটি আর স্টেনের দাম পেয়ে গেছেন তো?'

'আপনার কাছ থেকে পাইনি,' বলল রানা।

হো হো করে হেসে উঠল দাউদ। তারপর বলল, 'না, স্বীকার করতেই হবে—আপনার সাহস আছে!' সুরাইয়ার দিকে ফিরল সে। 'বুড়ো দাদু কিন্তু তোমাদের ওপর সাংঘাতিক বেজার হবেন।'

'তোমার আস্তানা খুঁজে বের করবেন তিনি, দাউদ,' আশ্চর্য শান্ত গলায় বলল সুরাইয়া। 'অ্যাকশন পার্টিকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবেন তিনি।'

'যদি সুযোগ পান, তাই না?' আবার হেসে উঠল দাউদ। বোতল থেকে সরাসরি হুইস্কি ঢালল গলায়।

দাউদের পিছন থেকে উঁকি দিল সাদ বুয়াম। 'আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, স্যার।'

রানা, সুরাইয়া আর সুজার দিকে পিছন ফিরল দাউদ। 'ওদেরকে নিয়ে এসো।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তাকে অনুসরণ করল সুরাইয়া। একটু অপেক্ষা করে সুজাকে এগিয়ে যেতে দিল রানা, তারপর পা বাড়াল ও। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ওঠার সময় ইচ্ছে করে সুজার সাথে ধাক্কা খেল ও, যেন পা পিছলে গেছে. ফিসফিস করে বলল, 'মাত্র একটা সুযোগ পাব আমরা। যদি পাই, তৈরি থেকো।'

যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল সুজা, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকালও না। পেছন থেকে রানার শিরদাঁড়ায় থম্পসনের কুঁদো দিয়ে একটা ধাক্কা মারল সাদ বুয়াম। 'খবরদার, হোঁচট খাওয়া চলবে না!' পিঠে

ব্যথা সত্ত্বেও হাসি পেল রানার।

ডেকে উঠে এসে ওরা দেখল, রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে বারবার একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে দাউদ। সাদ বুয়ামের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ডাক্তার সুরাইয়াকে স্টীমারে তোলো।'

দ্রুত সামনে এগোল সুরাইয়া, যেন তর্ক করতে চায়। কিন্তু মাঝ-পথে তাকে বাধা দিল সাদ বুয়াম। হাতের থম্পসনটা একজন সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সুরাইয়াকে পেছন থেকে আলিঙ্গন করল সে। চেঁচিয়ে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সুরাইয়া। হো হো করে হাসতে শুরু করল দাউদ। শূন্যে তুলে নিল সাদ বুয়াম সুরাইয়াকে, রেলিঙের ওপর দিয়ে তুলে দিল স্টীমারের ডেকে। তারপর নিজেও উঠে পড়ল।

দণ্ড শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা আর সুজা। বোটে এখন ওরা ছাড়া রয়েছে দাউদ আর তার দু'জন কর্মী। কর্মীদের একজনের হাতে রয়েছে থম্পসনটা।

'কি ঘটবে এখন?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল দাউদ। 'আপনার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, মেজর। আর সুজার ব্যাপারটা ওর ওপরই নির্ভর করছে।' সুজার দিকে তাকাল সে। 'তোমাকে আমি কাজে লাগাতে পারি, সুজা। জানি, হ্যাভগান চালাতে তোমার জুড়ি নেই।'

বৃষ্টিতে ভিজে চুলগুলো মাথার খুলির সাথে সেঁটে আছে সুজার, সতেজ প্রাণচঞ্চল দেখাচ্ছে তাকে।

'তোমার মুখে আমি পেচ্ছাব করি!' শান্ত কিন্তু পরিষ্কার গলায় বলল সে, স্টীমারের সবাই শুনতে পেল।

দাউদের মুখের হাসি তবু অম্লান। কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, মেজর। হুইলহাউসে ফিরে যান। ইঞ্জিন চালু করুন। খোলা সাগরে ফিরে যেতে হবে আপনাকে। আমরা পেছনেই থাকব। আমার সিগন্যাল পেলে স্টার্ট বন্ধ করবেন আপনি, তারপর সী-ককগুলো খুলে দেবেন।'

বোট থেকে রেলিং টপকে স্টীমারে উঠে গেল সে। তার একজন কর্মী রানার পাঁজরে ব্রাউনিঙের ব্যারেল চেপে ধরল। কোন রকম আপত্তি না তুলে হুইলহাউসের দিকে পা বাড়াল রানা।

স্টীমারের শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠল। ব্রাউনিংটা আবার একটা খোঁচা মারল রানার পাঁজরে। স্টার্টার বাটনে চাপ দিল রানা। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্টীমারের ডেকে দেখা গেল দাউদকে। ছোট মইটার দিকে এগোল সে, ব্রিজে উঠে গেছে সেটা। পেছন থেকে তার দিকে ছুটল সুরাইয়া। খপ করে ধরে ফেলল তার একটা হাত।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল সুরাইয়া। 'অসম্ভব! এ আমি হতে দেব না!'

সুরাইয়াকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল দাউদ, সুরাইয়া ধস্তাধস্তি শুরু করল দেখে মুচকি হাসল সে। 'বাই গড, সুরাইয়া, তোমার সাহসের প্রশংসা

করি আমি! ঠিক আছে, শুধু তোমাকে খুশি করার জন্যে!' সাদ বুয়ামের দিকে ফিরল সে। 'সুজার ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। স্টীমারে নিয়ে এসো ওকে।'

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'আমার কি হবে?'

মই বেয়ে উঠছিল দাউদ, রানার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, রানার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটা দেখে মনে হলো, অবাক হয়েছে সে। 'কেন, মেজর, আপনি জানেন না? আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম আর সব নাবিকদের মত আপনিও আপনার জাহাজের সাথে সলিল সমাধি লাভ করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন।'

'জানতাম ঠিক এই কথাই বলবে তুমি,' মৃদু হেসে বলল রানা। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে এক বুক শ্বাস নিয়ে সুজাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'সময় হয়েছে!' বাঁ হাত দিয়ে হুইলটা ধরল রানা, ডান হাতটা সেঁধিয়ে গেল টেবিলের নিচে। গোপন বোতামটার ছোঁয়া পেয়েই চাপ দিল। ফ্ল্যাপটা পড়ে গেল। হাতে চলে এল মাউজার। সাথে সাথে গুলি হলো। কিছুই টের পেল না গার্ড, খুলি ফুটো করে বেরিয়ে গেল বুলেট।

সাইলেন্সারটার তুলনা হয় না, মাত্র তিন গজ দূর থেকে ঢপ্ করে মৃদু একটা শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা গেল না। অপর গার্ডটা থম্পসনের গুঁতো দিয়ে রেলিঙের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সুজাকে। নরম গলায় ডাকল রানা, 'সুজা!' লোকটার মাথার পেছনে গুলি করল ও, ভারী পাথরের মত ঝুপ করে পড়ে গেল সে।

পরমুহূর্তে, ভোজবাজির মত, সুজার হাতে চলে এল থম্পসনটা। বিদ্যুৎ গতিতে শরীরটা ঘুরতে শুরু করল, তার আগেই গুলি বর্ষণ আরম্ভ করে দিয়েছে থম্পসন। স্টীমারে, সুরাইয়ার পাশে দাঁড়ানো লোকটা ধাক্কা খেল, ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঠেলে নিয়ে গেল তাকে অপরপ্রান্তে রেলিঙের ওপর।

এরপর সুজা থম্পসনের ব্যারেল ঘোরাল দাউদের দিকে। ইতোমধ্যে মইয়ের শেষ মাথায় উঠে গেছে দাউদ। এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল তার দিকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আর্তচিৎকার করে উঠে রেলিঙের শেষ প্রান্ত থেকে ছুটতে শুরু করল সুরাইয়া। ঝট করে তার দিকে ফিরে তাকাল সুজা। রেলিং টপকে বোটের ডেকে নামল সুরাইয়া। ছুটে চলে এল নিরাপদ আড়ালে। আবার যখন দাউদকে গুলি করার জন্যে ঘুরল সুজা, দাউদ তখন সেখানে নেই, মই বেয়ে উঠে গেছে হুইলহাউসের ভেতর। পর মুহূর্তে কেউ ফুল থ্রটল দেয়ায় ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গিয়ে ভারী আর কর্কশ হয়ে উঠল। গতি সঞ্চার হলো স্টীমারে। দ্রুত হারিয়ে যেতে শুরু করল ঘন অন্ধকারের ভেতর।

সাব-মেশিনগানের এক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল বোটের দিকে, মাথা নিচু করে নিল রানা, সাথে সাথে পাশের জানালার সমস্ত কাঁচ ভেঙে পড়ল ডেকের ওপর। থম্পসন স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত ট্রিগারে চাপ দিয়ে গেল সুজা, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল সাগরে। এখন আর কোন শব্দ নেই। দূরে শুধু মিলিয়ে যাচ্ছে

স্টীমারের আওয়াজ।

খোপের ভেতর মাউজারটা ঢুকিয়ে রেখে ফ্ল্যাপটা তুলে দিল রানা, তারপর বেরিয়ে এল ডেকে। রেলিঙের ওপর হাত, তার ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছে সুরাইয়া, পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলল সে।

'তোমার কাছে পিস্তল ছিল?' জানতে চাইল সুরাইয়া। মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু পেলে কোথায়?' ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'তোমাকে না ওরা সার্চ করল?'

'করেছিল।' একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'খোদার কসম, মেজর,' বলল সুজা, 'যাদু, স্রেফ যাদু দেখিয়েছেন আপনি! আপনার অত কাছে থেকেও কোন শব্দ পাইনি আমি···'

'পাবেও না।'

'থম্পসনের ম্যাগাজিন শেষ না হলে আমিও ওদেরকে দেখিয়ে দিতাম···'

'সমস্ত প্রমাণ মুছে ফেলতে হয় এবার,' সুরাইয়ার দিকে তাকাল রানা। 'এক বালতি পানি নিয়ে এসে ডেকটা ধুয়ে ফেলো। কোথাও যেন এক বিন্দু রক্তের দাগ না থাকে। হুইলহাউসের ভাঙা কাঁচগুলোও সরাতে হবে।'

একদৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল সুরাইয়া, তারপর কোন মন্তব্য না করে ঘুরে দাঁড়াল।

সুরাইয়া চলে যেতে গার্ড দু'জনকে সার্চ করল ওরা। পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে এমন যা কিছু পাওয়া গেল ওদের পোশাক থেকে সব বের করে নিয়ে লাশ দুটো রেলিং টপকে ফেলে দিল। এরপর চার্ট পরীক্ষা করার জন্যে দ্রুত হুইলহাউসে ফিরে এল রানা।

ঝাড়ু দিয়ে কাঁচের গুঁড়োগুলো এক জায়গায় জড়ো করছিল সুরাইয়া, হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল সে। 'এখন কি হবে?'

'অন্তত কয়েক ঘণ্টা গা ঢাকা দেবার জন্যে একটা আশ্রয় দরকার,' চার্টের ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'মায়রায় যাবার আগে মাথা ঠাণ্ডা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে হবে।' যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা। 'এই যে, পেয়েছি, এটাকে দিয়েই কাজ হবে। ছোট্ট একটা দ্বীপ, নাম তাজিল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে। কোন লোক বসতি নেই, সৈকতের কাছে নোঙর ফেলতেও কোন ঝামেলা হবে না।'

রেলিঙের যে জায়গা থেকে লাশ দুটো এইমাত্র সাগরে ফেলা হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুজা, দূর থেকে দেখে মনে হলো প্রার্থনা করছে সে।

জানালার দিকে ঝুঁকে রানা বলল, 'এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল সুজা। ডেক লাইট নিভিয়ে দিল রানা। ঘুরিয়ে নিল সানরাইজ। আবার সাগরের দিকে ফিরে চলল ওরা।

নির্জন, স্বপ্নপুরীর মত ছোট্ট একটা দ্বীপ তাজিল। মাঝখানে ছোট একটা গভীর

খাদ, তার ভেতরে ঢুকে এল বোট। খোলা সাগর থেকে এখন আর কেউ দেখতে পাবে না ওটাকে। ওরা যখন পৌঁছুল তখনও আকাশ অন্ধকার হয়ে রয়েছে। তবে একটু পরই পুব আকাশে আলোর আভা দেখা গেল।

ডেক থেকে নিচে নেমে এল রানা। সেলুনে ঢুকে দেখল সামনে টেবিল নিয়ে পাশাপাশি বসে আছে সুরাইয়া আর সুজা, দুটো মাথা ঠেকে আছে পরস্পরের সাথে।

'গোপন পরামর্শ?' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমাকে লুকিয়ে? মোটেও ভাল কথা নয়!'

টেবিল থেকে ফ্লাস্কটা তুলে নিল ও, কাপে চা ঢেলে আয়েশ করে চুমুক দিল একটা।

'এত চা খাও কেন?' বিরক্তির সাথে বলল সুরাইয়া। 'বিশেষ করে খালি পেটে?'

'পেটে কিছু দেবার আগে ঘুমুতে চাই আমি,' বলল রানা। 'এখন থেকে ঠিক চার ঘণ্টা পর তোমার সেই সুস্বাদু স্যান্ডউইচ তৈরি করে আমার ঘুম ভাঙাবে, কেমন?' দরজার দিকে এগোল রানা।

রেগেমেগে পেছন থেকে বলল সুরাইয়া, 'দাঁড়াও, শাকের। তোমার এই পাগলামির মানে কি? ঘুমটা তোমার কাছে আগে হলো? কি করা হবে তা ঠিক না করেই ঘুমাতে যাচ্ছ যে?'

'কি ব্যাপারে কি করার কথা বলছ তুমি?' দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল রানা।

'অস্ত্রগুলো যে ওরা নিয়ে চলে গেল, তার কি হবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সুরাইয়া। 'এমন উদ্ভট লোক তো আমি জীবনে আর দেখিনি!'

'বেশ, কথা যদি বলতেই চাও, এসো শুরু করা যাক তাহলে। আমি অবশ্য মনে করি, আলোচনার কিছুই নেই, কারণ এরপর কি ঘটবে তা যে-কেউ অনুমান করে নিতে পারে।'

'আমাদের অত বুদ্ধি নেই, তুমিই বলে দাও কি ঘটবে।'

'মায়রায় পৌঁছে বুড়ো দাদুর সাথে যোগাযোগ করবে তোমরা,' বলল রানা। 'নতুন করে অস্ত্র কেনার জন্যে রাজি করাবে তাকে। সেই সাথে জানাবে, দ্বিতীয় কনসাইনমেন্টের জন্যে অনেক বেশি দাম দিতে হবে মি. ভিনসেন্ট গগলকে। কারণ জানতে চাইল যুক্তি দেখাবে, কার্গো পৌঁছে দেবার ব্যাপারে ঝুঁকির পরিমাণ আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। ইসরায়েলি কোস্টাল গার্ড এক কথা, আর অ্যাকশন পার্টির মনাদিল দাউদ আরেক কথা।'

চেহারাটা কালো হয়ে গেল সুরাইয়ার। 'কত বেশি?'

'সেটা আলোচনা করে স্থির করা যাবে,' চায়ের কাপে আরেকটা চুমুক দিল রানা। 'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'অন্য কথা?'

'তোমাদের ফান্ড আছে তো?'

'টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমাকে ভাবতে হবে না,' আশ্বস্ত করল সুরাইয়া।

'শুনে বড় সুখী হলাম,' চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে বলল রানা। 'আরেকটা কথা ভাবছি।'

'আবার কি?' উদ্বিগ্ন দেখাল সুরাইয়াকে।

'এবার হয়তো আমরা নগদ টাকায় পেমেন্ট নেব না,' বলল রানা। 'টাকার মান যখন তখন কমে যেতে পারে, কাজেই কেন শুধু শুধু ঝুঁকি নিতে যাব?'

ধীরে ধীরে ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত ভরল সুজা। ব্রাউনিংটা আবার এখানে আশ্রয় পেয়েছে, জানে রানা। প্রচণ্ড রাগের সাথে জানতে চাইল সুরাইয়া, 'কি বলতে চাও তুমি, মেজর?'

'না জানার ভান কোরো না, সুন্দরী,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'গুজবটা আমার কানেও এসেছে, মিশরীয় জাহাজটা হাইজ্যাক করে পুরো এক টন সোনা বাগিয়েছেন বুড়ো দাদু। যা রটে তার কিছুটা তো সত্যিও বটে। ঠিক করে বলো তো, কতটা সোনা পেয়েছেন তিনি? পুরো এক টনই? নাকি কিছু কম?'

স্তব্ধ হয়ে ওরা দু'জনেই রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। আবার ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'সে যাই হোক, মায়রায় পৌঁছে জনাব বশির জামায়েলের সাথে যোগাযোগ করো তোমরা, তাঁর সাথে আলাপ করে দেখো তিনি কি বলেন। এদিকে, আমিও আমার বস্ মি. গগলের সাথে কথা বলে দেখি। সমঝোতা একটা হয়েই যাবে, দেখো। আমি কি এখন শুতে যেতে পারি?' অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে বেরিয়ে এল ও। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'যেদিক থেকেই দেখো না কেন, গোটা ব্যাপারটা কিন্তু ভারি মজার। সাব-মেশিনগান আর লাহটিগুলো পরীক্ষা করার সময় মনাদিল দাউদের চেহারাটা কেমন দেখাবে ভাবতে গেলেও আমার বেদম হাসি পাচ্ছে। কেন জানো? ওগুলোর আর সব কিছুই আছে, নেই শুধু ফায়ারিং পিন।'

টেবিলের কিনারা আঁকড়ে ধরল সুরাইয়া। মুখের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'কি বলছ তুমি?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'ওহ্ হো! বলিনি বুঝি?' হাসল রানা। 'ফায়ারিং পিনগুলো নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন মি. গগল। আমাদের এই ব্যবসা বড় জটিল, বড় ঝুঁকি নিতে হয়—মাঝ-সাগরে কে কখন হানা দেয় কিছুই বলা যায় না, সেজন্যে একটু সাবধান হবার চেষ্টা করি আমরা, এই আর কি!'

নিখাদ উল্লাস ফুটে উঠল সুজার চেহারায়। দুম করে একটা ঘুসি মারল সে টেবিলের ওপর। 'মেজর শাকের, আপনি আমার আদর্শ পুরুষ হতে পারেন! খোদার কসম, শপথ নিয়ে আমাদের দলে ঢুকে পড়ুন, ছয় মাসের মধ্যে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা এই মুক্তিযুদ্ধ!'

'দুঃখিত, বুড়ো খোকা,' বলল রানা। 'কারও পক্ষ অবলম্বন করার আগে

অনেক দিক ভেবে দেখতে হবে আমাকে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কি কি অসুবিধে আছে বলতে পারবে ও।'

ঠিক এই সময় ডাক্তার সুরাইয়া সবচেয়ে অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসল। আচমকা অদম্য হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। কিন্তু প্রথম দিকে মনে হলো, ওটা কান্না, হাসি নয়। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত হুইলহাউসে পালিয়ে এল রানা।

তিন মিনিট পর একটা বাঙ্কে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল ও।

সাত

ঠিক দুপুরে মায়রায় পৌঁছুল ওরা। ঝড়ো বাতাসের মাতামাতি বেড়েছে, তবে আবহাওয়ার খবরে বলা হয়, বেলা যত চড়বে পরিস্থিতি তত শান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ছোট্ট একটা ফিশিং পোর্ট মায়রা, শহর না বলে একে গ্রাম বলাই উচিত। এলাকাবাসীরা বংশ পরম্পরায় ধরে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে, ইদানীং সৌখিন ইয়টম্যানদের আনাগোনা শুরু হয়েছে বলে বাড়তি কিছু আয়ের মুখ দেখছে তারা।

রাতের ঘটনায় বোটের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি, শুধু সাইড উইন্ডোর কাঁচ অদৃশ্য হয়েছে আর কাঠের ওপর এক জায়গায় একটা ফুটো, আরেক জায়গায় খানিকটা ছাল উঠে গেছে। ওগুলো বুলেটের ক্ষত।

মেইন জেটি থেকে বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে নোঙর ফেলল রানা। সবাইকে নিয়ে তীরে এল ডিঙিতে চড়ে।

হারবার মাস্টারকে রিপোর্ট করার জন্যে একা গেল রানা, ঠিক হয়েছে বন্দরের রেস্তোরাঁয় সুরাইয়া আর সুজার সাথে দেখা করবে ও। হারবার মাস্টারকে রিপোর্ট করার ব্যাপারটা আসলে অজুহাত মাত্র, আরও জরুরী কাজ রয়েছে রানার।

একটা ডাক্তারখানা থেকে গগলকে ফোন করল রানা। প্রায় সাথে সাথে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'হ্যাপি কটেজ। আবা ইবান বলছি।'

'মি. ইবান,' বলল রানা, 'বন্দরে আসার পরপরই যোগাযোগ করতে বলেছিলেন আপনি। আপনার তরফ থেকে যে কনসাইনমেন্টটা হ্যান্ডলিং করছি আমি সেটা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে চাই।'

'বেশ, বেশ,' বলল গগল। 'সব খবর ভাল তো?'

'দুঃখিত, না। মাঝপথে আরেকটা ক্যারিয়ার জেদ করে ওগুলোর দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে...'

গলার আওয়াজ আগের মতই থাকল গগলের। 'দুর্ভাগ্য। আপনি কি দেখা করার জন্যে আমার কাছে আসতে পারবেন?'

'আপনি বললেই আসি।'

'ঠিক আছে। দু'ঘণ্টা সময় দিন আমাকে। আপনাকে আমি বেলা আড়াইটায় আশা করব।'

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে বন্দরে ফিরে এল রানা। যতদূর অনুমান করতে পারে ও, গগলের ওখানে একবার অন্তত যোগাযোগ করার কথা সোহেলের। গগলের ফোন নাম্বারটা তাকে এক ফাঁকে জানিয়ে রাখা হয়েছে। আড়াইটার মধ্যেও যদি যোগাযোগ করে সোহেল, ওর সাথে তার দেখা হতে পারে। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। রেস্তোরাঁয় ওরা হয়তো অস্থির হয়ে উঠেছে।

একটা কেবিনের ভেতর গরুর মাংসের স্যান্ডউইচ সামনে নিয়ে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছে ওরা। পর্দার ফাঁক দিয়ে রানাকে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে দেখে হাত তুলে ওয়েটারকে ডাকল সুরাইয়া। ওদের সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা। ওয়েটার এল, রানার জন্যে স্যান্ডউইচ দিতে বলল সুরাইয়া।

ওয়েটার চলে যেতে চেহারাটা গম্ভীর করে তুলল সে। 'কি বললেন মি. গগল?'

চেহারায় অবাক একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বিরক্তির সাথে আবার বলল সুরাইয়া, 'ছেলেমানুষি রাখো, মেজর। কেন তুমি একা হতে চেয়েছিলে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের।'

'সারেন্ডার করছি।'

'তাহলে বলো, কখন তার সাথে দেখা হচ্ছে তোমার।' জানতে চাইল সুরাইয়া। বলল রানা। শুনে একটু অবাক হলো সুরাইয়া। 'দু'ঘণ্টা পর কেন?'

'জানি না। হয়তো কোন কাজ আছে, সেটা আগে সারতে চায়। যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। মাত্র দশ মাইলের পথ, রওনা হলে পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগবে না। এবার তোমাদের খবর কি বলো?'

'তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার। আমিও তোমার মত টেলিফোন ব্যবহার করছি।' রিস্টওয়াচ দেখল সুরাইয়া। 'যদি অনুমতি দাও, এবার আমাকে উঠতে হয়। স্কুলের সামনে থেকে স্থানীয় ব্রিগেড কমান্ডার তার গাড়িতে তুলে নেবে আমাকে, ঠিক পনেরো মিনিট পর। সৈকতে ওই ব্রিগেড কমান্ডার আর তার লোকজনই গতরাতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা পৌঁছাইনি বলে খেপে আছে সে।'

'বুঝতে পারি। বুড়ো দাদুর সাথে দেখা করছ তুমি?'

'বলতে পারছি না। এই মুহূর্তে কোথায় আছেন তিনি জানা নেই আমার। তবে, ওরা বোধহয় তাঁর সাথে আমার টেলিফোনে কথা বলার আয়োজন করে রেখেছে।' রানার সামনে একটা হাত পাতল সুরাইয়া। 'একটা সিগারেট দাও।'

দিয়াশলাই জ্বেলে সুরাইয়ার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল রানা। 'আচ্ছা, তুমি একজন ডাক্তার হয়েও সিগারেট খাও কেন?'

বিমূঢ় দেখাল সুরাইয়াকে। একবার রানা, তারপর হাতের সিগারেটের দিকে তাকাল, পরমুহূর্তে হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, 'ওহ্ মেজর, এত হিসেব করে কি বেঁচে থাকা যায়? আমরা কেউই মরতে খুব বেশি সময় নেব না।'

রানার মনে হলো, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সুরাইয়ার ভেতরটা এর আগে এত ভাল করে দেখার সুযোগ হয়নি ওর। এখন যেন আসল মানুষটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও। কিন্তু এ বড় ভয়ঙ্কর, বিপজ্জক খেলা, কাজেই অত্যন্ত সাবধানে এগোতে হবে ওকে।

জানতে চাইল, 'সব যখন মিটে যাবে, কি করবে তুমি?'

'মিটে যাবে?' রানার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল সুরাইয়া। 'এসব কি প্রলাপ বকছ তুমি?'

'তোমার দেশ একদিন স্বাধীন হবে না?' বলল রানা। 'ধরো, তোমার জীবদ্দশাতেই তা সম্ভব হলো। কি করবে তখন তুমি? পরিস্থিতি যখন শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে আসবে?'

রানার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সুরাইয়া। উত্তর দেবার কোন চেষ্টাই করল না। কারণ, ওরা দু'জনেই জানে এই প্রশ্নের মাত্র একটা উত্তরই আছে।

'কারও কারও কাছে যুদ্ধটা নেশার মত,' বলল রানা। 'তার কাছে যুদ্ধই জীবন। ট্রেঞ্চকোট আর থম্পসন গান, রাতের অন্ধকারে অ্যামবুশ—সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর একটা খেলা। এতেই তার আনন্দ, এটাই তার নেশা। তাই সে চায় না যুদ্ধ থেমে যাক। তুমিও কি সেই দলে পড়, সুরাইয়া? তুমিও কি চাও যুদ্ধ না থামুক? স্বাধীন প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠিত হোক, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি নেমে আসুক?'

চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সুরাইয়ার। উত্তেজনায় শরীরটা মৃদু কাঁপছে। 'একটা আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করি আমি, মেজর। প্রয়োজনে সেই আদর্শের জন্যে নিজের জীবন দেব, সেটা আমার জন্যে অত্যন্ত গর্বের ব্যাপার হবে।' হাত দুটো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'দেশ স্বাধীন হলেও আমার আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা দেখতে হবে আমাকে।' চেহারায় এবার ব্যঙ্গ ফুটে উঠল। 'তুমিও তো অনেক মানুষ মেরেছ, মেজর শাকের। কিসের জন্যে মেরেছ জানতে পারি?'

'জানতে চাইছ অজুহাতটা কি কি ছিল?' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক, ডাক্তার, এটা আমাদের সবারই দরকার হয়।'

রানার গলায় আপোসের সুর লক্ষ করে চেয়ারে হেলান দিল সুরাইয়া।

'এখুনি যদি রওনা না হও, দেরি করে ফেলবে,' নরম গলায় বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সুরাইয়া। 'দু'ঘণ্টা পর মি. গগলের সাথে

দেখা করতে যাবে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি চাই তোমার সাথে সুজা যাক।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?'

'প্রশ্নই ওঠে না। আর মি. গগলের ঠিকানা, ফোন নম্বর দুটোই আমার চাই। তিনটের সময় আমি তোমাকে ফোন করব। যাই ঘটুক না কেন, আমার কাছ থেকে কিছু না শুনে ওখান থেকে নোড়ো না তুমি।' সুজার দিকে ফিরল সুরাইয়া। বোবা পাথরের মত এতক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা শুনেছে সে, কোন মন্তব্য করেনি। 'সুজা, মেজরকে যা করতে বলা হলো তা যাতে করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তোমাকে।'

গতরাতের ঘটনা রানার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে সুজাকে, ওদিকে সুরাইয়ার প্রতি তার আনুগত্য প্রশ্নাতীত। বোধহয় সেজন্যেই ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে। বুড়ো দাদু সুরাইয়ার নিরাপত্তার দায়িত্ব তার হাতে তুলে দিয়েছেন, তাকে রক্ষা করার জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করবে না সে।

সুজার ইতস্তত ভাবটা লক্ষ্য করতে ভুল করল না সুরাইয়া। চেহারাটা নির্দয়, কঠোর হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই সে বলল না সুজাকে। একটা কাগজে গগলের ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে সেটা সুরাইয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। বলল, 'আবা ইবানকে চাইবে ফোনে। আর যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, বোটে দেখা হবে আমাদের।'

কিছু বলল না সুরাইয়া। কাগজটায় একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেটা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

রানা আর সুজা, পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ তাকাল না ওরা। এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই গ্যারেজ আছে, দেখে এসো একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। পেলে ভাড়া অ্যাডভান্স করে এখানে নিয়ে এসো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুজা। 'ঠিক আছে, মেজর। ধরে নিন গাড়ি পেয়ে গেছি।' কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

রেস্তোরাঁর ভেতর আর কোন খদ্দের নেই। রাস্তাটাও খাঁ খাঁ করছে। অদ্ভুত একটা নির্জন পরিবেশ। কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই তলপেটে একটা টান অনুভব করল রানা। গগলের কথা ভাবছিল ও। সায়দা বন্দরে গগল তাকে বলেছিল, 'তিন হাত মাটির নিচে শুয়ে আছি, আর আমার কবরের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা নেকড়ে!' কেন বলেছিল গগল কথাটা! কেন?

কোথায় যেন কি একটা ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় বা কি, ধরতে পারল না রানা। যখন পারল তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক।

শহরের একমাত্র গ্যারেজে কোন কার পাওয়া গেল না. কিন্তু মালিক মুসলমান

বলে বশিরবাহিনীর নাম ভাঙিয়ে তার কাছ থেকে একটা পিক-আপ ট্রাক আদায় করতে কোন অসুবিধে হলো না সুজার। ড্রাইভিং সীটে সে-ই বসল, পাশে বসে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ফুঁকল রানা। রাস্তাটা তেমন সুবিধে নয়, তবে দু'পাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য। কোথাও ঢালের গায়ে সবুজ খেত, কোথাও ধু ধু বালি, আবার কোথাও গম্ভীর দর্শন নিরেট পাথরের পাহাড়। এলাকার একটা অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপ কোত্থেকে যেন যোগাড় করেছে সুজা। সেটা দেখে হ্যাপি কটেজটা আবার বের করল রানা। কটেজের দিকে একটা মেঠো পথ চলে গেছে, আধমাইলটাক লম্বা হবে সেটা। কটেজটা পুরোপুরি ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালায় ঢাকা। গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যে চমৎকার একটা জায়গা বেছে নিয়েছে গগল।

রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ট্রাকের স্পীড কমিয়ে আনল সুজা। রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর, মেঠো পথের মুখের কাছ থেকে প্রায় একশো গজ এদিকে, সবুজ একটা ভক্সহল দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখে মনে হলো ভেতরে কেউ নেই।

কেন কে জানে, আবার বিপদের আভাস পেল রানা। সুজার কাঁধে হাত রেখে ট্রাক থামাতে বলল ও। তারপর নেমে পড়ল নিচে। সুজাকে রেখে একাই এগিয়ে গেল ও। ভক্সহলের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে ভেতরে তাকাল। দরজায় তালা দেয়া রয়েছে। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না।

ট্রাকের কাছে ফিরে এল রানা। ইতোমধ্যে নিচে নেমে পড়েছে সুজা।

'কি ব্যাপার, মেজর?'

'গাড়িটা,' বলল রানা। 'ওটা দেখে খুঁত খুঁত করছে মন। হয়তো ব্যাপারটা কিছুই নয়; হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় আরোহীরা সাহায্যের জন্যে পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে গেছে...'

'আবার এমনও হতে পারে যে কেউ হয়তো নিঃশব্দে হ্যাপি কটেজে পৌঁছুবার জন্যে গাড়িটা এখানে রেখে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছে...'

'হুঁ।'

'কি করব তাহলে আমরা?'

খানিক চিন্তা করে সিদ্ধান্তটা জানাল রানা।

উঁচু-নিচু মেঠো পথ। ওদের ট্রাকটাও মান্ধাতা আমলের। ভয় হলো হয় উল্টে যাবে ট্রাক, নয়তো হঠাৎ করে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। এবারও ড্রাইভিং সীটে বসেছে সুজা, কিন্তু তার পাশে রানা নেই। ট্রাকের পিছনের অংশে বসেছে ও, বারবার এক পোর্টহোলের সামনে থেকে আরেক পোর্টহোলের সামনে গিয়ে পথের দু'পাশের জঙ্গলের ওপর তীক্ষ্ন চোখ বুলাচ্ছে। হঠাৎ চুলের কাঁটার মত একটা বাঁক পড়ল সামনে, মোড় ঘুরতেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল ওর। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যাপি

কটেজ। কাঠের তৈরি একটা বাংলো। সামনে চওড়া বারান্দা।

লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নামল রানা। হন হন করে এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে থামল। নক করার আগে সাবধানের মার নেই ভেবে এক পাশে সরে দাঁড়াল ও। তারপর নক করল। সাথে সাথে টের পেল, দরজায় তালা দেয়া নেই, কবাট দুটো শুধু ভিড়ানো রয়েছে। 'মি. ইবান?' হেসে উঠে ডাকল রানা।

কোন সাড়া নেই। আস্তে করে কবাট দুটোর গায়ে ধাক্কা দিল রানা। খুলে গেল ওগুলো। ভেতরে অন্ধকার করিডর। চৌকাঠ পেরিয়ে এগোল রানা। শেষ মাথায় দরজাটা খোলা রয়েছে, সেটার সামনে দাঁড়াল ও। কামরার ভেতর ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলোয় পর্দা রয়েছে। ঘরের ভেতর অন্ধকার। চোখ জ্বালার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর হঠাৎ গগলকে দেখতে পেল ও। টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে সে, হাতে জ্বলছে একটা সিগারেট।

'গগল? কি ছেলেমানুষি শুরু করেছ!'

তবু সাড়া দিল না গগল। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা। সুইচবোর্ডটা দরজার পাশেই দেখতে পেয়ে আলো জ্বালল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল গগলের দিকে। মাত্র এক পা এগিয়েছে, ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। দেখল, চেয়ারের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে গগলকে। সারা মুখে রক্তাক্ত ক্ষত, মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে রয়েছে। বেঁচে আছে বলে মনে হলো না।

রানার পিছনে, দরজার কাছে শব্দ হলো। যা দেখবে বলে আশা করল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠিক তাই দেখল ও। দরজার ভেতর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সাদ বুয়াম, তার দু'পাশে হাতে রিভলভার নিয়ে আরও দু'জন লোক।

'কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' ফিক ফিক করে হাসল সাদ বুয়াম। 'তাহলে আবার আমাদের দেখা হলো, মেজর? কিন্তু দুঃখ এই যে আজকের দিনটা আপনার নয়।'

'ওকে তোমরা ওভাবে না মারলেও তো পারতে,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল রানা।

'ফায়ারিং পিনগুলো কোথায় রেখেছে তা আমাদেরকে বলে দিলেই তো রেহাই পেত,' রানার সুর নকল করে বলল সাদ বুয়াম। 'শালার যেন শকুনের জান! মারতে মারতে তিনজন হাঁপিয়ে গেছি, তবু মরার নাম নেই। কাজটা শেষ করার আগে গাড়ির আওয়াজ পেলাম বলে কিছুটা বিশ্রাম নেবার সুযোগ হলো...'

তার মানে, বেঁচে আছে গগল! মনে মনে অস্থির, চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। সাদ বুয়ামের একজন সঙ্গী এগিয়ে এসে সার্চ করল ওকে। লোকটাকে কাবু করার কমপক্ষে দুটো সুযোগ পেল রানা, কিন্তু ঝুঁকি নেবার দরকার নেই বলে

একটাও নিল না। সার্চ করে নিজের জায়গায় ফিরে গেল লোকটা। রিভলভারটা ভরে রাখল পকেটে।

'সুজা কোথায়, মেজর?' জানতে চাইল সাদ বুয়াম। 'আসার পথে তাকে খসিয়ে দিয়েছ বুঝি?'

কাঁচ ভাঙার আওয়াজ হলো, দড়াম করে বাড়ি খেল দেয়ালে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কবাট, পরমুহূর্তে ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সুজাকে। কাঁধ দুটো নিচু হয়ে আছে, বাঁ হাতে ব্রাউনিং। 'এই যে আমি, কুত্তার বাচ্চারা!'

এক চুল নড়ল না কেউ। সবাই চুপ। ফিসফিস করে কথা বলে নিস্তব্ধতা ভাঙল সাদ বুয়াম, 'ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো, সুজা...'

সাদ বুয়ামের দ্বিতীয় সঙ্গীর হাতে এখনও রিভলভার রয়েছে, হঠাৎ করে তার দিকে ব্রাউনিংটা একটু বাড়াল সুজা। হাত থেকে রিভলভার ছেড়ে দিল লোকটা, মেঝেতে পড়ে গেল সেটা। রানার দিকে ফিরল সুজা। 'মি. গগল...?'

'নিজের কথা ভাবো,' বলল রানা। এগিয়ে গিয়ে গগলের মাথাটা তুলল ও। তারপর পালস দেখল। বেঁচে আছে, কিন্তু কতক্ষণের জন্যে বলা মুশকিল। এখুনি হাসপাতালে পাঠালে এ-যাত্রা হয়তো...

গগলের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠল সুজা। নিজের অজান্তেই ধীরে ধীরে কোমরে উঠে এল একটা হাত। এক পা এগোল সাদ বুয়ামের দিকে।

'এইভাবে মেরেছ তোমরা ওকে?' আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলায় বলল সুজা। 'স্বাধীন প্যালেস্টাইনের নামে?'

'খোদার কসম, সুজা!' প্রতিবাদ করল সাদ বুয়াম। 'আমরা কি করব! এত করে বললাম, কোন মতে ফায়ারিং পিনের কথা বলতে চায় না...'

গগলের দিকে পলকের জন্যে আরেকবার তাকাল সুজা, সেই মুহূর্তে সাদ বুয়াম আর তার এক সঙ্গী যার যার রিভলভারের জন্যে পকেটে হাত ভরল। অপর লোকটা এক হাঁটু ভাঁজ করে মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছে ফেলে দেয়া রিভলভারটা।

দুনিয়ার রেকর্ড, এক লোক পনেরো ফিট দূর থেকে আধ সেকেন্ডের মধ্যে একটা তাসের গায়ে পাঁচটা ফুটো করেছিল পয়েন্ট থ্রী-এইট স্পেশাল দিয়ে। কোন সন্দেহ নেই তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে সুজা। ওর প্রথম গুলিটা লাগল-হাঁটু ভাঁজ করা লোকটার দুই ভুরুর মাঝখানে। অপর লোকটার মাথায় দুটো বুলেট ঢোকাল সে, গর্ত দুটোর মাঝখানে কম পক্ষে দু'ইঞ্চি ব্যবধান লক্ষ করল রানা।

রেনকোটের পকেট থেকে একটা মাত্র গুলি করল সাদ বুয়াম, একই সাথে রিভলভার ধরা ডান হাতের কনুই গুঁড়ো হয়ে গেল তার। ধাক্কা খেয়ে পিছনের দেয়ালে পড়ল সে, এলোপাতাড়ি পা ফেলে সামনে এগোল, হাঁ হয়ে আছে মুখটা। তারপর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো লক্ষ্য করে লাফ

দিল সে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল সুজা। তখনও শূন্যে রয়েছে সাদ বুয়াম। নিচের মাটিতে তাকে নামতে দিল সুজা। লন থেকে পড়িমরি করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল সাদ বুয়াম। পরপর তিন বার গুলি করল সুজা, সাদ বুয়ামের পিঠের শার্ট তিন জায়গায় ফুটো হয়ে গেল।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে গগলের সামনে রানার পাশে দাঁড়াল সুজা। 'হাসপাতাল এখান থেকে কত দূর বলতে পারো?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'আধঘণ্টার পথ,' ফিসফিস করে বলল সুজা।

'ধরো,' ইঙ্গিত করল রানা।

এই সময় টেবিলের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠল।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল রানা। 'হ্যাপি কটেজ।'

অপরপ্রান্তে কেমন যেন কর্কশ শোনাল সুরাইয়ার গলা। 'কে বলছেন?'

'শাকের।'

'মি: ইবান আছেন ওখানে?'

'আছেন কিন্তু না থাকার অবস্থায়। প্রতিপক্ষরা আমাদের আগেই পৌঁচেছিল। তিনজন।'

এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল সুরাইয়া। 'তোমরা ঠিক আছ তো—দু'জনেই?'

'আছি,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা আশ্চর্য দক্ষতার সাথে সামাল দিয়েছে সুজা। আশা করি আমাদের বন্ধুরা জীবন বীমা করে রেখে গেছে। দাফন-কাফনে অনেক খরচ লাগবে। কোথায় দেখা হবে আমাদের?'

'বোটে,' বলল সুরাইয়া। 'পৌঁছুতে আমার পনেরো মিনিট লাগবে। দেখা হলে কথা হবে। রাখি।'

ধরাধরি করে ট্রাকে তোলা হলো গগলকে। ড্রাইভিং সীটে বসল সুজা। গগলের সাথে ট্রাকের পিছনে রয়ে গেল রানা। পথে একবার নড়েচড়ে উঠল গগল। তার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কয়েক বার ডাকল রানা, 'গগল! গগল! চোখ মেলো! একবার তাকাও!'

'কি দেখব তাকিয়ে? মদের একটা বোতল দেখাতে পারবে?' অস্পষ্ট কণ্ঠ, কিন্তু পরিষ্কার উচ্চারণ। 'বেশ তো ছিলাম, ঘুমটা ভাঙালে কেন?' কথাগুলো বলে আবার জ্ঞান হারাল গগল।

হাসপাতালে কোন হাঙ্গামা পোহাতে হলো না। হ্যাপি কটেজে গগলের কাগজ-পত্র যা ছিল সবই সাথে করে এনেছে রানা। সেগুলো কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হলো। সবচেয়ে উপকারে লাগল সুজার একজন ডাক্তার বন্ধু। রানাকে আশ্বাস দিয়ে বলল ডাক্তার, 'আমি সব সামলে নেব। এখানকার পুলিস প্রধানের হাউস ফিজিশিয়ান আমি।'

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল ওরা। ঠিক হয়েছে, গগল সুস্থবোধ

করলেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হবে তাকে।

হাসপাতালে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়েছে, মায়রায় পৌঁছুতে ছ'টা বেজে গেল ওদের। গারেজে ট্রাক ফিরিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে বন্দরে ঢুকল ওরা। জেটির কাছাকাছি এসে হঠাৎ রানার শার্টের আস্তিন টেনে ধরল সুজা। 'এ কি! বোট কোথায়!'

তাই তো! চারদিকে তাকিয়ে বোটের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা। কিন্তু ওরা যখন জেটিতে নামল, দেখল, একেবারে শেষ মাথায় চওড়া কয়েকটা পাথরের ধাপের নিচে নোঙর করা রয়েছে সানরাইজ।

'ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল সুজা। 'বোট সরিয়ে ওখানে নিয়ে গেল কেন?'

জবাব না দিয়ে পাথরের ধাপ ক'টা টপকে নিচে নামতে শুরু করল রানা। কোথাও ঘাপলা আছে, বুঝতে পারল ও। তবে মনাদ্দিল দাউদ বা তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপস্থিতির সম্ভাবনা মনে মনে নাকচ করে দিল। বিশ্বস্ত ও দক্ষ কয়েকজন লোককে সবেমাত্র হারিয়েছে তারা, ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় লাগবে।

কংক্রিটের ল্যান্ডিঙে পৌঁছে থামল ওরা। 'সুরাইয়া?' ডাকল রানা। 'সুরাইয়া, তুমি আছ নাকি?'

বোটের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। কে যেন কার সাথে ধস্তাধস্তি করছে। পরমুহূর্তে সুরাইয়ার চিৎকার শোনা গেল। 'পালাও! পিরিস, পালাও!'

মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল রানা। সাইমন পিরিস—এই ছদ্ম-পরিচয়ে ভ্রমণ করছে ও। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়লে নিজেকে ইহুদি বলে চালাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

'তার মানে...'

সুজার কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল জেটির পাশ ঘেঁষে ছুটে আসছে এক জোড়া ডোরাকাটা ল্যান্ড-রোভার। পরমুহূর্তে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে থামল সেগুলো, লাফ দিয়ে নামল ছয়জন ইসরায়েলি প্যারাট্রুপার। ছুটে চলে এল ধাপগুলোর মাথায়, প্রত্যেকে ওদের দিকে তাক করে ধরল একটা করে স্টেনগান। এরই মধ্যে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকে গেছে সুজার হাত, সময় পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল রানা। 'আগেই তো বলেছি, সুজা, কোন রকম বীরত্ব দেখানো চলবে না। বেঁচে থাকলে আরও অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে।'

পকেট থেকে হাত বের করে উঠে দাঁড়াল সুজা, চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে। ইতোমধ্যে ধাপ বেয়ে নেমে এসেছে প্যারাট্রুপাররা। ধাপের পাশে দেয়াল, সেদিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন পুলিস সার্জেন্ট, এগিয়ে এসে পিছন থেকে সে-ই ওদেরকে সার্চ করল। সুজার পকেট থেকে ব্রাউনিংটা বের করে নিল সে। কিন্তু রানার

পকেটে পেল না কিছুই।

'এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারেন,' বোটের দিক থেকে ভারী একটা গলা ভেসে এল।

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। সানরাইজের ডেকে ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম পরা একজন গম্ভীর দর্শন প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশেই দেখা গেল সুরাইয়াকে। মুখটা ফ্যাকাসে, চোখে রাজ্যের উদ্বেগ।

'আপনি এই বোটের স্কিপার, সাইমন পিরিস?' সানরাইজের ডেক থেকে জানতে চাইল প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন।

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'বোটের হুইলহাউসে বুলেটের গর্ত কেন? জানালার কাঁচ ভাঙা কেন? ডেক ধুয়ে ফেলা হলেও, রক্তের দাগ এখনও ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে। এসবের মানে কি জানতে পারি?'

'আপনি বোধহয় আবহাওয়ার খবর রাখেন না?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছিলাম আমরা। ভুল করছেন আপনি, ওগুলো বুলেটের দাগ হতে পারে না। যদি হয়ও, কিভাবে কোত্থেকে হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। আর রক্তের কথা যদি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ একজন পড়ে গিয়ে বা ফলের খোসা ছাড়াতে গিয়ে ছুরি দিয়ে আঙুল কেটে ফেলে থাকতে পারে…'

'দুঃখিত,' বলল প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন। 'আপনার উত্তর আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। আপনাদেরকে গ্রেফতার কথা হলো।'

'আপনাদেরকে মানে?' দ্রুত, জবাবদিহি চাওয়ার সুরে বলল সুরাইয়া। 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, বোটের স্কিপার মিথ্যে কথা বলছেন না। তারপরও যদি আপনার সন্দেহ থাকে, তাকে আপনি আটক করতে পারেন, কিন্তু আমাদের দু'জনকে কোন্ অজুহাতে গ্রেফতার করতে চাইছেন?'

'সত্য গোপন করার অভিযোগে,' চেহারাটা আরও গম্ভীর করে বলল প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন। 'আমার সন্দেহ, এসবের পিছনে অসৎ কোন উদ্দেশ্য আছে আপনাদের।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আপনি যে একজন ইসরায়েলি ইহুদি তা বুঝব কিভাবে? ইহুদি আর মুসলিমের মধ্যে এমন মিল-মহব্বত এর আগে কখনও দেখিনি। আপনার কাগজ-পত্র কোথায়?'

'সাথেই আছে,' বলল রানা। পকেটে হাত ভরতে যাবে, এই সময় ওকে বাধা দিল ক্যাপটেন।

'থাক, থাক। আগে পুলিস পোস্টে চলুন, তখন দেখব।' সুরাইয়ার দিকে ফিরল ক্যাপটেন। 'চলুন, ম্যাডাম।'

'আপনি ভুল করছেন, ক্যাপটেন,' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল সুরাইয়া। 'আমি একজন ডাক্তার। স্কিপারের সাথে ওই ছেলেটা আমার কর্মচারী, একজন মেল নার্স। আমাদের সাথে কাগজ-পত্র আছে। আমাদেরকে গ্রেফতার করার আগে আরেকবার ভেবে দেখুন। যদি কিছু প্রমাণ করতে না

পারেন, আমাদের এসোসিয়েশনের মাধ্যমে কেস করব আমি···'

'কেসের ঝক্কি ঝামেলা আমার হয়ে সরকার সামলাবে,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল ক্যাপটেন। 'আপনাদেরকেও গ্রেফতার করা হলো।'

'ঠিক আছে, আমার একটা অনুরোধ অন্তত রাখুন,' আপোসের সুরে বলল সুরাইয়া। 'আগে আমাকে আমার এসোসিয়েশনের সাথে কথা বলতে দিন, তারপর যা হয় করুন···'

'দুঃখিত, ম্যাডাম। যার সাথে ইচ্ছে কথা বলতে পারবেন আপনি, তবে পুলিস পোস্টে যাবার আগে নয়।'

হাল ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সুরাইয়া। গম্ভীর ভাবে মাথাটা একটু নাড়ল রানা, যেন বোঝাতে চাইল চিন্তার কিছু নেই, উপায় একটা বেরিয়েই যাবে।

কিন্তু রানার মনের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে ওর মনে কোন সন্দেহ নেই। ইসরায়েলি প্যারাট্রুপাররা শুধু যে গোঁয়ার হয় তাই নয়, এদের মত সন্দেহপ্রবণ জীব দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কিভাবে কি ঘটেছে ও ঘটতে যাচ্ছে তা অনুমান করে নিতে বেগ পেতে হলো না ওকে। খবর দিয়ে প্যারাট্রুপার আনিয়েছে হারবার মাস্টার। বোটের অবস্থা দেখে প্যারাট্রুপার ক্যাপটেনের মনে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মুখে না বললেও, তার বিশ্বাস বোটের স্কিপার ও আরোহীরা কোন ফিলিস্তিনী গেরিলা দলের সাথে জড়িত। আপাতত পুলিস পোস্টে নিয়ে যাওয়া হলেও অচিরেই যে ওদেরকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে চালান দেয়া হবে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। এবং হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলে ওর মিথ্যে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। ইসরায়েলি সিক্রেট পুলিস যদি জানতে পারে সে একজন লেবাননী মেজর, বিচার প্রহসনের ধারও ধারবে না তারা, গুলি করে চুকিয়ে ফেলবে ঝামেলা।

বোট থেকে সুরাইয়াকে নিয়ে নেমে এল প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন। কড়া প্রহরার মধ্যে দিয়ে ল্যান্ড-রোভারে তোলা হলো ওদেরকে। ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার মনে। মুক্তির উপায় কি? একটা কিছু বুদ্ধি বের করতেই হবে। দ্রুত।

স্বর্ণ সঙ্কট-২

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮১

এক

বন্দর শহর আক্কোর কাছে মায়রা একটা ছোট্ট ফিশিং পোর্ট। মায়রাকে শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল। শান্ত পরিস্থিতিতে মাত্র একজন পুলিস ইন্সপেক্টর আর একজন সার্জেন্ট হলেই কাজ চলে। স্থানীয় পুলিস পোস্ট বলতে বোঝায় একটা খুদে অফিস আর একটা সেল। দেখে মনে হয় স্থানীয় সব ক'জন মাতালকে একই সময়ে ধরে এনে আটকে রাখার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে সেলটা। হঠাৎ কেউ পরিদর্শনে এলে এটাকে হাসপাতালের একটা অংশ বলে ভুল করতে পারে, সেলটা এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবুজ রঙ করা ইঁটের দেয়াল, চারটে আয়রন কট বেড, সরু একটা জানালা। জানালাটা দু'প্রস্থ মোটা লোহার রড দিয়ে ঘেরা, কেউ যে ভেঙে পালাবে তার কোন উপায় নেই। বন্দী করে এখানেই নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানা, ডাক্তার সুরাইয়া হাশমী, আর সুজাকে।

সেলের দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট। বন্দীদের পেছনে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ক্যাপটেন হিবরন। 'আপনাকে আলাদা জায়গা দিতে পারছি না বলে দুঃখিত, ডাক্তার সুরাইয়া,' বলল সে। 'তবে এখানে আপনাকে বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হবে না। একটা রাত বৈ তো নয়, কাল সকালে আপনাদেরকে চালান দেয়াই আমার প্রথম কাজ।'

'আমাদের এসোসিয়েশনের তরফ থেকে কিছু না শুনে কোথাও আমি যাচ্ছি না,' শান্তভাবে বলল সুরাইয়া।

সম্ভবত বিদ্রূপ করার জন্যেই কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে একটা স্যালুট ঠুকে সেল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ক্যাপটেন হিবরন। রানা আর সুজাকে হাতকড়া পরানো হয়েছে, নিজের হাতজোড়া সামনে বাড়িয়ে পিছন থেকে জানতে চাইল রানা, 'এগুলোর কি হবে?'

আবার ঘুরল ক্যাপটেন হিবরন। 'দুঃখিত,' চেহারাটা করুণ করে তুলে বলল সে।

সেল থেকে বেরিয়ে গেল ক্যাপটেন। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। কী-হোলে চাবি ঢোকাবার আওয়াজ হলো। কারও দিকে না তাকিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দেখার চেষ্টা করল বাইরেটা। নিরাশ হলো ও। বাইরের দিকে, জানালার ঠিক সামনে কাঁটাতারের বেড়া, বেড়ার গায়ে অচেনা লতাগাছের বিস্তার একটা পর্দার মত

কাজ করছে।

'তোমার কি মনে হয়, শাকের?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সুরাইয়া। 'এখানে আড়িপাতা যন্ত্র নেই তো?'

'ধ্যেৎ!' হেসে ফেলল রানা। 'ওসব ব্যবস্থা এখানে রাখার দরকার কি! সিগারেট দাও দেখি, বাঁ পকেটে।'

রানার মুখে সিগারেট গুঁজে দিয়ে সেটা ধরিয়ে দিল সুরাইয়া। 'এবার বলো, মি. গগলের কটেজে কি ঘটেছিল।'

একটু অবাকই হলো রানা। বর্তমান বিপদটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না সুরাইয়া। বলল, 'সাদ বুয়াম আর তার দুই সঙ্গী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'তারপর!' চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল সুরাইয়ার।

'প্রচণ্ড মারধর করেছে ওরা মি. গগলকে,' বলল সুজা। 'সিগারেটের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে মুখ। আমাদের পৌছুতে আরেকটু দেরি হলে মেরেই ফেলত।'

'কিন্তু কেন?'

'কেন আবার, ফায়ারিং পিনগুলো কোথায় আছে জানার জন্যে!'

'ও!' রানার দিকে ফিরল সুরাইয়া। 'ফায়ারিং পিনগুলো তাহলে গেল কোথায়? এখনও সেগুলো হ্যাপি কটেজে আছে নাকি?'

'না, ডার্লিং,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ওগুলো লেবাননে রেখে এসেছেন মি. গগল। এইটুকুই রূঢ় বাস্তব। মি. গগল সায়দায় একটা গ্যারেজ ভাড়া করেছিলেন, ফায়ারিং পিনগুলো সেখানেই আছে। এবারের ট্রিপটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে দ্বিতীয় চালানের সাথে ওগুলো এখানে নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল আমাদের।'

আহত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর সুরাইয়া বলল, 'তার মানে শুধু শুধু অত মারধর খেতে হলো মি. গগলকে!'

'ঠিক তাই,' সিগারেটে কষে একটা টান দিয়ে জানালার পাশে দেয়ালে হেলান দিল রানা, তাকাল সিলিঙের দিকে। 'কিন্তু এসব কোন ব্যাপারই নয়। ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন হলো, মি. গগল কোথায় আছেন তা ওরা জানল কিভাবে?' সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে দেখল, ওর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুরাইয়া, কপালে ক্ষীণ একটু চিন্তার রেখা। 'অথবা, প্রশ্নটা এভাবে করা যেতে পারে—ওদেরকে জানাল কে?'

একটা বিছানায় বসে ছিল সুজা, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'কি বলতে চান আপনি, মেজর শাকের?'

ঝট করে একটা হাত নেড়ে সুজাকে এগোতে নিষেধ করল সুরাইয়া। 'শান্ত হও, সুজা। ওর কি বলার আছে শোনা যাক।'

'শোনো তাহলে.' শুরু করল রানা। 'সরল একটা ব্যাপার। মি. গগলের

ঠিকানা একমাত্র আমিই জানতাম, আমার কাছ থেকে তুমি জেনেছ, সুরাইয়া। রেস্তোরাঁয় বসে ঠিকানাটা তোমাকে আমি লিখে দিই, কিন্তু সুজা সেটা দেখেনি। আমার সাথে রওনা হবার আগে পর্যন্ত জানতই না ও যে কোথায় আমরা যাচ্ছি। তাছাড়া, এরই মধ্যে মনাদিল দাউদের চারজন লোককে খতম করে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে, অ্যাকশন পার্টির ভক্ত ও সমর্থক নয়।'

'বাকি থাকছি শুধু আমি,' শান্তভাবে বলল সুরাইয়া।

'একমাত্র সম্ভাবনা। এমন কি তুমি এ-ও জানতে যে অ্যাকশন নেবার জন্যে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে, কারণ মি. গগল বেলা আড়াইটার আগে আমার সাথে দেখা করতে চাননি। কোথাও থেকে চট করে একটা ফোন করা, তার বেশি কিছু দরকার ছিল না। এখানে আরেকটা প্রসঙ্গ তুলব আমি। দ্বিতীয় ঘটনাটা থেকে প্রথম ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে…'

'প্রথম ঘটনা?'

'কার্গো খালাস করার জন্যে আমরা মায়রার কাছাকাছি একটা সৈকতে আসছি, সেটা জানত মনাদিল দাউদ,' বলল রানা। 'তা নাহলে প্যাসেঞ্জে স্টীমার নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিল কিভাবে? ওটা কাকতালীয় কোন ব্যাপার হতে পারে না। যতদূর মনে পড়ে, ট্রিপের কথা আমরা প্রচার করিনি। নাকি করেছিলাম?'

গোটা বিশ্লেষণটাই রানার কপোল কল্পনা, কিন্তু ওর এই অনুমান-নির্ভর কল্পনায় বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিও আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটা স্রেফ সন্দেহ ছাড়া আর কিছু নয়, প্রমাণ ইত্যাদি দিয়ে কল্পনাটাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে পারছে না ও। এত সব কথা বলে একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া আশা করছে ও, তা থেকে হয়তো বোঝা যেতে পারে ওর সন্দেহের আদৌ কোন ভিত্তি আছে কিনা।

সুরাইয়ার উত্তরটা বড়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলল রানাকে। রাগে অন্ধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সুরাইয়ার অবস্থাও ঠিক তাই হলো। রক্ত চোষা বাদুড়ের মত, উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার ওপর। বাড়ানো একটা হাত রানার মুখের ওপর আছড়ে পড়ল, বাঁকা আঙুলগুলো ঢুকে যেতে চাইল চোখের ভেতর। আরেকটা হাত সাঁড়াশির মত চেপে ধরল গলাটা।

'খুন করব!' চেঁচিয়ে উঠল সুরাইয়া। 'তোমাকে আমি খুন করব, শাকের,' কোমর দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, ছিটকে সরে গেল সে, কিন্তু তাল সামলে নিয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে এল আবার। 'আমাকে অপমান করার ফল কি হতে পারে…'

হকচকিয়ে গেছে রানা, তাছাড়া হাতকড়া পরানো থাকায় আত্মরক্ষার জন্যে তেমন কিছু করার নেই ওর। ছুটে এসে আবার ওর মুখে খামচি মারতে চেষ্টা করল সুরাইয়া, দ্রুত পিছিয়ে গিয়ে কোন মতে নিজেকে রক্ষা করল ও। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সুরাইয়া। নাগালের মধ্যে রানাকে না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে,

আক্রোশে ফুঁসছে। নিঃশব্দে এগিয়ে এল সুজা, ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, বলল, 'এ-ধরনের একটা বাজে কথা বলা উচিত হয়নি আপনার, মেজর। কাজটা আপনি ভাল করেননি।'

বিছানার ওপর আছড়ে পড়ল সুরাইয়া। সুগঠিত পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। ফোঁপাচ্ছে। মিনিট তিনেক পর, কাউকে কিছু বলতে হলো না, নিজেই বিছানার ওপর উঠে বসল সে। শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে রানার দিকে তাকাল। এখন আর রাগের ছিটেফোঁটাও নেই চেহারায়। কিন্তু চোখ দুটো দেখে তাকে খুব উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো রানার। গলার আওয়াজ থেকে ধরা গেল সাংঘাতিক ক্লান্তিবোধ করছে সে।

'আমাদের দলের ব্রিগেড কমান্ডারের সাথে আজ আমার কথা হয়েছে। এই ব্রিগেড কমান্ডারের লোকজনই কার্গোর দায়িত্ব নেবার জন্যে গতরাতে সৈকতে অপেক্ষা করছিল। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, এই এলাকায় নতুন কোন মুখ দেখা গেলে ইনফরমাররা তাকে জানাতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাল মি. গগল হ্যাপি কটেজে ঢোকার এক ঘণ্টার মধ্যে ব্রিগেড কমান্ডার সে-খবর পেয়ে যান। দুর্ভাগ্যক্রমে এই একই নিয়মে নতুন মুখের খবর অ্যাকশন পার্টির মনাদিল দাউদও পেয়ে থাকে।'

একটু চিন্তা করে যুক্তিটা মেনে নিল রানা। প্রশ্ন করল, 'কিন্তু গতরাতের ঘটনাটা?'

'বেশ,' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সুরাইয়া। 'স্বীকার করছি, ব্রিগেড কমান্ডারের লোকজনের মধ্যে একজন বেঈমান থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই সৈকতে কমপক্ষে পঁচিশজন ছিল ওরা। কাজটা কার তা ধরা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। অ্যাকশন পার্টির ভেতর আমাদের লোক ঢোকাবার কথা ভাবছি আমরা; কাজেই ওরা যদি ইতিমধ্যে আমাদের ভেতর ওদের একজন লোক রেখে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে!'

প্রতিটি কথাই যুক্তিসঙ্গত, গ্রহণ করার মত। ব্যাপারটা এখন যা দাঁড়াল, তা থেকে বোঝা গেল যে ভুলটা রানারই হয়েছে।

'আমি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ভাল কথা, বুড়ো দাদুর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে।'

'কোথায় তিনি?'

নগ্ন ঘৃণা ফুটে উঠল সুরাইয়ার চোখে। 'ভেবেছ তোমার মত একটা নরকের কীটকে আমার কাকার খোঁজ দেব আমি? তার আগে নরকে পুড়তেও রাজি আছি।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাবে রানা, এই সময় সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সার্জেন্ট লোকটা। 'আসুন আমার সাথে,' সুরাইয়াকে বলল

সে।

'কোথায়?' ঝট করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুরাইয়া।

'ডাইনিং হলে,' নিচু গলায় বলল রানা, 'ওখানে তোমার সাথে খাবেন বলে মেনাচিম বেগিন অপেক্ষা করছেন।'

প্রথমে মনে হলো রেগে উঠতে যাচ্ছে সুরাইয়া, পরমুহূর্তে তার চেহারা থেকে সমস্ত কাঠিন্য ঝরে পড়ল। ফিক করে হেসে ফেলে সার্জেন্টকে অনুসরণ করল সে। বাইরে বেরিয়ে গেল ওরা, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পর রানা যখন ঘুরল, দেখল, বিছানার কিনারায় বসে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সুজা।

'এ ধরনের একটা কথা কেন আপনি বলতে গেলেন, মেজর?'

'আমি নিজেও তা জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মুখ খোলার আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল, কথাগুলো বলাই উচিত। সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া দরকার, তাই না?'

'এমন ব্যাখ্যাই দিল সুরাইয়া, আপনি একবারে বোবা বনে গেলেন!' পরিষ্কার ঘৃণা ফুটে উঠল সুজার চেহারায়। 'আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাটাই পাল্টে গেল। ভাবতেও পারিনি এই রকম একটা বাজে সন্দেহ থাকতে পারে আপনার মনে।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে লক্ষ করে দ্রুত একটা হাত তুলে বাধা দিল সে। 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এ-ব্যাপারে আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না।'

সেলের ভেতর বন্দীদের রেখে অফিসে ফিরে এল প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন হিবরন। তাকে দেখে চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল পুলিস ইন্সপেক্টর। অধীর উত্তেজনায় এক ছুটে ক্যাপটেনের সামনে চলে এল সে। 'বাজি মেরে দিয়েছেন আপনি, ক্যাপটেন! জানেন ওরা কারা? আপনার পদোন্নতি ঠেকায় কে…!'

কড়া একটা ধমক লাগাল ক্যাপটেন। 'শান্ত হোন! কি যা তা বকছেন? হয়েছেটা কি?'

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে এইমাত্র ফোন এসেছে,' দ্রুত বলল ইন্সপেক্টর। 'খোদ একজন ব্রিগেডিয়ার ফোন করেছিলেন। বললেন, গোপন সূত্রে জানা গেছে, সাইমন পিরিস, সুরাইয়া হাশমী, আর সুজা ছদ্ম পরিচয়ে ফিলিস্তিনী গেরিলা সংগঠনের তিনজন সদস্য নাকি জেরুজালেম থেকে এই এলাকার দিকে রওনা হয়েছে গত পরশু। গতকাল বা আজকের মধ্যে এখানে তাদের পৌঁছুবার কথা। আমি তাকে যেই বললাম, ওদেরকে তো প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন গ্রেফতার করে এইমাত্র এখানে নিয়ে এসেছেন, অমনি ব্রিগেডিয়ার উল্লাসে ফেটে পড়লেন। তারপর মিলিটারি মেজাজ দেখিয়ে বললেন, বন্দীরা যদি পালায় তার জন্যে দায়ী সবাইকে তিনি ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবেন।'

'বলেন কি!' উত্তেজনায় দুম করে টেবিলের ওপর একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ক্যাপটেন হিবরন। চোখ দুটো আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। 'ব্রিগেডিয়ারের নাম কি?'

'সবুর, আরও আছে!' বলল ইন্সপেক্টর। 'ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ার নিজের মুখেই বললেন, ক্যাপটেন হিবরন যাতে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন সে-ব্যাপারে যা কিছু করার আছে তার সবই তিনি করবেন। আর পদোন্নতির ব্যাপারে একটা লিখিত সুপারিশ দেবেন...'

'কোত্থেকে ফোন করেছিলেন ব্রিগেডিয়ার?' জানতে চাইল ক্যাপটেন। 'বন্দীদের ব্যাপারে কি করতে হবে বলে দেননি?'

'ফোন করেছিলেন মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের ব্রাঞ্চ অফিস হাইফা থেকে। ফোন করেই রওনা হয়ে গেছেন। যে-কোন মুহূর্তে পৌছে যাবেন। বন্দীদের ব্যাপারে বললেন, দরকার হলে আরও প্যারাট্রুপার আনিয়ে পাহারার ব্যবস্থা জোরদার করো। বললেন, বাইরে থেকে পুলিস পোস্ট আক্রান্ত হতে পারে, তাই পোস্টের বাইরে বালির বস্তার কাভার তৈরি করে ট্রুপার মোতায়েন করতে হবে।'

চিন্তিত দেখাল ক্যাপটেনকে। 'তার মানে বন্দীদের সমর্থক আছে আশপাশে। ওদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা হতে পারে।' ট্রুপারদের দিকে ফিরল সে। ভারী গলা থেকে বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'কুইক! বালির বস্তা দিয়ে পাঁচিল তৈরি করো! যে কোন মুহূর্তে অ্যাটাক হতে পারে!'

অফিস কামরা থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল ট্রুপাররা।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরল ক্যাপটেন। 'কি যেন নাম বললেন ব্রিগেডিয়ারের? এলাকু মেয়ার? তার মানে, সেই এক হাতওয়ালা কীর্তিমান পুরুষ...?'

'ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ারকে আপনি চেনেন, ক্যাপটেন?'

ক্যাপটেনের হাসিতে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। 'এলাকু মেয়ারের নাম শোনেননি? আপনি একটা যা-তা! তিনি একাই কয়েকশো ফিলিস্তিনী গেরিলা পাকড়াও করেছেন। এই তো মাস ছয়েক আগের কথা...'

গভীর মনোযোগের সাথে ক্যাপটেনের মুখ থেকে ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ারের কৃতিত্বের কথা শুনতে লাগল ইন্সপেক্টার। ক্যাপটেন থামতে জানতে চাইল সে, 'আপনার সাথে তাহলে পরিচয় আছে ব্রিগেডিয়ারের?'

'তা নেই,' স্বীকার করল ক্যাপটেন। 'তবে কাগজে তাঁর ফটো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেজন্যেই জানি, ব্রিগেডিয়ারের বাঁ হাত নেই...'

দশ মিনিট পর ঘ্যাঁচ করে একটা জীপ থামল পুলিস পোস্টের সামনে। অভ্যর্থনা করার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল ক্যাপটেন হিবরন আর পুলিস ইন্সপেক্টর। জীপ থেকে সুঠামদেহী একজন ব্রিগেডিয়ার নামল, পরনে কমপ্লিট

ইউনিফর্ম, ইউনিফর্মের বাঁ আস্তিনটা ফাঁপা। চেহারা দেখে ইনিই যে ব্রিগেডিয়ার এলাক্ মেয়ার তাতে কোন সন্দেহ রইল না ক্যাপটেন হিবরনের। ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল সে।

হাতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে এল ব্রিগেডিয়ার। 'ক্যাপটেন হিবরন?'

'ইয়েস, স্যার!'

বাঘের মত গর্জে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'এখানে কি? সঙের মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে কেন?' ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরল সে। 'ফোনে আমি বলিনি বন্দীদের কড়া পাহারায় রাখতে হবে?'

'ইয়েস, স্যার,' আমতা আমতা করে বলল ক্যাপটেন। 'মানে, আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে...'

'আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে?' হুঙ্কার ছাড়ল ব্রিগেডিয়ার। 'স্পর্ধা বটে ক্যাপটেন! বন্দীদের চেয়ে আমি বড় হলাম? তুমি জানো, এই ফিলিস্তিনী গেরিলাদের একেকজন ইসরায়েলের যা ক্ষতি করছে তা দিয়ে কমপক্ষে দশজন ব্রিগেডিয়ার তৈরি করা যায়? কোথায় তারা?'

'সে-সেলের ভে-ভেতর, স্যার!' ব্রিগেডিয়ারের অগ্নিমূর্তি দেখে তোতলাতে শুরু করল ক্যাপটেন। 'ভুল হয়ে গেছে...'

ক্যাপটেন আর ইন্সপেক্টরকে ছাড়িয়ে এগোল ব্রিগেডিয়ার। 'এসো। অফিসে বসে কথা হবে।' নেড়ি কুত্তার মত ব্রিগেডিয়ারকে অনুসরণ করল ওরা।

অফিসে ঢুকে টেবিলের ওধারের একমাত্র গদী আঁটা চেয়ারটায় বসল ব্রিগেডিয়ার। একটা চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'তোমার সাথে ক'জন প্যারাট্রুপার রয়েছে এখানে?' জানতে চাইল সে।

টেবিলের সামনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন, পাশে ইন্সপেক্টর। একটা ঢোক গিলল ক্যাপটেন। বলল, 'ছয়জন, স্যার।'

'ওই ছয়জনকেই দরকার আমার,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'বন্দীদেরকে এই মুহূর্তে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই আমি। তুমি আর সার্জেন্টও আমার সাথে যাবে।' কামরার এদিক ওদিক তাকাল সে। 'সার্জেন্টকে দেখছি না যে?'

'সেলের বাইরে পাহারায় আছে, স্যার।'

'ভেরি গুড।'

'স্যার, ইদানীং হঠাৎ করে এদিকের আইন-শৃংখলা-পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেছে, তাই পুলিসকে আমরা সাহায্য করছি,' অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল ক্যাপটেন। 'হেডকোয়ার্টার থেকে আর লোক দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে, এই অবস্থায় আপনার সাথে আমরা সবাই যদি চলে যাই তাহলে স্থানীয় গুণ্ডা পাণ্ডারা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠবে...'

'যা বলতে চাও সংক্ষেপে বলো!' ধমক লাগাল ব্রিগেডিয়ার।

'বলছিলাম কি, স্যার, চারজন লোক দিই আপনাকে, সাথে সার্জেন্টও যাক, আমি শুধু দু'জন লোক নিয়ে এদিকটা সামলাই...'

'তুমি একটা উজবুক,' অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বলল ব্রিগেডিয়ার। 'তোমার ঘটে মগজ বলতে কিছুই নেই। তুমি ক্যাপটেন হলে কি করে তাই ভাবছি। আরে গাধা, স্থানীয় গুণ্ডা-পাণ্ডারা যদি বেপরোয়া হয়েই ওঠে, তাতে আর কতটা ক্ষতি হবে? কিন্তু একবার ভেবে দেখছ এই গেরিলা সংগঠনের লোকগুলো যদি কোন রকমে একবার পালিয়ে যেতে পারে, শুধু যে দেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করবে তাই নয়, দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেও হুমকি হয়ে দেখা দেবে! আস্ত একটা ইডিয়েট তুমি। শোনো, কোন অজুহাত চলবে না। অকারণে ঝুঁকি নেয়া পছন্দ করি না আমি। একান্তই যদি চাও, কয়েকজন ট্রুপারকে রেখে যেতে পারো, কিন্তু তুমি আর সার্জেন্ট আমার সাথে যাচ্ছ!'

এবার আর কোন রকম দ্বিধা বা ইতস্তত ভাব দেখা গেল না ক্যাপটেনের মধ্যে। বড় করে ঘাড় কাত করে রাজি হলো সে। 'ইয়েস, স্যার। কখন রওনা হতে আদেশ করেন, স্যার? কোথায় যেতে হবে আমাদের?'

'এখুনি,' বলল ব্রিগেডিয়ার, 'ওদেরকে জেরা করে কয়েকটা ব্যাপার জেনে নিয়েই। কয়েক জায়গায় থামব আমরা, প্রহরীর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে। কারণ, পথে আক্রান্ত হবার সেন্ট পার্সেন্ট আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের যেতে হবে জেরুজালেম।'

'হেডকোয়ার্টারের সাথে তাহলে একবার যোগাযোগ করতে হয় আমাকে, স্যার,' বলল ক্যাপটেন। 'নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে হলে রিপোর্ট করার নিয়ম আছে...'

'ইয়েস, টেলিফোন করে জানিয়ে দাও,' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল ব্রিগেডিয়ার।

এক পা এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোন সেটের রিসিভারটা তুলে নিল ক্যাপটেন। যোগাযোগ পেল সাথে সাথে। পরিস্থিতিটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল সে। অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল, 'ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ার তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন? অবশ্যই যাবে! ওপর মহল থেকে আজই অর্ডার এসেছে, ব্রিগেডিয়ার তোমাদের এলাকায় পৌঁছে যদি কোন সাহায্য চান তাহলে কোন প্রশ্ন না করে সব রকম সাহায্য করতে হবে তাঁকে।'

রিসিভার রেখে দিয়ে একগাল হাসল ক্যাপটেন। 'হেডকোয়ার্টার আপনাকে সাহায্য করতে বলেছেন, স্যার।'

'আমাকে নয়, তুমি দেশকে সাহায্য করছ,' গম্ভীর সুরে বলল ব্রিগেডিয়ার। 'এবার, দেখা যাক, আমরা যাকে খুঁজছি বন্দীরা তারাই কিনা।'

'স্যার?'

'বন্দীদেরকে তো এখনও আমি চোখে দেখিনি, বুঝব কিভাবে সাধারণ চোর-ছ্যাঁচড়কে ধরে এনেছ কিনা?'

'ওদেরকে তাহলে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি, স্যার?'

'ওদেরকে আলাদা আলাদা ভাবে জেরা করা দরকার,' বলল ব্রিগেডিয়ার। 'তুমি মেয়েটাকে জেরা করো। আমি সাইমন পিরিসের সাথে কথা বলি। দু'জনের কথায় যদি অমিল পাই, তাহলেই বুঝব আমাদের সন্দেহ অমূলক নয়। এবার শোনো, মেয়েটাকে ঠিক কি কি জিজ্ঞেস করবে তুমি...'

সুরাইয়াকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিন মিনিটও হয়নি, সেলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সার্জেন্ট। 'স্কিপার সাইমন পিরিস,' বলল সে, 'অফিসে ডাক পড়েছে।'

পুলিস সার্জেন্টের পিছু পিছু সেলের বাইরে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, ওর জন্যে দু'জন প্যারাট্রুপারও অপেক্ষা করছে। সামনে পিছনে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। উঠানে নেমে এসে পুলিস পোস্টের মেইন গেটটা চোখে পড়ল। বালির বস্তা দিয়ে পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। পাঁচিলের এদিকে স্টেন হাতে বসে আছে তিনজন প্যারাট্রুপার, অথচ ওদেরকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় তখন বালির বস্তা বা প্যারাট্রুপার ছিল না। উঠান পেরিয়ে কয়েকটা ধাপ বেয়ে ছোট একটা করিডরে উঠল ওরা। শেষ মাথার দরজার সামনে দাঁড়াতে হলো একবার। নক করে দরজা খুলল সার্জেন্ট। ভেতরে চোখ পড়তেই ডেস্কের ওধারের একটা চেয়ারে ডাঁটের সঙ্গে বসে থাকতে দেখল রানা সোহেলকে। পরনে ইসরায়েলি সামরিক অফিসারের ইউনিফর্ম।

'সাইমন পিরিস, স্যার,' বলল সার্জেন্ট।

মুখ তুলে তাকাল ব্রিগেডিয়ার। কিন্তু রানার দিকে নয়। 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট, বন্দীকে ভেতরে রেখে তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। দেখ, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।'

'ইয়েস, স্যার।'

কামরার ভেতর ঢুকল রানা। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সার্জেন্ট। চেয়ারে হেলান দিল ব্রিগেডিয়ার সোহেল। রানার দিকে তাকাল। 'চমৎকার ম্যানেজ করেছি, কি বলিস?'

'বাট হাউ?' এগিয়ে এসে ডেস্কের এধারের হাতলহীন চেয়ারটায় বসল রানা।

গম্ভীর দেখাল সোহেলকে। 'সে-সব পরে শুনলেও চলবে।' তীক্ষ্ণ হলো চোখের দৃষ্টি। 'তোর খবর কি তাই বল। সায়দা থেকে রওনা হবার পর কি কি ঘটেছে সব আমার জানা দরকার।'

দ্রুত, সংক্ষেপে সব কথা বলল রানা। একটা সিগারেট ধরাল সোহেল। আরেকটা সিগারেট রানার মুখে গুঁজে দিয়ে সেটাও ধরিয়ে দিল। 'আজ

দুপুরের পর মায়রায় পৌছে তুই তাহলে গগলকে ফোন করেছিলি?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু সাথে সাথে দেখা করতে রাজি হয়নি। বলল, আড়াইটার সময় হ্যাপি কটেজে এসো...'

'তোর আগে আমি ওকে ফোন করে বলেছিলাম, আড়াইটার সময় হ্যাপি কটেজে যাব আমি, সেজন্যেই তোকে ওই সময়ে যেতে বলে ও। কিন্তু হঠাৎ একটা অসুবিধে দেখা দেয়ায় কথাটা আমি রাখতে পারিনি। ওখানে আমি সাড়ে চারটের সময় পৌছাই...'

'নিশ্চয়ই লাশগুলো দেখেছিস?'

'দেখেছি,' বলল সোহেল। 'ভাবলাম, নিশ্চয়ই তোরা বোটে ফিরে গেছিস। কিন্তু পথে আমাদের এক বন্ধুকে জীপে তুলে নিতে গিয়ে দেরি করে ফেললাম আমি। মায়রা ফিশিং পোর্টে এসে দেখি সানরাইজের ডেকে উঠে পড়েছে প্যারাট্রুপার ক্যাপটেন, তোদের জন্য ফাঁদ পাতার কাজও শেষ। তোদেরকে যে সাবধান করে দেব তার আর সময় পেলাম না।'

'তারমানে আমাদেরকে তুই অ্যারেস্ট হতে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ। তোদেরকে নিয়ে ওরা পুলিস পোস্টের দিকে রওনা হতেই কাজ শুরু করে দিলাম আমি,' বলল সোহেল। 'প্রথমে পুলিস পোস্টের টেলিফোন লাইনে সেই বন্ধুকে বসালাম, তার ওপর নির্দেশ থাকল লং ডিসট্যান্স কল হলেই উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে জবাব দেবে সে। স্থানীয় লোক, এদিকের হালহকিকত সবই তার জানা। জঙ্গলের ধারে একটা টেলিফোন পোস্টে বসিয়েছিলাম ওকে, সেখান থেকেই ফোন করি এখানে, ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ার বলে পরিচয় দিই নিজের...' এরপর যা যা ঘটছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল সে। সবশেষে জানতে চাইল, 'হ্যাপি কটেজে লাশগুলো কাদের?'

'মনাদিল দাউদের লোক। ফায়ারিং পিনের জন্যে গগলের কাছে গিয়েছিল ওরা।'

'গগলের কি অবস্থা?'

'বাঁচবে।'

'ওদেরকে খুন করল কে? তুই?'

'না। সুজা। গগলের অবস্থা দেখে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি সে।'

'ছেলেটা খুব ওস্তাদ মনে হচ্ছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'হ্যান্ডগান হাতে থাকলে ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর লোক দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। সাঙ্ঘাতিক আদর্শবাদী, স্বাধীন প্যালেস্টাইনের জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু এখনও অপরিণত। অনেক কিছুই বোঝে না। একটু বেশি জেদি...'

'মনে হচ্ছে ওকে তোর খুব পছন্দ?'

'তা হয়তো করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো ওর সাথেই চূড়ান্ত বোঝাপড়াটা হবে আমার...' একটু অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে।

'আজ দুপুরে জেরুজালেমে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে,' বলল সোহেল। 'একটা পাবলিক অফিসে। আটাত্তর জন নিহত, একশোর ওপর আহত। প্রায় সবাই আরব। অ্যাকশন পার্টি এরই মধ্যে বিস্ফোরণের কৃতিত্ব দাবি করেছে। তারা বলছে বটে নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই ইহুদি, কিন্তু তা সত্য নয়।' একটু বিরতি নিল সোহেল, তারপর আবার বলল, 'অবস্থা দিনে দিনে গুরুতর হয়ে উঠছে, রানা। এর একটা বিহিত না করলেই নয়।'

'হুঁ।'

'কি যেন ভাবছিস?'

'ভাবছি,' বলল রানা, 'আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেমের মধ্যে কোথাও একটা ফুটো আছে কিনা। প্যাসেজে দাউদের লোক ওত্ পেতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তারপর গগলের কটেজেও ওরা পৌঁচেছে আমাদের আগে...'

'কাউকে সন্দেহ হয় তোর?' চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো সোহেলের।

খানিক আগে সেলের ভেতর সুরাইয়ার সাথে যা যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে বলল রানা। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সোহেল। 'উঁহু,' বলল সে। 'বুড়ো দাদুর আপন ভাইঝি তার সাথে বেঈমানী করছে এ আমি বিশ্বাস করি না। অসম্ভব!'

'কোন্‌টা সম্ভব তাহলে?'

'সুরাইয়ার ব্যাখ্যা। প্রতিটা গেরিলা গ্রুপের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে, তাদের কাছ থেকে কিছু গোপন করে রাখা অসম্ভব ব্যাপার। এরা বেতনভুক কর্মচারী নয়, অন্ধ সমর্থক। কোন খবর পেলে যেচে পড়ে জায়গা মত পৌঁছে দেয়।' একটু থামল সোহেল, ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করল, তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে আবার বলল, 'এই অল্প সময়ে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়? উগ্র চরমপন্থী অ্যাকশন গ্রুপের নেতা মনাদিল দাউদ তোর পিছনে লেগেছে। সুরাইয়া তোর সাথে থাকায় বুড়ো দাদুর সাথে সরাসরি যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তোর কি ধারণা, সোনাটা কোথায় আছে তা সে জানে?'

'মনে হয় না, তবে জোর করে কিছু বলার সময় এখনও আসেনি। এখন কিভাবে কি করবি বলে ভেবেছিস বলে ফেল।'

'জেরুজালেমে নিয়ে যাবার নাম করে তোদেরকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি আমি। সাথে থাকবে ক্যাপটেন, সার্জেন্ট আর দু'জন ট্রুপার।' রিস্টওয়াচ দেখল সোহেল। 'আটটা। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমরা।'

'তারপর? পথের মাঝখানে?'

'মাইল দশেক যাবার পর আমার জীপের ইঞ্জিনে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেবে,' বলল সোহেল। 'জীপের পেছন দিকে যাব আমি, তোদের হাতকড়া পরীক্ষা করার জন্যে। আমার ব্রাউনিংটা কড়ে নেবার জন্যে তোকে একটা

সুযোগ করে দেব।'

'তারপর?'

'তারপর ব্যাপারটা তোর ওপর নির্ভর করবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবি,' বলল সোহেল। 'আমাকে যদি দরকার হয়, জেরুজালেমের নাম্বারে ফোন করিস। ফোনের সামনে রাতদিন লোক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ফোন নাম্বারটা জানিয়ে দিল সে। তারপর আবার বলল, 'সোনার ব্যাপারটা নিয়ে আমি কোন দুশ্চিন্তা করছি না। কিন্তু আরেকটা ব্যাপারে কিছু বুঝছিস?'

আরিফ আর আশরাফের কথা মনে পড়ল রানার। বলল, 'ফ্রিডম পার্টি ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে কিনা জানি না। এবং এখনও আমি জানতে পারিনি আরবদের কোন ক্ষতি ওরা করছে কিনা। অ্যাকশন পার্টি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা, এমন কোন প্রমাণ এখনও আমি পাইনি যা দেখে বোঝা যায় যে ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে ওরা। তবে, ওরা যে আরবদের ক্ষতি করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

রানার কথাগুলো নিয়ে খানিক চিন্তা ভাবনা করল সোহেল। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, নিরেট কোন প্রমাণ পেলেই আমাকে জানাবি।'

'যদি সুযোগ হয়।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। দরজা খুলে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল। 'সার্জেন্ট, বন্দীকে নিয়ে যাও।'

দুই

জীপে চড়ে রওনা হলো ওরা। ড্রাইভ করছে ক্যাপটেন হিবরন, তার পাশে বসেছে ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ার ওরফে সোহেল। বন্দীরা সবাই পিছনে, তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে সার্জেন্ট ও একজন প্যারাট্রুপার। অনেক অনুরোধ উপরোধ করে একজন ছাড়া বাকি প্যারাট্রুপারদেরকে পুলিস পোস্টে রেখে যাবার অনুমতি আদায় করেছে ক্যাপটেন ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে। রানা আর সুজার হাতে হাতকড়া পরানোই ছিল, জীপে তোলার আগে সুরাইয়াকেও পরানো হয়েছে। সার্জেন্ট ও প্যারাট্রুপার লোকটার হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান।

নির্জন রাস্তা। লাইটপোস্টের বালাই নেই। হেডলাইটের আলোয় সামনেটাই শুধু দেখা যায়, পিছনে ও রাস্তার দু'ধারে গাঢ় অন্ধকার। মাইল দুয়েক এগোবার পর প্রথমবারের মত সামান্য একটু উত্তেজনা সৃষ্টি হলো।

হঠাৎ চাপা গলায় ঘোষণা করল সার্জেন্ট, 'পেছনে ফেউ লেগেছে!'

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। সাত-আটশো গজ দূরে এক জোড়া হেডলাইট দেখতে পেল ও। কিন্তু কয়েক মিনিট পর, সার্জেন্ট

যখন তার সাব-মেশিনগান কক্ করছে, একটা সাইড রোডে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

সামনের সীট থেকে ক্যাপটেন হিবরন বলল, 'চোখ খোলা রাখো, সার্জেন্ট। সন্দেহ নেই, বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় ওরা। এবার হয়তো হেডলাইট অফ করে পিছু নেবে...'

সুযোগ আর সময়ের অপেক্ষায় অন্ধকারে বসে আছে রানা। ওর আর সুরাইয়ার হাঁটু ঘষা খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। এক সময় একটু চাপ দিল রানা। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে সাড়া দিল সুরাইয়া। হাতকড়া লাগানো হাত জোড়া সুরাইয়ার কোলে নামিয়ে রাখল রানা। একটু পর রানার কাঁধে মাথাটা নামাল সুরাইয়া। ভারি রোমান্টিক একটা দৃশ্য!

সামনে কোথাও থেকে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল, কালো আকাশের গায়ে হঠাৎ করে নেচে উঠল কমলা রঙের আগুনের শিখা। দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে একটা বাঁক নিল ক্যাপটেন হিবরন। অদূরেই দেখা গেল একটা ফোর্ড গাড়ি, রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়েছে, কাত হয়ে রয়েছে একদিকে। ফেটে যাওয়া পেট্রল ট্যাংক থেকে হড় হড় করে বেরিয়ে আসছে তরল জ্বালানী। কাছেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লোক, নড়ছে না। পেট্রল ও আগুনের শিখা তার দিকেই ছুটে আসছে দ্রুত।

ঘটনার তাৎপর্য অনুমান করতে মুহূর্তের জন্যেও ভুল করল না রানা। কিন্তু জীপ ভাল করে থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে গেল সার্জেন্ট আর প্যারাট্রুপার। ব্রিগেডিয়ারের ধমক খেয়ে ক্যাপটেন হিবরনও জীপ থামিয়ে নেমে পড়ল নিচে। আগুন লক্ষ্য করে ছুটল তিনজন।

বিশ পঁচিশ গজ এগিয়েছে ওরা, এই সময় গর্জে উঠল সাব-মেশিনগান। প্রথমে ব্রাশ ফায়ার, তারপর একটা সিঙ্গল শট, এরপর আবার ব্রাশ ফায়ার। কেন যেন মনে হলো রানার, এটা একটা সঙ্কেতও হতে পারে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল তিনজনের দলটা, তারপরই রাস্তার ওপর ডাইভ দিয়ে পড়ল।

ওরা কেউ আহত হয়েছে কিনা বোঝার কোন উপায় নেই, তবে তিনজন একই সাথে আহত হয়েছে এটাও বিশ্বাস করতে পারল না রানা। ডাইভ দিয়ে পড়েছে ওরা, কিন্তু একজনও পাল্টা গুলি করার কোন চেষ্টা করল না। জীপের সামনে থেকে পিছনে চলে এল সোহেল। হাতে রিভলভার, জীপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক যা করার তাই করল রানা। দু'হাতের মুঠো এক করে সোহেলের ঘাড়ের ওপর ধাঁই করে একটা বাড়ি মারল। বিনা প্রতিবাদের জ্ঞান হারাল সোহেল। জীপ থেকে নেমে পড়ল রানা। সোহেলের হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা দু'হাত দিয়ে তুলে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল। লক্ষ্য স্থির করে গুলি করল পর পর তিনবার। তারপর হাঁক ছেড়ে বলল, 'যেই হও তোমরা, সামনে এসো।'

'রিভলভারটা ফেলে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াও!' গলার আওয়াজটা চেনা চেনা লাগল রানার।

রিভলভারটা ফেলে দিল ও। রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে খস খস শব্দ ভেসে এল। কয়েক সেকেন্ড পর হেডলাইটের আলোর ওপর এসে দাঁড়াল মনাদিল দাউদ।

ইতোমধ্যে ফোর্ড ট্রাকটাকে গ্রাস করে ফেলেছে আগুন। ধোঁয়া আর আগুন অন্তত দু'মাইল চৌহদ্দি থেকে দেখতে পাবার কথা। যে কোন মুহূর্তে পুলিস বা সামরিক বাহিনীর লোকজন ছুটে আসতে পারে। কিন্তু মনাদিল দাউদ বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের তেমন ব্যস্ত বলে মনে হলো না। দাউদের ছয় অনুচর বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে। 'খবরদার, কেউ নড়বে না।'

পকেট থেকে একটা ওয়াকি-টকি বের করে কি যেন বলল দাউদ। তার মানে কাছেপিঠেই আরও লোকজন আছে তার। রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। মুচকি একটু হাসল। হাতের ওয়াকি-টকিটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'বড় কাজের জিনিস, মেজর। পুলিস পোস্ট থেকে আপনারা রওনা হবার সাথে সাথে খবরটা পেয়ে গেছি আমি।' একটা সিগারেট ধরাল সে। 'আমার ফায়ারিং পিনগুলো গেল কোথায়?' হঠাৎ গম্ভীর দেখাল তাকে। 'আমার সাথে চালাকি করা হয়েছে! এর যে কি ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে তা আমি দেখিয়ে দেব!'

'তোমার ফায়ারিং পিন মানে?'

'নয়? সেই আদি এবং অকৃত্রিম সত্যকথনটা এর আগে শোনোনি তুমি?—জোর যার মুল্লুক তার? ফিলিস্তিনীদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে তাদের মাতৃভূমি। পাল্টা জোর খাটিয়ে আমরা সেটা আবার উদ্ধার করার চেষ্টা করছি। আমার জোর বেশি, অন্তত গোবেচারা বুড়ো দাদু বা তোমার মত দালালের চেয়ে বেশি, তাই জোর করে কেড়ে নিয়েছি অস্ত্রগুলো। এবং আবার সেই জোর খাটিয়েই মুঠোয় ভরব ফায়ারিং পিনগুলো। কিছু বলার আছে?'

'তোমার তত্ত্বে কোন ভুল নেই, কিন্তু তথ্যটা তোমার অনুকূল নয়, এই যা।'

'মানে? কি বলতে চাও?' রুখে উঠল দাউদ।

'তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ, দাউদ,' বলল রানা। 'মাথা খুঁড়ে মরলেও ওগুলো তুমি এখানে কোথাও পাবে না। ফায়ারিং পিনগুলো লেবাননে রয়ে গেছে।'

কটমট করে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল দাউদ। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'ঠিক যা ভয় করেছিলাম!' ধীরে ধীরে সুজার দিকে ফিরল সে। 'এই যে, শালা কুত্তার বাচ্চা! তুমি শালা নিজের কবর নিজে

পুড়েছে। আমার নিজের হাতে ট্রেনিং দেয়া লোক ছিল ওরা। তোকে হাজার বার জ্যান্ত করে আগুনে পুড়িয়ে মারলেও আমার মনের জ্বালা মিটবে না। তোকে আমি...'

ভয়ে কুঁকড়ে যাবার ভঙ্গি করে কাঁপা গলায় দয়া প্রার্থনা করল সুজা। 'ভয় পেয়েছি! মাফ করে দাও! খোদার কসম এবার বোধহয় প্যান্ট খারাপ করে ফেলব...'

ব্যঙ্গটা গায়ে তো মাখলই না, সবাইকে অবাক করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল দাউদ। এই সময় হঠাৎ ব্রিগেডিয়ার সোহেল জ্ঞান ফিরে পেয়ে নড়েচড়ে উঠতেই ঝট করে সেদিকে ফিরল সে। 'অ্যাই! কি ব্রাশ করলি তোরা? এখনও একটা দেখি নড়ছে!' পকেট থেকে রিভলভার বের করে সোহেলের দিকে পা বাড়াল সে।

'উনি একজন ব্রিগেডিয়ার,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। ইতোমধ্যে আড়চোখে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে সবচেয়ে কাছের স্টেনগানধারী লোকটার নাগাল পাবার জন্যে মাত্র একটা লাফই যথেষ্ট। তবে সোহেলের প্রাণ রক্ষার জন্যে একান্ত দরকার না হলে ঝুঁকিটা নেবে না ও। 'শত্রু বটে, কিন্তু ব্রিগেডিয়ার পদ মর্যাদার একজন অফিসারকে বোকার মত খুন না করে ওর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য আদায় করতে পারো তুমি।'

'একজন ব্রিগেডিয়ার, সত্যি?' সোহেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল দাউদ। 'আরে, তাই তো! কী সৌভাগ্য বলো দিকি! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আজ!' সিধে হলো সে। নিজের লোকদের দিকে ফিরল। 'ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে ধরাধরি করে খাড়া করো। ওকেও আমরা সাথে করে নিয়ে যাব। মেজরের পরামর্শটা মন্দ নয়।'

ক্যাপটেন হিবরনের পকেট থেকে হাতকড়ার চাবি বের করে আনল একজন লোক। সেগুলো নিজের পকেটে ভরল দাউদ। তারপর মাথা নিচু করে জীপের ভেতরে তাকাল। শিরদাঁড়া খাড়া করে পাথরের মূর্তির মত এখনও ওখানে বসে রয়েছে সুরাইয়া। 'তুমি আছ তো, সুরাইয়া, সুইট ডার্লিং? আমি তোমার মনের মানুষ—প্রিয় মনাদিল দাউদ।'

বাঁক ঘুরে ছুটে এল বড় একটা ভ্যান, রাস্তার ওপর আধপাক ঘুরল, তারপর পিছিয়ে এসে থামল ওদের পাশে।

সুরাইয়ার হাত ধরল দাউদ। এক রকম জোর করেই জীপ থেকে নামাল তাকে। সুরাইয়া ছিটকে সরে যাবার চেষ্টা করলেও, তাকে আলিঙ্গনের ভেতর আটকে রাখল দাউদ। 'তোমার আরাম আয়েশের দিকে আমার তীক্ষ্ণ নজর, সুইট ডার্লিং। দেখো তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে কত বড় গাড়ি আনিয়েছি আমি। হোম, সুইট হোম—ওটা আমারই বাড়ি!'

ছাড়া পাবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সুরাইয়া। আরও শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধল তাকে দাউদ, তারপর জোর শব্দ করে একটা চুমো খেল

তার মুখে। 'তোমার সাথে অনেক কথা আছে আমার, সুইট ডার্লিং। বলতে না পারলে পেট ফেঁপে মরে যাব। আমরা প্রেমালাপ করব। বুড়ো দাদু সম্পর্কে আলাপ করব। মিশরীয় জাহাজ কিভাবে হাইজ্যাক হলো সে ব্যাপারে আলাপ করব। তারপর ধরো…একটন সোনা…!' নাটকীয় ভাবে চুপ করে গেল সে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সুরাইয়া। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দাউদের দিকে। আগুনের লালচে শিখা নাচতে শুরু করল তার চোখের মণিতে। মৃদু শব্দে হেসে উঠল দাউদ। 'হ্যাঁ, সুরাইয়া, মাই লাভ, আলোচ্য সূচীর মধ্যে সোনার প্রসঙ্গটাই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে।' দু'হাত দিয়ে সুরাইয়াকে বুকে তুলে নিয়ে ভ্যানের দিকে এগোল সে।

উঁচু-নিচু, প্যাঁচানো রাস্তা। প্রায় আধঘন্টা ধরে হেলেদুলে এগোল ভ্যান। কিন্তু রানার অনুমান মায়রা ছাড়িয়ে খুব বেশি দূরে আসেনি ওরা। ভ্যানের একদিকের গায়ে প্লাস্টিকের এক জোড়া ছোট জানালা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখল না ও। অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তায় কোন বাতি নেই। তারপর ডেঞ্জার লেখা ছোট একটা সাইনবোর্ড আর প্রথমবারের মত একটা ল্যাম্পপোস্ট চোখে পড়ল। বোঝা যায়, ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে ভ্যান। খানিক দূর এগিয়ে আরেকটা ল্যাম্পপোস্ট। ক্ষীণ আলোয় রাস্তার কিনারাটা দেখা গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে ওরা, কিনারা থেকে ঝপ করে অনেক নিচে নেমে গেছে খাদের গা। এদিকে পঞ্চাশ গজ পরপরই একটা করে ল্যাম্পপোস্ট। একটা ল্যাম্পপোস্টের লাগোয়া ছোট একটা সাইনবোর্ড দেখল ও। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—ন্যাশনাল ট্রাস্ট।

'ন্যাশনাল ট্রাস্ট,' সুরাইয়ার কানের কাছে ঠোঁট নেড়ে বলল রানা। 'কোথায় জানো?'

'ওদের আস্তানাটা বোধহয় কাছেপিঠেই…'

হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে রানার কাঁধে স্টেনের মাজল দিয়ে গুঁতো মারল একজন গার্ড। 'মুখ বুজে থাকো।'

ভেতর থেকে খুলে গেল প্রকাণ্ড একটা গেট। গতি মন্থর না করে ছুটে চলল ভ্যান। আবার একটা ঢালের ওপর উঠে এল ওরা। ঘন গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল নিচের রাস্তা। খাড়া একটা চূড়া দেখতে পেল রানা, তার ওপর বিশাল একটা দুর্গ। রাতের আকাশের গায়ে ব্যাটলমেন্ট আর টাওয়ারগুলো গাঢ় কালো দেখাচ্ছে। আরও কাছাকাছি পৌঁছে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল রানা। ওটা দুর্গ নয়, মধ্যযুগে তৈরি বিশাল একটা বাড়ি মাত্র।

ঝাঁকি দিয়ে থামল ভ্যান। খুলে গেল দরজা। নিচে নেমে রানা দেখল, মেইন বিল্ডিঙের পিছন দিকের উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। সুরাইয়াকে ভ্যান থেকে নামতে সাহায্য করার জন্যে নিজেই এল দাউদ। তার হাতকড়াটাও

খুলে দিল সে।

'লক্ষ্মী মেয়ের মত যদি যা বলি শোনো, আখেরে তোমার ভালই হবে,' শক্ত করে সুরাইয়ার একটা হাত ধরল সে, টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল হঠাৎ, বলল, 'বাকি সবাইকে সেলারের ভেতরে আটকে রাখো। যখন দরকার হবে ওদেরকে আমি ওপরে ডেকে পাঠাব।'

সুরাইয়াকে নিয়ে চলে গেল দাউদ। এরপর ওই একই দরজা দিয়ে বাকি তিনজকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল দু'জন গার্ড। লম্বা, প্রায় অন্ধকার একটা প্যাসেজ। বাতাসে মশলার গন্ধ, সম্ভবত কাছেপিঠেই কোথাও কিচেন আছে। শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি, উঠে গেছে ওপর দিকে। বোঝাই যায়, বাড়ির অন্যান্য অংশে যাবার পথ ওটা। সিঁড়ির পাশেই ওক কাঠের মস্ত দরজা। একজন গার্ড খুলল সেটা। আরেকটা সিঁড়ি, নেমে গেছে নিচের অন্ধকারে। সুইচ টিপে আলো জ্বালল একজন, সে-ই পথ দেখিয়ে নিচে নামিয়ে আনল ওদেরকে। অনেকগুলো সেলার, একটার ভেতর দিয়ে আরেকটায় যেতে হয়। কয়েকটা সেলারে শুধু মদের বোতল ভরা বাক্স দেখল রানা। ফিলিস্তিনী গেরিলারা মদ খায় না জানা সত্ত্বেও বোতলগুলো দেখে অবাক হলো না রানা। এর আগেও মনাদিল দাউদকে মদ খেতে দেখেছে ও।

সবশেষে একটা সেলের ভেতর ঢুকল ওরা। দেয়ালগুলো পাথরের তৈরি। জানালায় লোহার বার। বাইরের দিকে দরজায় ভারী বোল্ট—খুলতে হলে দুটো হাত ব্যবহার করতে হবে। ভেতরে একটাই আয়রন কট, কিন্তু তাতে কোন বিছানা নেই। আসবাব বলতে আর একটা টেবিল, সাথে দুটো টুল।

বাইরে বেরিয়ে গেল গার্ড দু'জন। ভারী বোল্ট জায়গামত বসিয়ে দেয়া হলো। বাইরের প্যাসেজ ধরে ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল তাদের পায়ের আওয়াজ। চোখ বুলিয়ে আরেকবার সেলটা দেখে নিল রানা। এক কোণে একটা টিনের বালতি রয়েছে, সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার প্রয়োজন হলে ওটাই ব্যবহার করতে হয়। এগিয়ে গিয়ে সেটার গায়ে একটা লাথি ঝাড়ল ও। 'আরাম-আয়েশের কি সুন্দর আয়োজন! কিন্তু এত সুখ কপালে বেশিক্ষণ সইলে হয়!'

আয়রন কটের কিনারায় বসল সুজা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগোল সোহেল, একটা টুলে বসে ঘাড়টা ডলতে শুরু করল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইল ও।

'খামোশ!' বাঘের মত গর্জে উঠল ব্রিগেডিয়ার। 'আমার সাথে ঠাট্টা করো, এত বড় স্পর্ধা! ভুলে যেয়ো না, ইসরায়েলের মাটিতে একজন ইসরায়েলি ব্রিগেডিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি!'

'আহা, আপনি আমার ওপর চোটপাট দেখাচ্ছেন কেন! ওই সময় আমি

যদি আপনাকে আঘাত না করতাম, এতক্ষণে আপনি মরে ভূত হয়ে যেতেন। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আপনার, তা না...'

'চোপ রাও!' আবার হুঙ্কার ছাড়ল সোহেল। 'একবার ছাড়া পেয়ে নিই, ইসরায়েলের মাটি থেকে আমি ফিলিস্তিনী শয়তানদের জড়সুদ্ধ যদি উপড়ে না ফেলি তো আমার নাম এলাকু মেয়ারই নয়...'

সুজার দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ইহুদি শালারা যে অকৃতজ্ঞ আরেকবার তার প্রমাণ পেলাম।'

কোন মন্তব্য না করে আয়রন কটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সুজা। চোখ দুটো সিলিঙের দিকে নিবদ্ধ, কি যেন ভাবছে। সম্ভবত সুরাইয়ার কথা ভুলতে চাইছে ও, অনুমান করল রানা।

অনেক চেষ্টা করে একটা সিগারেট ধরাল ও। মেঝেতেই বসে পড়ল, হেলান দিল দেয়ালে। আবার যখন তাকাল সোহেলের দিকে, দেখল, তার একটা চোখের পাতা সামান্য একটু কেঁপে উঠল।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর বোল্ট খুলে দু'জন লোক ঢুকল সেলে। দু'জনেরই হাতে একটা করে সাব-মেশিনগান। তাদের একজন রানার বুকের দিকে তর্জনী তাক করে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল। লোকটার মাথার খুলি তেল-চকচকে, মসৃণ, চুলের কোন বালাই নেই। সেল থেকে বেরিয়ে এল রানা। দরজাটা বন্ধ করা হলো বাইরে থেকে, জায়গামত আবার বসিয়ে দেয়া হলো বোল্ট। পথ দেখাল বেল-মাথা। অপর লোকটা রানাকে অনুসরণ করল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। ওক কাঠের দরজার পাশে আরেকটা সিঁড়ি, ওপর দিকে উঠে গেছে। সেটা ধরে উঠতে গিয়ে দুটো ল্যান্ডিং পেল রানা। শেষ মাথায় সবুজ রঙের দরজা। ভেতরে বিরাট একটা হলঘর। এখানে সেখানে মার্বেল পাথরের পিলার আর স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে রেলিংহীন প্রশস্ত একটা সিঁড়ি, সেটাও সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের তৈরি। ধাপ বেয়ে উঠে এল ওরা। মাথা থেকে বাঁক নিয়ে একটা করিডরে ঢুকল। এরপর আরও দুটো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো ওদেরকে। শেষেরটা একেবারে সরু, কোন রকমে একজন মানুষ উঠতে বা নামতে পারে।

সবশেষের দরজাটা খোলার পর ভেতরে ঢুকে রানা দেখল বাড়ির সামনের দিকের ব্যাটলমেন্টে দাঁড়িয়ে আছে সে। শেষ মাথায় একটা লোহার টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে মনাদিল দাউদ। এগোল রানা। আগুনের ফুলকি ঝরল দাউদের হাত থেকে, সম্ভবত সিগারের ছাই ঝাড়ল সে। আরেক হাতে একটা গ্লাস ধরা রয়েছে। চাঁদের আলোয় তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। নিঃশব্দে হাসছে।

'স্পটটা কেমন, বলো তো, মেজর? ইসরায়েলের উপকূল আর কোথাও থেকে এত সুন্দর দেখা যায় না। এখান থেকে তুমি পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত

চমৎকার দেখতে পাবে, অবশ্য তোমার দৃষ্টি যদি অতদূর যায়। এসো, বসো।' ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখাল সে।

রূপালি চাঁদের আলোয় অপরূপ একটা দৃশ্য। সাগরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পূবের আক্কো বন্দরটাকে একেবারে কাছে বলে মনে হলো। জাহাজ আর অন্যান্য জলযানের তৎপরতাও চোখে পড়ল রানার। তার মানে, মায়রা থেকে খুব বেশি দূরে নয় ওরা।

একটা বালতির ভেতর হাত ভরে মদের একটা বোতল তুলল দাউদ। 'চলবে নাকি, মেজর?'

'ফিলিস্তিনী গেরিলারা মদ খায় তা আমার জানা ছিল না।'

'মদ খাওয়া নিষিদ্ধ নয়,' মুচকি একটু হেসে জবাব দিল দাউদ। 'কিন্তু নেশা করা অন্যায়। আমার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। আমার প্রচণ্ড এনার্জি দরকার, কারণ ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার দায়িত্ব পড়েছে আমার কাঁধে। অনেক কাজ করতে হয় আমাকে, তাই ভেতরের শক্তিতে কুলোয় না, বাইরে থেকে কিছুটা আমদানী করতে হয়। চলবে?' বোতলটা উঁচু করে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

হেসে উঠল রানা।

ভুরু কুঁচকে তাকাল দাউদ। 'এতে হাসির কি ঘটল?'

'স্বীকার করছি, খুব মজার মজার কথা বলতে পারো তুমি,' হাসি থামিয়ে বলল রানা। 'প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার দায়িত্ব পড়েছে তোমার কাঁধে, তাই না?' আবার হেসে উঠল ও। 'কে তোমাকে দিয়েছে দায়িত্বটা? আমেরিকা? রাশিয়া? নাকি স্বপ্নে খোদার আদেশ পেয়েছ?'

'তোমাকে আমি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি পি. এল. ও. বা অন্য কোন জোট অথবা দলের পক্ষে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করা কোন কালেই সম্ভব হবে না। প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করতে হলে এমন লোকের নেতৃত্ব চাই যার প্রকৃতির মধ্যে আছে সর্বনাশা ধ্বংসকারী ক্ষমতা! সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত সর্বগ্রাসী মেজাজ থাকতে হবে তার। আমি অনুভব করি, এসব আমার প্রচুর পরিমাণে আছে।' মুহূর্তের জন্যে থামল সে। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'নিজের ঢাক নিজেই পেটালাম, কিছু মনে কোরো না। কিন্তু যা বললাম তাতে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই।'

'কিন্তু তোমরা যেভাবে নিজেদের লোকজন খুন করছ, শেষ পর্যন্ত যদি স্বাধীনতা আসেও, কে তা ভোগ করবে? যতদূর জানি, প্রতিটি অপারেশনে ইসরায়েলি পুলিস বা সৈনিক নয়, ফিলিস্তিনী আরবরাই শুধু মারা পড়ছে। কেউ কেউ তো তোমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছে। যেমন ধরো বুড়ো দাদু। তিনি মনে করেন, তোমরা ফিলিস্তিনীদের নয়, ইসরায়েলিদের স্বার্থ রক্ষা করছ।'

দপ্ করে জ্বলে উঠল দাউদের চোখ দুটো। কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল সে। চেহারা থেকে উত্তেজনার ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করলেও, লক্ষ করল রানা, দাউদের সিগার ধরা হাতটা একটু একটু কাঁপছে। গম্ভীর গলায় বলল সে, 'হাস্যকর একটা অভিযোগ। আমি শুধু বলতে চাই, সময়েই জানা যাবে কে ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে।'

'তবে কি অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তোমারও এই একই অভিযোগ রয়েছে?'

'না। ইয়াসির আরাফাত বা বুড়ো দাদু সাদাতের মত অতটা হয়তো নয়, কিন্তু ওদের ধীরে চলো নীতি, ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের মানসিকতা স্বাধীনতার পথকে বিঘ্নিত করছে।' একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল দাউদ, 'সন্ত্রাসবাদের আসল উদ্দেশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, সেটাই ওরা ভুলে গেছে। সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা কোন পূর্ব শর্ত মানতে রাজি নই। একটা বোমা তৈরি হলেই আমরা সেটা ফাটাতে চাই।'

'তাতে ফিলিস্তিনী আরবরা মারা গেলেও কিছু আসে যায় না?'

'স্বাধীনতার জন্যে কিছু লোককে তো মরতে হবেই!' ভাবাবেগে গলাটা কেঁপে গেল দাউদের।

'বাদ নিয়ে বিতণ্ডায় আমার কোন উৎসাহ নেই,' বলল রানা। 'ছোট একটা কৌতূহল আছে আমার...'

সবিনয়ে মাথা নোয়াল দাউদ, 'মনাদিল দাউদ, অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

'এই এলাকায় এত বড় বাড়ি আর বোধহয় নেই,' বলল রানা। 'স্থানীয় প্রশাসন তোমাদের এই ঘাঁটির কথা জানছে না কেন?'

'ও, এই কথা!' হেসে উঠল দাউদ। 'এটা আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। বুদ্ধি করে এটা আমি ন্যাশনাল ট্রাস্টকে দান করে দিয়েছি। তবে শর্ত দেয়া আছে, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এটা আমার দখলে থাকবে। তার মানে, নিজেকে আমি ইসরায়েল সরকারের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু বলে প্রমাণিত করেছি, সেজন্যেই আমাকে ওরা অন্ধের মত বিশ্বাস করে, এ-বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে-খবর রাখার কোন প্রয়োজন বোধ করে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ওরা। ইতোমধ্যে একজন গার্ড চলে গেছে। কিন্তু বেল-মাথা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। হাতের স্টেনটা রানার দিকেই তাক করা।

শ'খানেক গজ দূরে, ওদের ডান দিকে, একটা হেডল্যান্ড ঘুরে দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল একটা বোট। নিস্তব্ধ রাতে গুঞ্জনের মত শোনাল ইঞ্জিনের আওয়াজটা। পাঁচিলের নিচের দিকের একটা ইনলেটে ঢুকছে ওটা, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওটা নিশ্চয়ই তোমার সানরাইজ, মেজর,' বলল দাউদ। 'আমার দু'জন লোককে মায়রায় পাঠিয়েছিলাম। নির্দেশ ছিল, একটু রাত হলেই বোটটা যেন নিয়ে চলে আসে।'

'কিছুই দেখছি ভোলো না।'

'ভুলে থাকলে বেঁচে থাকা যায় না,' বলল দাউদ। 'চাইলে হাতকড়া খুলে দিই, মদ না খাও, অন্তত একটা সিগার টানো।'

উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। জানতে চাইল, 'আমাকে এখানে আনিয়েছ কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল দাউদ। 'তার আগে হারেস মোহাম্মদ সম্পর্কে দুটো কথা বলে নিই তোমাকে, মেজর। একটা বোমা ফাটাতে গিয়ে তিনটে জিনিস হারিয়েছে ও...'

'একটা হলো মাথার চুল, বাকি দুটো?'

'শ্রবণ এবং বাক-শক্তি। বোবা এবং কালাদের বেলায় সাধারণত যা হয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অভাবে অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা সাংঘাতিক বেড়ে যায়, ওর বেলাতেও তাই ঘটেছে। তুমি আমি যা দেখতে পাই না, ও তা অনায়াসে দেখতে পায়। যেমন ধরো, কেউ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা ভাবছে, ও তার চেহারা দেখেই তা টের পেয়ে যায়, এবং সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর আগে তিনজন লোককে, তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার তিন সেকেন্ড আগেই, গুলি করে খুন করেছে ও। কারণ জিজ্ঞেস করায় আকার-ইঙ্গিতে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। কাজেই...'

'ব্যস, ব্যস আর কিছু বলার দরকার নেই, মেসেজটা মর্মে গিয়ে পৌঁচেছে।'

একগাল হাসল দাউদ। 'আমার অনুমান কখনও ভুল হয় না। মানুষ হিসেবে তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, মেজর শাকের।'

'আমার প্রশ্নের উত্তরটা দেবে এবার?'

'ও, হ্যাঁ,' বলে নিজের গ্লাসটা আবার ভরে নিল দাউদ। দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সেটা, তারপর নতুন একটা সিগার ধরাল। 'আচ্ছা, তোমাকে যদি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দিই, বিনিময়ে তুমি আমার উপকারে লাগবে?'

'কি উপকার?'

'ফায়ারিং পিন আর সায়দায় বাকি যে অস্ত্রগুলো আছে সেগুলো পেলে মনে করব তুমি আমার বড় উপকার করলে। তাই বলে ভেব না দান হিসেবে চাইছি ওগুলো। ন্যায্য দাম দেব আমি। অবশ্যই ডেলিভারির পর।'

হা হা করে হেসে উঠল রানা।

'এতে হাসির কি ঘটল?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল দাউদ।

'তোমার পেমেন্টটা কি ধরনের হবে ভাবতে গিয়ে হাসিটা আর চেপে রাখতে পারলাম না,' বলল রানা। 'মাথার পেছনে এক রাউন্ড নাইন মিলিমিটার তো?'

'তুমি আমাকে চিনতে ভুল করেছ, মাই ডিয়ার মেজর। বিশ্বাস করো, আমি তোমার সাথে একটা ভদ্রলোকের চুক্তিতে আসতে চাই।'

'প্লীজ!' আবেদনের সুরে বলল রানা। 'আমাকে আর হাসিয়ো না।'

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল দাউদ। 'আমার মস্ত একটা দুঃখ কি জানো, মেজর? কেউ আমাকে সিরিয়াসলি নেয় না।' গ্লাসটা খালি করে উঠে দাঁড়াল সে। 'তোমাকে আমি চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে কিছুটা সময় দিতে চাই।' হারেসের দিকে ফিরল সে। 'আপাতত ওকে আর সবার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখো।'

কয়েক সেকেন্ড নড়ল না রানা। কেন যেন সন্দেহ হলো ওর, হঠাৎ কি যেন একটা বুদ্ধি এঁটেছে দাউদ। পিঠে স্টেনের খোঁচা খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। পা বাড়াল দরজার দিকে।

পিছন থেকে ডাকল দাউদ। 'মেজর শাকের?'

দাঁড়াল রানা। ঘুরল।

'আমাদের পরম শত্রু ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ারকে আমি চিনব না তা কি হতে পারে?' খক খক করে হাসল দাউদ। 'কেন যে লোকটা মিথ্যে পরিচয় দিল, জানি না। তবে তুমিই যেহেতু দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, তাই আমি ধরেই নিয়েছি লোকটার আসল পরিচয় তুমি অন্তত জানো। নড়ছিল দেখে আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে বাধা দাও, মনে আছে তো?' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল দাউদ, কিন্তু রানার কাছ থেকে উত্তরের কোন আশা নেই বুঝতে পেরে আবার বিশ্রী করে হাসল সে। 'চিন্তা-ভাবনা করতে যাচ্ছ তো, তাই বলে দিতে চাই, তোমাকে কোথাও যদি পাঠাই, ওই লোকটা তোমার জিম্মি হিসেবে এখানে থাকবে। এবার তুমি যেতে পারো।'

সেলে ফিরে এসে রানা দেখল, কটের ওপর শুয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে সুজা। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে রয়েছে, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক। দরজা বন্ধ হবার শব্দে একটু নড়ে উঠল সে, কিন্তু ঘুম ভাঙল না। নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত করল সোহেল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুজার সামনে। তাকে পরীক্ষা করে ফিরে এসে বসল আবার টেবিলের ওপর, রানার পাশে।

'কি বলল তোকে দাউদ?'

সংক্ষেপে বলল রানা। সব শুনে মাথা নাড়ল সোহেল। 'আমার ব্যাপারটা যে ফাঁস হয়ে যাবে তা আমি জানতাম।'

'আবার ডেকে পাঠালে কি বলব ওকে?'

'যাই বলুক, সব মেনে নিবি...'

'কিন্তু তোর কি হবে?'

'আমার ব্যাপার নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না,' বলল সোহেল। 'উপায়

একটা বের করে নেব।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'একা ঝুঁকি নেয়াটা বোকামি হবে। আমাকে যদি কোথাও পাঠায় ও, যাতে ফিরে আসতে হয় তার আরও ব্যবস্থা হাতে রেখেই পাঠাবে। ফিরে আমাকে আসতেই হবে, কাজেই আমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি তুই।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সোহেল, এই সময় বোল্ট সরাবার আওয়াজ হলো। পর মুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ধড়মড় করে বিছানার ওপর উঠে বসল সুজা। কট থেকে পড়ে যেতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়ে কোনমতে সামলে নিল। এখনও ঘুম লেগে রয়েছে চোখে, বাঁ হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে একটা চোখ ডলছে।

সাথে দু'জন লোককে নিয়ে সেলের ভেতর ঢুকল হারেস মোহাম্মদ। একজন বলল, 'বেরোও! সবাই বেরোও! জলদি!'

হারেস মোহাম্মদকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠল। ওক কাঠের দরজা পেরোল। দ্বিতীয় সিঁড়িটাও পেরোল। সবুজ দরজা টপকে ঢুকল হলঘরে, সেখান থেকে মার্বেল পাথরের ধাপ বেয়ে মেইন ল্যান্ডিঙে, তারপর একটা করিডরে। ওক কাঠের আরেকটা দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা। দরজা খুলে ওদেরকে পথ দেখাল হারেস মোহাম্মদ।

বেশ বড় একটা কামরা। কোন বিছানা না থাকলেও সোফা, আরামকেদারা, ইজিচেয়ার দিয়ে রুচিসম্মত ভাবে সাজানো। দেয়ালের দিকে পিঠ করে একটা কাঠের চেয়ারে বসে আছে সুরাইয়া, হাত দুটো পড়ে আছে কোলের ওপর। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দাউদ, একটা হাত সুরাইয়ার চেয়ারের পিঠে।

'ভেরি, গুড,' ওদেরকে ঢুকতে দেখেই বলল দাউদ। 'সবাই যখন এসে গেছে তখন আর দেরি করে লাভ নেই। তার আগে আমার দুঃখের কথাটা সবাইকে আমি শোনাতে চাই।' বুড়ো আঙুল বাঁকা করে সুরাইয়াকে দেখাল সে। 'ওকে আমি ভালবাসি, কিন্তু ও আমাকে ভালবাসে না। ঠিক আছে, ভাল না হয় নাই বাসল কিন্তু তাই বলে যে তথ্যটা আমার জানা দরকার সেটা জানাবে না কেন? অনেক বুঝিয়েছি; অনেক সেধেছি, কিন্তু কোনমতে গোঁ ছাড়ে না।' সুরাইয়ার কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'ঠিক আছে, আবার আমি, এই শেষবার প্রশ্নটা করছি ওকে। সবাই দেখুক আমার সাথে কি রকম অসহযোগিতা করছে ও।' খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, তারপর বলল, 'সুরাইয়া, লক্ষ্মী সোনা আমার, বলো তো, কোথায় আছে সেই এক টন সোনা? তোমার কাকা বশির জামায়েল কোথায় সেটা লুকিয়ে রেখেছেন?'

ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে সুরাইয়ার মুখের চেহারা। চরম তাচ্ছিল্যের সাথে বলল সে, 'বাঁদর হয়ে চাঁদে হাতে দিতে চায়! জানলেও তো বলতাম

না! তোমার মত নরকের কীটকে আমি…'

'ছি, সুরাইয়া, মাই সুইট ডার্লিং, এতগুলো ভদ্রলোকের সামনে আমাকে অপমান কোরো না!'

'আমার কাকা তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারবেন, তোমাকে কাক-শকুনকে দিয়ে খাওয়াবেন…' চেঁচাতে শুরু করল সুরাইয়া।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দাউদ। রানার দিকে তাকাল। 'দেখলে তো?' হারেস মোহাম্মদের দিকে ফিরল সে। 'এগিয়ে এসে ধরো একে।'

হাতের স্টেনটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল হারেস। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সুরাইয়ার চেয়ারের পিছনে। ঝট করে উঠে দাঁড়াতে গেল সুরাইয়া, তার হাত দুটো ধরে ফেলে মুচড়ে পিছন দিকে নিয়ে এল হারেস। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল সুরাইয়া, আবার বসে পড়ল চেয়ারে।

'আগুনটা কোথায়?'

কামরা থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দু'জন গার্ড। প্রায় সাথে সাথে বড়সড় একটা মাটির গামলা নিয়ে ফিরে এল তারা। গামলার ভেতর কাঠ কয়লার গনগনে আগুন জ্বলছে। আগুনের ভেতর ঢোকানো রয়েছে লোহার একটা শিক। কাঠের হাতল ধরে শিকটা তুলে নিল দাউদ আগুন থেকে। শিকের ডগাটা টকটকে লাল হয়ে রয়েছে। আহত পশুর মত একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল সুজার গলার ভেতর থেকে। এক পা সামনে এগোল সে। পরমুহূর্তে কিডনিতে স্টেনের বাঁটের প্রচণ্ড গুঁতো খেল, ভাঁজ হয়ে গেল একটা হাঁটু।

ঠাণ্ডা গলায় গার্ডদের বলল দাউদ, 'কেউ এক চুল নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেবে।'

সুরাইয়ার দিকে ফিরল সে। চুলগুলো মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, নিজের দিকে ফেরাল মুখ। তারপর লোহার শিকের লাল ডগাটা তাক করল সুরাইয়ার চোখের দিকে। 'তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, তাই এই শেষ একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে,' কঠিন সুরে বলল সে। 'ভাল চাও তো উত্তর দাও। কোথায় আছে সোনাটা?'

'জানি না!' গলাটা কেঁপে গেল সুরাইয়ার। ভয় পেয়েছে ও। 'বিশ্বাস করো, আমি জানি না…'

সুরাইয়ার নাকের পাশে শিকের গরম ডগাটা ছোঁয়াল দাউদ। চিড় চিড় করে ক্ষীণ একটু আওয়াজ হলো। একটু ধোঁয়া দেখা গেল। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল মাংস পোড়ার গন্ধ। আর্তনাদ করে জ্ঞান হারাল সুরাইয়া।

এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হলো সুজা, আবেদনের ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওর কথা বিশ্বাস করো, দাউদ। খোদার কসম, জানে না ও! বুড়ো দাদু ছাড়া কেউ জানে না। এই একটা ব্যাপারে কারও কাছে মুখ খোলেননি তিনি…'

স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সুজার দিকে তাকিয়ে থাকল দাউদ। ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। 'বেশ, বিশ্বাস করলাম। তাহলে বলো, বুড়ো দাদু এখন কোথায়?'

পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সুজা। একটু একটু টলছে। একটা হাত পিছনে। নিরুত্তর। অচেতন সুরাইয়ার চুলগুলো আবার মুঠো করে ধরল দাউদ, লোহার শিকের লাল ডগাটা তাক করল সুরাইয়ার চোখের দিকে। 'সুরাইয়ার একটা চোখকে এবার বিদায় জানাও। কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে তাতে, একচোখেও মানুষ দেখতে পায়। তাই না?' ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে শিকটা।

'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল সুজা। 'বলছি। কিন্তু জেনেও তোমার কোন লাভ হবে না, দাউদ। রামা'র কাছে একটা গোপন আস্তানা আছে বুড়ো দাদুর, এই মুহূর্তে সেখানেই আছেন তিনি। তুমি দলবল নিয়ে ওখানে গেলে খুশিই হবেন।'

সাথে সাথে দাউদের চেহারা বদলে গেল। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। শিকটা আগুনের ওপর ফেলে দিয়ে হারেসের দিকে ফিরল সে। 'সুরাইয়াকে ওর ঘরে নিয়ে যাও।'

সুরাইয়ার সামনে এসে দাঁড়াল হারেস। অনায়াসে তাকে তুলে নিল দু'হাতের ওপর। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে। এগিয়ে গিয়ে একটা সাইডবোর্ডের সামনে দাঁড়াল দাউদ। একটা বোতল থেকে সরাসরি হুইস্কি ঢালল গলায়। ফিরে এসে সুরাইয়ার খালি চেয়ারটায় বসল। সেই উজ্জ্বল, চকচকে হাসিটা এখনও লেগে রয়েছে মুখে।

'আমরা ওখানে গেলে বুড়ো দাদু কেন খুশি হবেন তা আমার জানা আছে। ওই ফার্ম হাউসের দশ মাইলের মধ্যেও যেতে রাজি নই আমি। ওটা একটা দুর্গম দুর্গের চেয়েও বেশি, আশপাশের প্রতিটি লোক বুড়ো দাদু বলতে অজ্ঞান, বুড়ো দাদু তাদেরকে নিজের চোখ বলে দাবি করেন।'

'ঠিক তাই,' সায় দিল সুজা।

'আমি বা আমার লোক ফার্ম হাউসের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না, তার আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।' সুজার দিকে তর্জনী তাক করল দাউদ। 'কিন্তু তুমি? তোমাকে যদি পাঠাই? তোমাকে দেখে ছুটে আসবে তারা বুকে জড়িয়ে ধরার জন্যে, কি, ঠিক বলিনি?'

হতভম্ব দেখাল সুজাকে। নিচু গলায় বলল, 'অসম্ভব! পাগল...'

'পাগল?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল দাউদ। 'উঁহুঁ। এরচেয়ে সুস্থ সচেতন জীবনে কখনও ছিলাম কিনা সন্দেহ। আমার তরফ থেকে বুড়ো দাদুর সাথে দেখা করতে যাচ্ছ তুমি, সুজা। তাঁকে গিয়ে বলবে, আমি তাঁর প্রিয় ভাইঝিকে এখানে জিম্মি করে রেখেছি। যদি সোনাটা আমাকে দেয়া হয় বা কোথায় আছে সে-সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাই, তাহলে তিনি তাঁর আদরের ভাইঝিকে

অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবেন। কিন্তু যদি আমাকে ঠকানো হয়...'

'বেঈমান! বেজন্মা! কুত্তার বাচ্চা! তোকে আমি নিজের হাতে খুন করব!' প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে সুজা।

গালিগালাচগুলো স্পর্শই করল না দাউদকে। আশ্চর্য শান্ত ও দৃঢ়তার সাথে বলল সে, 'তোমাদের মত কুসুম কোমল শখের গেরিলাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সুজা। যুদ্ধের এখনও কিছুই দেখনি তোমরা, দেখার সুযোগও পাবে না। জিতব আমরা, যারা সারাটা পথ পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছি।'

'কিন্তু এভাবে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে কতদূর যেতে পারবেন আপনারা?' এই প্রথম মুখ খুলল সোহেল।

রক্তচক্ষু মেলে তাকাল দাউদ। 'আমাদের মধ্যে ওদেরকে আমরা ধরি না,' গম্ভীর গলায় বলল সে। 'আমাদের কাছে ইসরায়েলিরা যা ওরাও তাই। তার মানে, বিবাদটা নিজেদের মধ্যে নয়।' সুজার দিকে ফিরল সে। 'এক টন সোনা! ওটা হাতে এলে প্রচুর অস্ত্র কিনতে পারব আমরা। চোরাগুপ্তা হামলা করে শত্রুকে আমরা দুর্বল করে আনব। সেটাই বা মন্দ কি? কিন্তু ওই সোনা যদি বুড়ো দাদুর হাতে থাকে? যাতায়াত ভাড়া দিয়ে শখের অস্ত্র কিনে গুদামজাত আর দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করেই শেষ হয়ে যাবে, শত্রু নিধনে একটা পয়সাও ব্যয় হবে না। কোন্‌টা ভাল?'

নিষ্পলক, আধবোজা চোখে দাউদের দিকে তাকিয়ে আছে সুজা। এগিয়ে এসে তার কাঁধ চাপড়ে দিল দাউদ। 'কাল সকালেই রওনা হচ্ছ তুমি, সুজা,' শান্ত গলায় বলল সে। 'এদিকের মেইন রোডে তেমন ভিড় থাকে না। তবে ঝামেলা দেখলে সাইড রোড ধরে যাবে তোমরা। বড়জোর ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে তোমাদের। ভাল একটা গাড়ি পাবে তোমরা।'

'ঠিক আছে,' নিচু গলায় বলল সুজা। কি ভেবে কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা,' মুচকি হাসল দাউদ। আরেকবার সুজার কাঁধ চাপড়ে দিল সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সোজা রানার চোখে তাকাল। 'সুজার সাথে তুমিও যাচ্ছ, মেজর। আর কিছু না, স্রেফ ওকে সঙ্গ দেবার জন্যে। তোমাদের দু'জনকেই প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দেব আমি, পথে মিলিটারি রোড-ব্লক থাকলে ওগুলো দেখিয়ে পার পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, মেজর?'

'আমার ইচ্ছের কোন দাম আছে?'

'সত্যি,' অসহায় একটা ভঙ্গি করে হাসল দাউদ, 'নেই।'

তিন

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল দাউদ। সাথে সাথে তার অনুচররা তৎপর হয়ে

উঠল। ব্রিগেডিয়ারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো সেলে। হাতকড়া খুলে দেয়া হলো রানা আর সুজার। ফ্ল্যাশ ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা হলো ওদের। এরপর পিছনের দরজা দিয়ে বের করে প্যাসেজের শেষ মাথার একটা বেডরূমে নিয়ে আসা হলো ওদেরকে। আরাম-আয়েশের ভাল আয়োজন দেখা গেল এখানে। মেহগনি কাঠের খাট, হালকা সৌখিন ফার্নিচার, মেঝেতে বাংলাদেশী কার্পেট। বিছানার ওপর চেনা চেনা একটা সুটকেস দেখা গেল। সেটার দিকে পা বাড়াল রানা, এই সময় ঘরে ঢুকল দাউদ।

'বোট থেকে তোমার জিনিসগুলো আনাতে হয়েছে, মেজর,' বলল সে। 'সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী পোশাকগুলো এখন আর কোন কাজেই লাগবে না।' সুজার দিকে ফিরল সে। 'তোমার খবর কি, ভায়া? মন-মেজাজ ভাল তো? তোমাকে নিয়েই আমার ভয়। যা রাগী! কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন কার জানাজায় যাবার কথা ভাবছ।'

'হয়তো তোমার?' ঘাড় ফিরিয়ে দাউদের দিকে ফিরে বলল সুজা। লক্ষ্য করল রানা, ঘামে চকচক করছে তার কপালটা।

হো হো করে হেসে উঠল দাউদ। 'খাসা উত্তর! কিন্তু তোমার এই রাগটাকে কাজে লাগাবার শেষ একটা চেষ্টা করব আমি, সুজা। হয়তো আমার হয়ে কাজ করার প্রস্তাবটা আবার তোমাকে দেব আমি।'

'আমার পেচ্ছাব পেয়েছে।'

দাউদের মুখের হাসিটা এতটুকু ম্লান হলো না। ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'ওদিকে বাথরূম। প্রচুর ঠাণ্ডা পানি পাবে। জানালায় লোহার বার ইত্যাদি নেই, কিন্তু উঠানটা পঞ্চাশ ফিট নিচে, এবং নিচে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড, কাজেই সাবধান। পরে কথা বলব আবার।'

দাউদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুজা। তার ঘন ঘন শ্বাস ফেলার আওয়াজ পেল রানা। 'তুমি অসুস্থ, সুজা?'

ঘুরল সুজা। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব। 'সুরাইয়ার ওপর এই অত্যাচার করার জন্যে ওকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, মেজর। সময় এলে আমার হাতে খুন হবে ও। জ্যান্ত একটা লাশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সুজার কথায় আশ্চর্য একটা দৃঢ়তা অনুভব করল রানা। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল ও। সুজা যখন ওর উদ্দেশ্য জানতে পারবে, তখন কি প্রতিক্রিয়া হবে তার?

জানালা দিয়ে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সুজা। তাকে সেখানে রেখে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা।

গোসল সেরে কাপড়চোপড় পরেছে ওরা, এই সময় ওদেরকে নিতে এল দু'জন গার্ড। এবার ওদেরকে নিয়ে আসা হলো সরাসরি ডাইনিংরূমে। খাওয়া-দাওয়ার রাজকীয় আয়োজন করা হয়েছে। ডিনার শেষ করল ওরা, পিছনে

হারেসকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল দাউদ।

পকেট থেকে দুটো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আইডেনটিটি কার্ড বের করল সে। একটাতে রানার ছবি, আরেকটায় সুজার। রানার দিকে তাকাল দাউদ। 'তুমি ক্যাপটেন কেনান।' আইডেনটিটি কার্ড দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। তাকাল সুজার দিকে। 'আর তুমি সার্জেন্ট জিবোরী। এসবের সাথে আরও রয়েছে একটা ট্রাভেল পারমিট, কয়েকজন ফিলিস্তিনী গেরিলাকে জেরা করার জন্যে হেডকোয়ার্টার থেকে রামা এবং কাছেপিঠের অন্যান্য শহরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে এতে।' পারমিটটাও রানার হাতে গুঁজে দিল দাউদ।

পারমিট আর আইডেনটিটি কার্ড পরীক্ষা করল রানা। 'নিখুঁত,' মন্তব্য করল ও।

'হতেই হবে,' বলল দাউদ। 'জাল নয়, একেবারে আসল জিনিস।' সুজার দিকে ফিরল সে। 'আমার লোকেরা এখন তোমাকে গ্যারেজে নিয়ে যাবে। আমি চাই গাড়িটা তুমি নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখ। একটু পরই আমি আর মেজর আসছি।'

চট করে রানাকে একবার দেখে নিল সুজা। মাথা ঝাঁকাল রানা। উঠে দাঁড়াল সুজা, পিছনে গার্ডদের নিয়ে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বোবা ও কালা হারেস মোহাম্মদ, হাতের স্টেনগানটা সদা প্রস্তুত। পকেট থেকে দু'প্যাকেট সিগারেট বের করে টেবিলের ওপর রাখল দাউদ। 'রেখে দাও, পথে লাগবে।'

'কিছু বলবে তুমি,' সিগারেটের প্যাকেট দুটো পকেটে ভরল রানা, 'সেজন্যেই আগে পাঠিয়ে দিলে সুজাকে। 'কি সেটা?'

'সুরাইয়ার ব্যাপারে সাংঘাতিক একটা ভাবাবেগে ভোগে ওই ছোকরা,' বলল দাউদ, 'কিন্তু আমার ওসব বালাই নেই।'

'তা আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছ?'

'বিনিময়ের জন্যে সুরাইয়া একটা পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়, এই কথাটা বুড়ো দাদুকে ভালভাবে বোঝাতে হবে তোমার। সুজা হয়তো বুড়ো দাদুকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করবে। আমি চাই সুরাইয়া আর তোমার বন্ধু ভদ্রলোকের কথা মনে রেখে তুমি তার সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে।' হারেসের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। সাথে সাথে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল হারেস। 'কোথাও যদি সামান্য একটু বেঈমানীর আভাস পাওয়া যায়, সুরাইয়া এবং তোমার বন্ধুর মাথায় দুটো গুলি করবে হারেস।'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?'

একটু অবাক হলো দাউদ। মাথাটা ধীরে ধীরে কাত করল সে। 'হয়েছে। তোমারও কিছু বলার আছে নাকি?'

'এইটুকুই যে ফিরে এসে যদি দেখি আমার বন্ধু বা সুরাইয়ার গায়ে

এতটুকু আঁচড় লেগেছে, তোমাকে আমি খুন করব, দাউদ। তোমার হাতে বন্দী থাকা অবস্থায় কিভাবে তা করব সে কথা ভাবতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট কোরো না। শুধু বিশ্বাস করো।'

রানার একটা হাত চেপে ধরল দাউদ। 'মেজর, সোনাটা আমার একান্ত দরকার। তুমি যদি ওটা পাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো, বিশ্বাস করো তোমার বা আর কারও কোন ক্ষতি আমি করব না। কথা দিলাম।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রানা। 'এবার আমরা যেতে পারি?'

'অবশ্যই।'

গ্যারেজটা মস্ত উঠানের এক ধারে। সবুজ রঙের একটা কর্টিনা চেক করছে সুজা, ওদেরকে আসতে দেখে বনেটটা ফেলে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। কালি মাখা হাতটা মুছল। তারপর জানতে চাইল, 'কোত্থেকে এটা যোগাড় করা হয়েছে?'

নিঃশব্দে হাসল দাউদ। 'গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের ডকুমেন্ট অনুসারে জেরুজালেমের একটা রেন্ট-এ-কার থেকে ভাড়া করা হয়েছে ওটা। সাদা পোশাক পরা ফিল্ড সিকিউরিটির লোকেরা সামরিক যানবাহন ব্যবহার করতে পছন্দ করে না।'

'সবদিকেই খেয়াল!'

'বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়,' রিস্টওয়াচ দেখল দাউদ। 'ভোর চারটে! খুব বেশি হলে সকাল সাতটার মধ্যে ওখানে তোমরা পৌঁছে যাবে। আরও এগারো ঘণ্টা সময় পাবে তোমরা। অর্থাৎ ডেডলাইন হলো আজ সন্ধে ছ'টায়। ওই সময় পেরিয়ে যাবার মধ্যে তোমরা যদি ফিরে না আসো, তাহলে আর কখনও ফিরে না আসলেও চলবে। কারণ আমরাই তোমাদেরকে খুঁজে বের করে নিতে পারব। বলাই বাহুল্য, সময় পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে মারা যাবে সুরাইয়া এবং ব্রিগেডিয়ার। আশা করি আমার কথার গুরুত্ব তোমরা নিজেরাও বুঝেছ, বুড়ো দাদুকেও তা বোঝাতে পারবে।'

নিঃশব্দে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সুজা। রানা বসল প্যাসেঞ্জার সীটে। জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ল দাউদ। 'ফিল্ড সিকিউরিটির লোকেরা নিরস্ত্র অবস্থায় চলাফেরা করে না, তাই গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে দুটো ব্রাউনিং পাবে তোমরা। স্বভাবতই আর্মি ইস্যু। কিন্তু বোকার মত গেটের কাছে গাড়ি ঘুরিয়ে কমান্ডো হয়ে ফিরে এসো না যেন আবার। সেটা বড় হাস্যকর হবে।'

কথা না বলে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সুজা। প্রতি সেকেন্ডে বাড়িয়ে চলল স্পীড। গেটের কাছে পৌঁছুবার আগেই স্পীডোমিটারের কাঁটা পঞ্চাশের ঘরে গিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলেও রানা তাকে কিছু বলল না। প্রচণ্ড উত্তেজনা জমা হয়ে আছে সুজার ভেতর, সেটা এই পথেই বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। গেটের কাছে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামল কর্টিনা। নেমে গেল সুজা নিজেই। গেট খুলে ফিরে এল আবার। মেইন

রোডে বেরিয়ে এল গাড়ি।

নির্জন রাস্তা। গাড়ির স্পীড কমিয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা খুলল সুজা। একটা ব্রাউনিং বের করে হাতে নিল। ড্যাশবোর্ডের আলোয় গম্ভীর থমথমে দেখাল চেহারাটা। চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল কয়েকবার, যেন মনস্থির করতে পারছে না।

'না, সুজা। মিথ্যে হুমকি দেয়নি দাউদ। এখন থেকে সুরাইয়ার সাথে ছায়া হয়ে থাকবে হারেস, একটু গোলমাল দেখলেই তাকে খুন করবে সে।'

মুহূর্তের জন্যে ব্রাউনিংটা জোরে চেপে ধরল সুজা, আঙুলের গিঁটগুলো সাদা হয়ে গেল তার। পরমুহূর্তে কি যেন বেরিয়ে গেল তার ভেতর থেকে, পিঠটা বাঁকা হয়ে গেল, ঝুলে পড়ল মুখটা। ধীরে ধীরে ব্রেস্ট পকেটে ভরে রাখল ব্রাউনিংটা। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মেজর। এখন শুধু বুড়ো দাদুই বেজন্মাটার হাত থেকে বাঁচাতে পারে সুরাইয়াকে।'

'ঠিক কোথায় আছেন তিনি?'

'রামা থেকে কয়েক মাইল উত্তরে পাহাড়ের কাছে পুরানো একটা ফার্মহাউস আছে, সেখানে। মাউন্ট জেবরিল পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে আমাদের।'

'পথে বাধা পড়বে বলে মনে করো?'

'কি জানি! যতটা সম্ভব সাইডরোড ব্যবহার করব আমরা। তারপরও যদি বাধা পড়ে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

গাড়ির স্পীড আর একটু বাড়িয়ে দিল সুজা। খানিকপর চোখ বুজল রানা, এবং নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে শুধু লক্ষ করল, বাঁক নিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকছে সুজা।

আধ ঘণ্টাও পেরোয়নি, সুজার কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলেই দেখল, আবার মেইন রোডে বেরিয়ে এসেছে গাড়ি।

'সামনে রোড-ব্লক,' মৃদু, শান্ত গলায় বলল সুজা।

গাড়ি থামতে শুরু করল। সীটের ওপর সিধে হয়ে বসল রানা। সামনেই রাস্তার ওপর একটা ব্যারিয়ার, দু'পাশে দুটো ল্যান্ড-রোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছয় জন সোলজারকে দেখা গেল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্টেন।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। একটা হাত বাইরে বের করে দিল ও, তাতে আইডেন্টিটি কার্ড। অপর হাতটা উরুর নিচে, তাতে ব্রাউনিং। জানতে চাইল, 'এখানে চার্জে আছ কে হে?'

কাছের ল্যান্ড-রোভার থেকে বেরিয়ে এল একজন সার্জেন্ট। দ্রুত, দৃঢ় পায়ে কর্টিনার দিকে এগোল সে। চেহারায় রগচটা ভাব, বোঝাই যায় সিভিলিয়ানদের পরোয়া করে না। পরনে ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম, কোমরের হোলস্টারে রিভলভার। চোটপাট দেখাবার কোন সুযোগই তাকে দিল না রানা।

কড়া মেজাজ দেখিয়ে বলল, 'ক্যাপটেন কেনান, ফিল্ড সিকিউরিটি। সরাও, ব্যারিয়ার সরাও! কুইক! দেয়ার'স এ গুড ল্যাড! আই অ্যাম ইন ওয়ান হেল অভ আ হারি! সরাও, সরাও!'

যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। ডকুমেন্টগুলোয় একবার মাত্র চোখ বুলাল সে, ফিরিয়ে দিয়ে স্যালুট করল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হুংকার ছেড়ে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল। কয়েক মুহূর্ত পর কর্টিনার পিছনে মিলিয়ে গেল আলো আর রোড-ব্লক।

স্টিয়ারিং ধরে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সুজা, হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'এ যেন বাচ্চা ছেলের হাত থেকে লজেন্স কেড়ে নেয়া। আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি, মেজর।'

খানিক পর গাড়ি ঘুরিয়ে একটা ফিলিং স্টেশনের দিকে এগোল সুজা, কিন্তু দূর থেকে সেটাকে বন্ধ দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কি ব্যাপার?'

গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলল সুজা, নিচে নামার সময় বলল, 'একটা ফোন করা দরকার। একজন বন্ধুকে অনুরোধ করে বলব সে যেন আরেক বন্ধুকে বলে দেয় তার সাথে কোথায় আমরা দেখা করব।' চলে গেল সে। ফিরে এল একটু পরই।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ছ'টা বাজে। খবর শোনার জন্যে অন করল রেডিওটা। স্তম্ভিত হয়ে প্রথমেই শুনল সাইমন পিরিস আর সুরাইয়ার নাম। ঘোষক বলে চলেছে, 'সুজা ওয়াহেদ নামে আরেকজন যুবককেও খুঁজছে পুলিস।' এরপর সুজার চেহারার বর্ণনা শুরু হলো।

দ্রুত স্টার্ট দিল সুজা। হাত দুটো কাঁপছে। কেউ কোন কথা বলল না। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল কর্টিনা। রেডিও খুলে রেখেছে রানা। মাথার ভেতর চিন্তার জাল বুনে যাচ্ছে ও। ঘোষক জানাল, মাত্র এক ঘণ্টা আগে ক্যাপটেন হিবরন, সার্জেন্ট ও প্যারাট্রুপারের লাশ পাওয়া গেছে। কিন্তু মিথ্যে পরিচয়দানকারী ব্রিগেডিয়ার, বন্দী ফিলিস্তিনী গেরিলাদের কোথাও কোন সন্ধান নেই। ওদের অনুপস্থিতি থেকেই বোঝা যায় আসলে কি ঘটেছে।

সঙ্কেতটার কথা মনে পড়ল রানার। প্রথমে ব্রাশ ফায়ার তারপর একটা সিঙ্গল শট, তারপর আবার এক পশলা ব্রাশ ফায়ার। শুনেই ওর সন্দেহ হয়েছিল, এটা একটা সিগন্যাল। অ্যাকশন পার্টির মনাদিল দাউদই হয়তো ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে, ইসরায়েল কর্তৃপক্ষের ভাড়াটে লোক সে।

তাই যদি হয়, ইসরায়েলি পুলিস বা সেনাবাহিনীর লোককে আহত বা খুন করবে না সে। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নিজের পরিচয় দেবার জন্যে গোপন কোন সিগন্যাল আছে, প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করার জন্যে। সেই মুহূর্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রানা, পর পর তিনটে গুলি করেছিল ক্যাপটেন হিবরন, সার্জেন্ট আর প্যারাট্রুপারকে লক্ষ্য করে, এখন দেখা যাচ্ছে ওর প্রতিটি গুলিই লক্ষ্য ভেদ করতে পেরেছে।

কিন্তু মনাদিল দাউদ যদি ইসরায়েল সিক্রেট সার্ভিসের লোক হয়, কর্তৃপক্ষ তাহলে সাইমন পিরিস, সুরাইয়া ও সুজাকে ধরার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছেন কেন? মনাদিল দাউদের হাতে তারা বন্দী এ খবর তাদের না জানার কারণ কি?

হঠাৎ পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল গোটা ব্যাপারটা। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার সময় বা সুযোগ হয়নি দাউদের। কিংবা হয়তো স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করার রীতিই নেই। সেজন্যেই কর্তৃপক্ষ জানে না যে ওরা মনাদিল দাউদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। পথে ওদেরকে আক্রমণ করার সময় দাউদ সিগন্যাল দিয়েছিল বটে কিন্তু, সেই সিগন্যাল যাদের বোঝার কথা সেই ক্যাপটেন হিবরন, সার্জেন্ট আর প্যারাট্রুপার লোকটা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।

'খোদা আমাদের রক্ষা করুন, মেজর।' উত্তেজিতভাবে বলল সুজা। 'রেডিওর ঘোষণা শুনে মনে হলো আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে গোটা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকেই পথে নামানো হয়েছে।'

'আর কদ্দূর?' জানতে চাইল রানা।

'সোজা গেলে তিন চার মাইল। কিন্তু হলে কি হবে, সোজা রাস্তায় যাওয়াটা এখন নিজের পায়ে কুড়াল মারার সামিল হবে। যতটা সম্ভব মেইন রোড এড়িয়ে যেতে চাই আমি। তাতে অবশ্য অনেক বেশি সময় লাগবে, তা লাগুক। ইতিমধ্যে দুটো ছোট শহরকে পাশ কাটিয়ে এসেছি আমরা। ওই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, ওটা পেরোতে হবে।'

'পথে আর কোন শহর আছে?'

'মাউন্ট জেবরিল,' বলল সুজা। 'ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। পাহাড়ের ওপর ওটা একটা ছোট শহর। তারপর আরও মাইল দেড়েক।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'কোন রকম ব্যস্ততা নয়, স্বাভাবিকভাবে শহরটা পেরোব আমরা। যদি কোন বিপদ ঘটে, ফুল স্পীডে গাড়ি চালাবার দিকে মন দেবে তুমি। গোলাগুলির ব্যাপারটা আমি সামলাব।'

'ঠিক হ্যায়, ওস্তাদ!' উৎসাহের সাথে বলল সুজা।

কিন্তু মাউন্টি জেবরিলে ঢোকার সময় মুখটা শুকিয়ে গেল সুজার। ঢালের ওপর পেঁচানো রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। শহরে ঢোকার মুখেই বাধা। দুটো ফার্ম-ট্রাক আর একটা মিল্ক ভ্যান পথ আগলে রেখেছে। জানালা দিয়ে গলা বের করে গালাগাল দিতে শুরু করল সুজা। পরমুহূর্তে আবিষ্কার করল, গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে একটা মিলিটারি রোড-ব্লকের সামনে। ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা সৈনিকরা গাড়ি ও কাগজ-পত্র চেক করছে।

এখন আর পিছিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। ধীর গতিতে সামনে এগোল

কর্টিনা। দু'পাশে দুটো ল্যান্ড-রোভার, মাঝখান দিয়ে চলে গেল মিল্ক ভ্যানটা। সামনে আর কোন গাড়ি নেই। আগের মতই নিজের আইডেনটিটি কার্ড আর ট্রাভেল পারমিট বের করে জোর গলায় একজন যুবক অফিসারকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল রানা। ইতোমধ্যে চোখ বুলিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়েছে ও। কমপক্ষে বিশজন প্যারাট্রুপার, একজন লেফটেন্যান্ট এবং একটা প্যাট্রল কার ভর্তি আর্মড পুলিস রয়েছে।

রানার ডাক শুনে এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট।

'ক্যাপটেন কেনান, ফিল্ড সিকিউরিটি,' বলল রানা। 'অত্যন্ত জরুরী কাজে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রামায় পৌঁছুতে হবে আমাদের। ব্যারিয়ারটা সরাও…'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না রানা। কারণ, প্যাট্রল কার থেকে নেমে অলস কৌতূহলের বশে যে সেপাইটা এগিয়ে আসছিল হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার জুড়ে দিল, 'সাবধান! সুজা ওয়াহেদ…!'

উরুর নিচে থেকে ব্রাউনিং ধরা হাতটা বের করেই গুলি করল রানা। রক্তাক্ত হয়ে গেল সেপাইয়ের কপাল, এর বেশি কিছু দেখার সময় পেল না রানা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে ছুটতে শুরু করল কর্টিনা। ল্যান্ড-রোভার দুটোর মাঝখানের ফাঁক গলে রকেটের মত বেরিয়ে এল গাড়ি। শেষ মুহূর্তে দুটোর সাথেই বাড়ি খেল কর্টিনা। কিন্তু তাতে তার গতি মন্থর হলো না। স্পীড আরও বাড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল সুজা। 'মাথা নিচু!'

পিছনে গর্জে উঠল একটা স্টেনগান। ঝর্ণার পানির মত ওদের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরো। খাদের কিনারার দিকে ছুটে গেল কর্টিনা। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। কিন্তু পরমুহূর্তে দেখল, গাড়িটাকে সোজা করে নিয়েছে সুজা। সামনে বাঁক। ঘুরে গেল গাড়ি।

চার

বাঁকের পর সরল রেখার মত চলে গেল রাস্তাটা। শ'দেড়েক গজ এগিয়েছে ওরা, এই সময় ঘাড় ঘুরে সরল রেখার ওপর চলে এল পুলিস কার, পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে ল্যান্ড-রোভার দুটো।

কর্টিনার স্পীড এখন ঘণ্টায় আশি মাইল, প্রতি মুহূর্তে আরও ওপর দিকে উঠছে স্পীডোমিটারের কাঁটা।

'আর কত দূর?'

'ডান দিকে একটা রাস্তা আছে, ওটা ধরে পাহাড়ে উঠে যাব আমরা, ওখানেই আমাদের দেখা করার কথা। মাইল পাঁচেক।'

সরল রেখার প্রায় শেষ মাথায় চলে এসেছে কর্টিনা, পিছনেই পুলিস কার। প্রতি মুহূর্তে মাঝখানের দূরত্ব আরও কমে আসছে।

'কি গাড়ি চালাচ্ছ!' ধমক দিল রানা। 'এসে পড়ছে ওরা...'

'ওদেরকে তাহলে একটু নিরাশ করতে হয়,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল সুজা।

সুজার কথা ভাল করে শুনতে পায়নি রানা। পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়েই পুলিস কারকে লক্ষ্য করে গুলি করল ও।

সাথে সাথে পুলিস কারের সাইড উইন্ডো থেকে পাল্টা গুলি হলো। প্রথম গুলিটা রানা আর সুজার মাঝখান দিয়ে ছুটে গেল, গুঁড়িয়ে দিল স্পীডোমিটারটা। ছাদে লেগে দিক বদল করল দ্বিতীয়টা।

রাস্তার সাথে চাকার ঘর্ষণে বিশ্রী তীক্ষ্ণ আওয়াজ হলো। গভীর খাদের দিকে ছুটে গেল কর্টিনা, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ওরা, স্টিয়ারিং হুইল ছুটে গেল সুজার হাত থেকে। সামনে বাঁক।

সীটের ওপর কাত হয়ে পড়েছে সুজা। স্যাঁত করে একটা হাত উঠে গেল স্টিয়ারিং হুইলে। আবার একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে গেল কর্টিনার নাক। কিন্তু যতটুকু ঘোরার তার চেয়ে বেশি ঘুরল। আড়াআড়ি ভাবে বাঁক নিতে শুরু করল গাড়ি।

মুহূর্তের জন্যে বোঝা গেল না ঠিক কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু বাঁক পেরিয়ে আসতেই আবার সুজার পূর্ণ আয়ত্তে চলে এল গাড়ি। পরবর্তী বাঁকের কাছে চলে এসেছে ওরা। শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে কর্টিনাকে সোজা করে রাখল সুজা।

কিন্তু পিছনে পুলিস কারের ড্রাইভারের হিসেবে ভুল হয়ে গেল। সামনে বাঁক সেটা তার জানার কথা, কিন্তু বাঁকটা কত দূরে তা বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি সে। কর্টিনাকে হঠাৎ বাঁক নিতে দেখে ব্যাপারটা টের পেল সে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এসবের সাথে নার্ভাসনেস যোগ হয়ে বিপত্তি ঘটিয়ে বসল। রাস্তার ঠিক মাঝখানে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠল গাড়িটা। পুরো দু'পাক চক্কর খেল, তৃতীয় চক্করটা পুরো হবার আগেই বাঁ দিকের ঝোপ-ঝাড়ের দিকে ছুটে গেল সেটা। তারপর কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল।

রিয়ার ভিউ মিররে সবই দেখল সুজা। হো হো করে হেসে উঠল সে। 'খুব মজা! তাই না, ওস্তাদ?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই প্রথম ল্যান্ড-রোভারকে বাঁক ঘুরতে দেখল রানা, দ্বিতীয়টাও রয়েছে পিছনে। সামনে, বাঁ দিকে একটা সাইনপোস্ট দেখল রানা, তীর বেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে। হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ব্রেক কষল সুজা, তিন নম্বরে নামিয়ে আনল গিয়ার, দীর্ঘ আরেকটা ঢালে নেমে এল গাড়ি—এবং অনেকটা যেন ভোজবাজির মত সরু একটা মেঠো পথে পৌঁছে গেল ওরা। ধূসর রঙের পাথরের দেয়াল দু'পাশে, প্রায় খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে পথটা।

পরিস্থিতি আগের চেয়ে একটু শান্ত এখন। কিন্তু সামনের রাস্তাটা এত

বেশি উঁচু-নিচু আর বারবার বাঁক নিয়েছে যে স্পীড কমিয়ে আনতে বাধ্য হলো সুজা। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা পথ, কোথাও কোথাও ত্রিশ মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতেও বুক কাঁপবে দক্ষ ড্রাইভারের।

'মাউন্ট জেবরিল তো পেরিয়ে এলাম, আর কত দূর?'

'আজরাব? আড়াই মাইল। রামাকে পাশ কাটিয়ে যাব আমরা। কিন্তু পেছনে ফেউ নিয়ে বুড়ো দাদুর সাথে দেখা করব কিভাবে? দেখেশুনে মনে হচ্ছে আজরাব পেরিয়ে আরও কিছু দূর যেতে হবে, তারপর আবার ফিরে আসব।'

জানালা দিয়ে মাথাটা বাইরে বের করে দিল রানা। নিচের দিকে তাকাল ও, যেখানে ধূসর রঙের পাথরের পাঁচিল বাঁক নিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে ল্যান্ড-রোভার দুটোকে দেখতে পেল ও। কয়েকশো গজ পিছনে পড়ে গেছে।

'পাহাড়ের ওপর দিয়ে এটাই কি একমাত্র রাস্তা?'

মাথা ঝাঁকাল সুজা। 'এই সেকশনে এটাই একমাত্র।'

'তাহলে আমাদের কোন আশা নেই। তোমার জন্যে একটা খবর আছে। মার্কনী নামে এক লোক আমাদেরকে বিপদে ফেলার জন্যে রেডিও নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করে রেখে গেছে। পাহাড়ের ওপারে আমরা পৌঁছুতে পৌঁছুতে চারদিকে খবর পাঠিয়ে দেবে ওরা। কয়েক মাইল জুড়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে পুলিস আর সোলজার।' মাথা নাড়ল রানা। 'অন্য চেষ্টা করতে হবে, সুজা।'

'যেমন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। একমাত্র বিকল্প উপায়টা ধরা দিল মগজে। 'আমাদেরকে মরতে হবে, সুজা। অন্তত দু'এক ঘণ্টার জন্যে ওদেরকে ভাবতে দিতে হবে যে আমরা মারা গেছি। আজরাবের ওপারে গিয়ে মরাই বোধহয় ভাল হবে।'

দুটো রাস্তা, একটা রেস্তোরাঁ, ছোট একটা মসজিদ, পাহাড়ের পাদদেশে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা পাথরের ঘর, এই হলো আজরাব। প্রাণের একমাত্র চিহ্ন দেখা গেল মেইন রোডের মাঝখানে, একটা নেড়ি কুকুর। গাড়ির আওয়াজ শুনে লেজ দাবিয়ে ভাগল সে। সগর্জনে গ্রামটাকে পেরিয়ে এল গাড়ি। অপর দিকে রাস্তাটা প্রায় খাড়াভাবে উঠতে শুরু করেছে।

গ্রাম ছাড়িয়ে আধ মাইলটাক চলে এল ওরা, চুলের কাঁটার মত একটা বাঁক ঘুরল কর্টিনা, মাঝ-রাস্তায় ব্রেক করে গাড়ি দাঁড় করাল সুজা। বাঁ দিকে এক কাঠের বেড়া। গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত এগোল রানা, বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল। খাড়া নেমে গেছে ঢালের গা। একশো ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ফিট নিচে খাদ, ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালার মাঝখানে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা।

'এখানেই,' বলল ও। 'নাও, হাত লাগাও!'

ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা ফেলে দেবার কথা ভেবেছিল রানা, কিন্তু সুজা ওকে অবাক করল। গাড়ি থেকে না নেমে গিয়ার বদল করে সোজা বেড়ার দিকে চালিয়ে দিল সেটাকে। বেড়ার সাথে ধাক্কা খেল কর্টিনা, মড়মড় আওয়াজ তুলে ভেঙে গেল কাঠের তক্তাগুলো। একটা হার্টবিট মিস করল রানার হৃৎপিণ্ড। রুদ্ধ হয়ে এল শ্বাস। গাড়িটা পড়ে যাচ্ছে। গেল, গেল… নেই! কিন্তু সুজা? সামনে ধুলোর পাহাড়। গাড়ির ভেতর রয়ে গেছে সুজা, অন্তত তাই মনে হলো রানার। কিন্তু ধুলো একটু সরে যেতেই দেখতে পেল ও, ঢালের কিনারা থেকে বুকে হেঁটে ফিরে আসছে সে। তারপর একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সেই সাথে খাদের নিচ থেকে ভেসে এল ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজ। পরমুহূর্তে শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, যেন পঞ্চাশ পাউন্ড জেলিগনাইট ডিটোনেট করা হলো। কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। ঝর্ণার পাশে দাউ দাউ আগুন ছাড়া কিছুই দেখল না ও।

ওদিকে পাহাড়ে চড়তে শুরু করছে ল্যান্ড-রোভার দুটো, হঠাৎ ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল রানা। ঘুরতেই দেখল, রাস্তার ওপর দিকের বেড়া লক্ষ্য করে ইতোমধ্যেই দৌড়াতে শুরু করেছে সুজা। ছুটল রানাও। বেড়া টপকে অনুসরণ করল সুজাকে। পাহাড়ের দিকে হাঁটছে। অর্ধেকটা দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে ওরা, এই সময় দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরল। ঝোপ আর গাছপালার আড়াল থেকে নিচের দিকে তাকাল দু'জন। ল্যান্ড-রোভার দুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে, ঝপ ঝপ করে নামছে সাব-মেশিনগানধারী প্যারাট্রুপার। ছুটে রাস্তার কিনারায় চলে গেল তারা, নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই যুবক লেফটেন্যান্ট। এরপর কি ঘটল দেখার জন্যে ওখানে আর অপেক্ষা করল না রানা। সুজার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিল ও। তারপর ছুটতে শুরু করল গাছপালার ভেতর দিয়ে। ছোট্ট একটা পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে সরু একটা নালাকে অনুসরণ করল ওরা। আজরাব গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে এই নালা।

জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ওরা, অদূরেই দেখা গেল একটা মসজিদের পিছনের অংশ। একটা পাঁচিলের পাশ ঘেঁষে মেইন রোডের ওপর গিয়ে পড়ল রানার দৃষ্টি, একটা ল্যান্ড-রোভারকে দেখতে পেয়েই সুজার হাত ধরে তাকে পিছিয়ে আনল ও। বাড়ি ঘরের আড়ালে ল্যান্ড-রোভারটা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ঝোপের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকল ওরা।

'আসুন, মেজর,' বলল সুজা। 'আমার পিছু নিন। ঠিক যা বলব তাই করবেন।'

একটা কবরস্থানের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। রাস্তা থেকে কেউ যাতে দেখতে না পায় সেজন্যে যথা সম্ভব পাথরের উঁচু সমাধিগুলোকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করল। মসজিদের পিছনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এই

সময় পাঁচিলের শেষ মাথার কাছে রাস্তার ওপর দেখা গেল দু'জন প্যারাট্রুপারকে। একটা সমাধির আড়ালে গা ঢাকা দিল ওরা। প্যারাট্রুপাররা অদৃশ্য হয়ে যেতে মসজিদের চওড়া বারান্দায় উঠে এল সুজা, পিছনে রানা। দরজাটা প্রকাণ্ড, খুলে ভেতরে ঢুকল সুজা। পিছন ফিরে ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে শব্দ করতে নিষেধ করল রানাকে, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল ওকে।

মসজিদের ভেতরটা আশ্চর্য ঠাণ্ডা। ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন লোক নামাজে দাঁড়িয়েছে। একটু শব্দ নেই। এই সকাল বেলা কিসের নামাজ? একটু পরই ব্যাপারটা টের পেল রানা। নামাজ নয়, জানাজা। জানাজায় দাঁড়ানো লোকজনের সামনে কাফনে মোড়া একটা লাশ শোয়ানো রয়েছে কাঠের একটা খাটে। দু'এক জন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে, বাকিরা নিশ্চুপ ও অনড়। ধীর পায়ে লাইনের শেষ মাথার দিকে এগোল ওরা। এই সময় হঠাৎ কড়া একটা আদেশের সুর শোনা গেল। মসজিদ ঘরের দূর প্রান্তের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভারী বুট জুতোর আওয়াজ ভেসে এল বাইরের করিডর থেকে। খপ্ করে রানার একটা হাত চেপে ধরল সুজা, টেনে নিয়ে গিয়ে মাঝখানের লাইনের ভেতর দাঁড় করিয়ে দিল ওকে। নিজেও দাঁড়াল ওর পাশে। এগিয়ে আসছে বুট জুতোর আওয়াজ।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মৌলভী সাহেব, তিনিই জানাজা পড়াচ্ছেন। নিঃশব্দে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল প্যারাট্রুপার লেফটেন্যান্ট, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, হাতে স্টেন, তাকিয়ে আছে জানাজায় দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে।

জানাজা পড়ানো শেষ করে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন মৌলভী সাহেব। 'অফিসার, এর আগেও আপনাদেরকে আমি নিষেধ করেছি পাক-সাফ না হয়ে মসজিদের ভেতর ঢুকবেন না…'

'দুঃখিত, হুজুর,' বিনয়ের অবতার বলে মনে হলো লেফটেন্যান্টকে। 'কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়েছে মসজিদের ভেতর দু'জন পকেটমার ঢুকে পড়েছে। মুসল্লীদের পকেট কাটবে ভেবে…'

'এদিকের পকেটমারদের সবাইকে আমি চিনি,' বললেন মৌলভী সাহেব। 'যাঁরা জানাজা পড়লেন তাঁদের সবাইকেও আমি চিনি—এঁদের মধ্যে কেউ পকেটমার নেই।'

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে…'

জানাজা শেষ করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বেশির ভাগ লোকজন, ভিড়ের সাথে মিশে গিয়ে রানা আর সুজাও বেরিয়ে এল বাইরে। করিডর ধরে কয়েক গজ এগিয়েই একটা সিঁড়ি, সেটা ধরে দোতলায় উঠে এল ওরা। সিঁড়ির মাথায় একটা দরজা, খোলাই ছিল সেটা। রানাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সুজা, কিন্তু দরজাটা বন্ধ করল না।

কেউ নেই ঘরের ভেতর। একটা সিঙ্গল খাট, দুটো কাঠের চেয়ার আর একটা টেবিল ছাড়া কিছুই নেই। জানালাগুলো বন্ধ, ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। পায়ের আওয়াজ হলো সিঁড়িতে। পকেট থেকে ব্রাউনিংটা বের করে হাতে নিল রানা, হাতটা সরিয়ে পিছন দিকে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকলেন মৌলভী সাহেব। এই প্রথম তাঁকে ভাল করে দেখতে পেল রানা। এবং সাথে সাথে চিনতে পারল। জেরুজালেমের একটা মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসে এই মৌলভী সাহেবকেই রাস্তায় দাঁড়াতে দেখেছিল রানা।

'সুজা?' বললেন বুড়ো দাদু। 'কি হয়েছে? সব খবর ভাল তো?'

পাঁচ

ঘরের ভেতর রানাকে রেখে বাইরের করিডরে বেরিয়ে গেল ওরা। নিচু গলায় কথা বলছে, অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে কানে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা সিগারেট ধরাল রানা। খানিক পায়চারি করল, তারপর বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

মিনিট দশেক পর ঘরে ঢুকল সুজা, তার পিছু পিছু বুড়ো দাদু। ষাটের ওপর বয়স, কিন্তু চেহারায় শক্তি ও প্রাণ চাঞ্চল্যের ভাব ফুটে আছে। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন রানার দিকে। বিছানার কিনারায় বসল সুজা।

'আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না, মেজর শাকের,' রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন বুড়ো দাদু। 'আপনার প্রতি আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।'

'না, কৃতজ্ঞ হবার কি আছে, কিছুই তো আমি করিনি...'

'সব শুনেছি আমি,' রানাকে বাধা দিয়ে বললেন বুড়ো দাদু। 'সুরাইয়া আমার একমাত্র আপনজন, দাউদের হাত থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে আপনি যে ঝুঁকি নিয়েছেন...খোদা আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন! আচ্ছা, গোটা ব্যাপারটা গুছিয়ে বলুন তো দেখি আমাকে। ঠিক কি চায় দাউদ?'

'ওর শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া আপনার কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না...'

রাস্তা থেকে ভেসে এল ব্রেক করে গাড়ি থামার আওয়াজ। মনে হলো আরেকটা গাড়ি। একটা কড়া কমান্ড শোনা গেল।

ক্ষীণ একটু হাসলেন বুড়ো। 'পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ঠিকই বলছেন। বিশেষ কোন উপায় নেই। ওকে একা সামলানো হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু এই যে এরা পিছনে লেগে থাকায়...অপেক্ষা করুন এখানে।' শেষের কথাটা নির্দেশের মত শোনাল রানার কানে।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন বুড়ো দাদু। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন তিনি। একটা সিগারেট ধরাল ও। 'মনে হলো এই মসজিদের ইমামের দায়িত্ব পালন করছেন বুড়ো দাদু। ব্যাপারটা কি? নিশ্চয়ই তিনি এই মসজিদের বাঁধাধরা ইমাম নন?'

'বুড়ো দাদু নোটিশ দিলেই এই মসজিদের স্থায়ী ইমাম সাহেব অসুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যান।'

'সুরাইয়ার ব্যাপারে কি করবেন তিনি?'

'কিছু বলেননি এখনও।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাল সুজা, বোঝা গেল কথা বলার প্রবৃত্তি নেই তার।

মিনিট দশেক পর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। রানা ও সুজা দু'জনেই ব্রাউনিং বের করে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে আর কেউ নয়, ভেতরে ঢুকলেন বুড়ো দাদু।

'আরও ট্রুপস এসেছে,' বললেন তিনি। 'আরও নাকি আসবে। বেশিরভাগই প্যারাট্রুপ। লেফটেন্যান্টের সাথে কথা হলো। একেবারে কচি বয়স, খুব ভাল ছেলে। কি যেন নাম বলল···নুমান।' ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর, গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি।

'কিন্তু আমাদের কি হবে? কি ঘটতে যাচ্ছে?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল সুজা।

'ওদের ধারণা খাদের ভেতর পড়ে আছ তোমরা, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছ। কিন্তু পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নয়। খাদে লোক নামানো হয়েছে, তল্লাশী চলছে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ফার্মহাউসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে তোমাদের। সাথে মুসা যাবে। ওখানে লুকাবার ভাল জায়গা আছে।'

'কিন্তু সুরাইয়ার ব্যাপারে কি করা হবে?'

'আগে একটা বিপদ কাটুক, তারপর আরেকটার কথা ভাবা যাবে, বাবা,' সুজার কাঁধে হাত রেখে বললেন বুড়ো দাদু। 'তোমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না···'

কবরস্থানের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল বুড়ো মুসা। জঙ্গলের ভেতর ঢুকে মিনিট পনেরো এক নাগাড়ে হাঁটল ওরা, পথে কোথাও দেখা হলো না কারও সাথে। গাছপালার ভেতর থেকে নির্জন একটা উপত্যকায় বেরিয়ে এল ওরা। কাছেই দেখা গেল ফার্মহাউস। করুণ, ধসে পড়া অবস্থা, এখানে সেখানে ভেঙে পড়েছে বেড়া, ভেতরের পাঁচিল আর দেয়ালগুলো থেকে অনেক কাল আগেই খসে পড়েছে প্লাস্টার। কাছেপিঠে দেখা গেল না কাউকে। উঠান পেরিয়ে বড়সড় দোতলা গোলাবাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বুড়ো মুসা। ভেতরে একটা শস্য মাড়াই যন্ত্র, তাতে মরচে ধরে গেছে। ভাঙা একটা ট্রাক্টর দেখা গেল। ছাদে কয়েকটা গর্ত, কিছু টালি

অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে।

কাঠের একটা মই নিয়ে গোলাবাড়ির শেষ মাথায় চলে এল মুসা। দেয়ালের গায়ে দাঁড় করাল সেটাকে। ওপরে কাঠের ছাদ।

'পিছু নিন, মেজর,' বলল সুজা। মই বেয়ে তরতর করে উঠে গেল সে। মাঝামাঝি উঠে কাঠের প্ল্যাঙ্কিঙের গায়ে আটকানো একটা গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে চাপ দিল জোরে, সাথে সাথে কাঠের তক্তা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল একটা ট্র্যাপ ডোর। চারকোনা ছোট্ট একটা দরজা, কোনমতে একজন মানুষ গলতে পারে। সেটা গলে ওপরে উঠে গেল সুজা। তাকে অনুসরণ করল রানা।

মইটা সরিয়ে নিয়ে গেল বুড়ো মুসা, আগের জায়গায় রেখে দিল সেটাকে। ওপর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সুজা। চারদিকের চিকন ফাটল আর সরু ফুটো থেকে ক্ষীণ আলো আসছে, তাতে ভাল করে দেখা যায় না কিছু। তবে ঘরটা যে একেবারে ছোট তা বেশ বুঝতে পারল রানা। কোন রকমে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিলে সিলিঙে ঠুকে যাবে মাথা। ঘরের দূর প্রান্তে আরেকটা মইয়ের আভাস দেখা গেল। সেদিকে এগোল সুজা। ঘরের মেঝেতে আরেকটা ট্র্যাপ ডোর, সেটা থেকে বেরিয়ে এসেছে মইয়ের শেষ মাথা।

'আসুন, মেজর,' বলল সে। 'খুব সাবধানে কিন্তু। পড়লে ত্রিশ ফিট নিচে পড়বেন। ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করার মত ডাক্তার নেই এদিকে।'

নামতে শুরু করল সুজা। অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে। অনুসরণ করল রানা।

'ধীরে ধীরে, মেজর! প্রায় পৌঁছে গেছেন।'

একটু পরই নিরেট মেঝেতে পা পড়ল রানার। দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালল সুজা। দেয়ালে ঝোলানো একটা কুপি জ্বালল সে। বলল, 'আর কোন চিন্তা নেই। এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ, মেজর। যত খুশি বিশ্রাম নিন।'

দুটো আয়রন কট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি দেখা গেল ঘরের ভেতর। কটের ওপর সুন্দর, আরামদায়ক বিছানা। একটা শেলফে টিনে ভরা শুকনো খাবার সাজানো রয়েছে। ছয়জন লোকের পুরো এক হপ্তার রসদ।

'ঠিক কোথায় রয়েছি আমরা বলো তো?'

'গোলাবাড়ির নিচে,' বলল সুজা। 'বিশ বছরের ওপর বুড়ো দাদু গা ঢাকা দেবার জন্যে এই জায়গা ব্যবহার করছেন, কেউ এর হদিস জানে না।'

কামরার শেষ প্রান্তটা একজন কোয়ার্টারমাস্টারের স্টোরের মত দেখতে। কমপক্ষে এক ডজন ব্রিটিশ আর্মি ইস্যু অটোমেটিক রাইফেল, কয়েকটা পুরানো লী এনফিল্ড কয়েকটা স্টার্লিং আর ছয় কি সাত বাক্স অ্যামুনিশন রয়েছে। শেলফে ভাঁজ করা অবস্থায় কিছু ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্মও দেখা গেল।

'কোত্থেকে যোগাড় হলো এসব?'

'ছিনিয়ে এনেছি,' বলল সুজা। 'কখনও যদি কোন আর্মস ডিপো লুট করতে যাওয়া হয় তখন এগুলো কাজে লাগে।' গায়ের শার্ট খুলে বিছানার ওপর লম্বা হলো সে। 'বড় ক্লান্ত আমি, মেজর।'

একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল সে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে রানাও বিছানায় উঠল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না।

ঘুমটা কেন ভাঙল বলতে পারবে না রানা। চোখ মেলে দেখল একটা চেয়ারে বসে আছেন বুড়ো দাদু। একমনে একটা বই পড়ছেন তিনি। রানাকে নড়ে উঠতে দেখে মুখ তুললেন।

'এখন একটু তাজা লাগছে, তাই না?'

রিস্টওয়াচ থেমে গেছে দেখে জানতে চাইল রানা, 'ক'টা বাজে এখন?'

'দশটা। ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়েছেন...'

'সুজা?'

দ্বিতীয় বিছানার দিকে তাকালেন বুড়ো দাদু। 'এখনও মড়ার মত পড়ে আছে।'

বিছানা থেকে নামল রানা। এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। টেবিলে একটা নতুন সিগারেটের প্যাকেট দেখল ও, নিশ্চয়ই বুড়ো দাদু এনেছেন। সেটা তিনি রানার দিকে ঠেলে দিলেন। তাঁর হাতের বইটা লক্ষ করল রানা। সেন্ট অগাস্টিনের সিটি অভ গড।

পাইপ আর টোব্যাকো পাউচ বের করলেন বুড়ো দাদু। পাইপে আগুন ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'সমস্যাই বটে!'

'তার মানে এখনও ঠিক করেননি কি করা হবে?'

'সুরাইয়ার ব্যাপারে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'ঠিক করার আর আছে কি! দাউদের মতলব বোঝার জন্যে আমাকেই মায়রায় যেতে হবে।'

'আপনি যাবেন? এত সহজে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত...!'

'আমার যাওয়াটাই তো সহজ!' অবাক দেখাল বুড়ো দাদুকে।

'লোক ভাল নয় দাউদ,' বলল রানা। 'যা বলেছে করবে। সোনাটা কোথায় আছে আপনি তাকে না জানালে সুরাইয়াকে খুন করবে সে।'

'জানি। দাউকে আমি আপনার চেয়ে ভাল করে চিনি, মেজর। অনেক দিন আমার কাছে ছিল ও।'

'ছাড়াছাড়ি হলো কেন?'

'সময়ের সাথে অনেক মানুষই তো বদলায়।' একটা শ্বাস ফেলে কড়ে আঙুল দিয়ে নাকের পাশটা চুলকালেন তিনি। 'লোকে যাকে প্রাচীন পন্থী বিপ্লবী বলে, আমি তাই। কি এবং কতটুকু লাভ হবে তা আগে জেনে নিই, জেনে নিই কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তারপর কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই—হুট করে জেদের বশে কিছু করে বসি না। আমার এই নীতিটাই বোধহয়

পছন্দ হয়নি তার।'

'তার নীতিটা কি?' মৃদু গলায় জানতে চাইল রানা।

'সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া সে। তার ধারণা, সন্ত্রাস এককভাবেই স্বাধীনতা আনতে পারে। আমার বিচারে, আত্মহননের একটা পথ বেছে নিয়েছে সে।'

কিছুক্ষণ আর কেউ কথা বলল না। এক সময় রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'তার দাবি আপনি পূরণ করবেন?'

'করা আর না করা সমান নয় কি?' শান্তভাবে বললেন বুড়ো দাদু। 'মানুষ হিসেবে আসলেই যে খারাপ, সে কি কথা দিয়ে কথা রাখে? রাখবে তার কোন নিশ্চয়তা আছে?'

'মানুষ হিসেবে আসলেই খারাপ এমন একটা লোক আপনার দলে এত দিন ছিল কিভাবে?'

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন বুড়ো দাদু। 'বিপ্লবীদের মধ্যেও ভাল, মন্দ এবং ভাল-মন্দে মেশানো এই তিন ধরনের লোক আছে, মেজর। কিন্তু একটা ব্যাপারে এদের মধ্যে কোন অমিল নেই। এরা সবাই বিপ্লবী। কেউ শুধু ধ্বংস করতেই ভালবাসে। কেউ আগুপিছু ভেবে দেখে। কেউ শুধু সিদ্ধান্ত নিতে এত বেশি সময় নেয় যে এক সময় দেখা যায়, তার আর করার মত কোন কাজই নেই।'

'দাউদ কোন্ দলে পড়ে?'

'কোন দলেই পড়ে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন বুড়ো দাদু।

প্রায় চমকে উঠল রানা। 'তার মানে?'

'যখনই দেখলাম যে কিছু কিছু কাজের কারণ ব্যাখ্যা করতে বললে গোঁজামিল একটা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে যেতে চায় তখনই বুঝলাম বিপ্লবীই নয় ও। কিন্তু আমার উপলব্ধিটা ওকে জানতে দিইনি। তবে একটু কড়া দৃষ্টি রাখলাম ওর ওপর। সেটা টের পেয়ে যায় ও, তারপরই কেটে পড়ে।'

'বিপ্লবী নয় তো কি সে?'

রানার চোখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মাথা নাড়লেন বুড়ো দাদু। 'তা তো জানি না!'

আবার দু'জনের মাঝখানে নিস্তব্ধতা নেমে এল। এবার প্রথম কথা বললেন বুড়ো দাদু। 'অনধিকার চর্চা না হয়ে গেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' অনুমতি দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি কে?' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিলেন তিনি। 'আপনি যে একজন অস্ত্র বিক্রেতার প্রতিনিধি তা আমি জানি। আমি জানতে চাই, আসলে আপনি কে?'

ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্ন। কিন্তু অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা উত্তর দেয়া থেকে বাঁচিয়ে দিল রানাকে। ওদের মাথার ওপরের ছাদে দমাদম তিনটে আওয়াজ হলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন বুড়ো দাদু। মইয়ের দিকে ছুটলেন তিনি।

বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল সুজা।

'কি হলো? কি হলো?'

'জানি না,' বলল রানা। ওর হাতে বেরিয়ে এসেছে ব্রাউনিংটা।

মই বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন বুড়ো দাদু। একটু পরই ফিরে এলেন তিনি। 'আর দেরি করার মানে হয় না। আমাদের রওনা হবার সময় হয়েছে।'

কয়েক সেকেন্ড তাঁর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সুজা। 'ব্যাপারটা কি?'

'তোমরা মায়রায় দাউদের কাছে ফিরে যাচ্ছ, সুজা,' শান্তভাবে বললেন তিনি। 'আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি।'

'এ আপনি কি বলছেন! চারদিকে পুলিস আর প্যারাট্রুপার গিজগিজ করছে...'

'জানি। সেজন্যেই তো সহজে যেতে পারব। এত প্যারাট্রুপারের মধ্যে আরও দু'জন প্যারাট্রুপারকে কেই বা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে?'

কামরার আরেক প্রান্তে চলে গেলেন তিনি, একটা ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন টেবিলের দিকে। 'ব্যাজ পদক সব এর মধ্যে লাগানো আছে, এটা পরে পুরোদস্তুর একজন মেজর বনে যান।' সুজার দিকে তাকালেন তিনি। 'ইউনিফর্ম পরে কর্পোরালের ব্যাজ ইত্যাদি লাগিয়ে নিতে হবে তোমাকে।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সুজা।

'প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'পানির মত সহজ। সামরিক পোশাক পরে নিচের গ্রামে নেমে যাবেন আপনারা। খোলা রাস্তা দিয়ে নয়, যাবেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। কেউ যদি দেখে ফেলে, ভাববে আর সবার মত তল্লাশী চালাচ্ছেন আপনারাও। গ্রামের অপরপ্রান্তের রাস্তা থেকে আপনাদেরকে আমি গাড়িতে তুলে নেব। ওটা একটা পুরানো আমলের মরিস টেন। তেমন জোরে ছোটে না, তবে আমার জীবনের একটা সম্পদ ওটা। ঘন্টায় চল্লিশ মাইলের বেশি স্পীড ওঠে না এমন একটা গাড়িকে ধাওয়া করতে উৎসাহ বোধ করে না কেউ।' একটা ব্রীফকেস তুলে নিলেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন সুজার দিকে। 'এতে কিছু সাদা পোশাকও আছে। সাথে রেখো, কাজে লাগতে পারে।'

'আপনি কি মৌলভী সাহেবের ছদ্মবেশ নিয়েই থাকবেন?'

'অবশ্যই। প্ল্যানের ওটাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পথে যদি দাঁড় করানো হয় আপনাকে, বলবেন একটা সনাক্তকরণের কাজে আপনি আমাকে মিঁওনায় নিয়ে যাচ্ছেন। মেজর পদের ওপর সাধারণ সোলজারদের সাংঘাতিক শ্রদ্ধাবোধ আছে, মেজর শাকের। ভাগ্য বিরূপ না হলে কোথাও এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতে হবে না আমাদের।' রিস্টওয়াচ দেখলেন বুড়ো দাদু। 'তাহলে সেই কথাই রইল। আধ ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে গাড়িতে আশা করব

আমি।'

'কিন্তু বুঝলাম না!' অবাক হয়ে বলল রানা। 'মি'ওনায় কেন? ওটা তো উল্টোদিকের রাস্তা! মায়রায় যেতে হলে তো...!'

'উল্টোদিকে গেলে কেউ আমাদেরকে সন্দেহ করবে না। সরাসরি মায়রার দিকে কোন গাড়িকে যেতে দেখলে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাবে ওরা। মি'ওনা থেকে নাহারিয়ায় যাব, ওখান থেকে মায়রা।' মই বেয়ে চলে গেলেন বুড়ো দাদু।

চেহারাটা গম্ভীর থমথমে হয়ে আছে সুজার। তবে ইতোমধ্যে কর্পোরালের পোশাক পরে নিয়েছে সে। রানারও পরা শেষ হলো। ব্রাউনিংটা কোমরের হোলস্টারে ঢুকিয়ে নিয়ে সুজার দিকে তাকাল ও। সে তার ব্রাউনিংটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল। এরপর দু'জনেই বুড়ো দাদুর আর্মারী থেকে একটা করে স্টার্লিং তুলে নিল।

সুজাকে অনুসরণ করে গোলাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। মইয়ের নিচে অপেক্ষা করছিল বুড়ো মুসা। ওদের বেশভূষা দেখে মোটেও অবাক হলো না সে। মইটা তুলে আগের জায়গায় রেখে দিল তখুনি। উঠান পেরিয়ে বেড়া টপকাল ওরা, এই সময় মনে পড়ল রানার, মসজিদে দেখা হবার পর থেকে ওদের কারও সাথে একটাও কথা বলেনি বুড়ো মুসা।

করবস্থান পেরিয়ে এল ওরা। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল। উপত্যকার অপরপ্রান্তে পৌঁছুবার আগে দু'বার ওদের ডানদিকের রাস্তায় ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম দেখতে পেল রানা। জঙ্গলের ভেতর থেকে না বেরিয়েই গ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। রাস্তার কাছে এসে ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকল। ঝড়ের গতিতে গ্রামের দিকে ছুটে গেল একটা ল্যান্ড-রোভার। তিন মিনিট পর গ্রামের দিক থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বুড়ো দাদুর পুরানো মরিস টেনকে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। গাড়িটা ওদের পাশে থামল। পিছনের সীটে উঠে পড়ল সুজা। রানা বসল সামনের সীটে। গাড়ি ছেড়ে দিলেন বুড়ো দাদু।

'দেখলেন তো?' রানার দিকে ফিরে মৃদু হাসলেন তিনি। 'বলিনি, পানির মত সহজ?'

প্রথম কয়েক মাইল কিছুই ঘটল না। বেশ কয়েকটা সামরিক যানবাহন উল্টোদিকে ছুটে গেল, কিন্তু কোথাও কোন রোড-ব্লক চোখে পড়ল না। উল্টোদিকের রাস্তা ধরে বুড়ো দাদু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

প্রথম রোড-ব্লক পড়ল মি'ওনায়। যানবাহনের লাইন লেগে গেছে। কিন্তু লাইনের শেষে গাড়ি দাঁড় করালেন না বুড়ো দাদু। ধীর গতিতে লাইনের মাথার দিকে এগোল মরিস টেন।

'গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে যাচ্ছি আমরা, তাই না?' মুচকি হেসে বললেন বুড়ো দাদু। 'লাইন দিতে যাব কেন?'

লাইনের মাথায় থামল মরিস টেন। ছুটে এল একজন সার্জেন্ট। রানার ইউনিফর্মে মেজরের ব্যাজ দেখে শশব্যস্ত হয়ে ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল সে।

'কুইক, সার্জেন্ট, কুইক!' ভারী গলায় বলল রানা। 'একটা আইডেনটিফিকেশনের কাজ সেরে এতক্ষণে নাহারিয়া থেকে ফিরে আসার কথা আমাদের। বুঝতে পারছ, সাংঘাতিক দেরি হয়ে গেছে। ব্যারিয়ার সরাও!'

যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। ব্যারিয়ার সরিয়ে দিতে ত্রিশ সেকেন্ড সময়ও নিল না ওরা। ফুলস্পীডে ছুটে চলল মরিস টেন। পিছনের সীট থেকে হাততালি দিয়ে উঠল সুজা। 'কি চমৎকার!' রানার দিকে ফিরে নিঃশব্দে মুচকি একটু হাসলেন বুড়ো দাদু।

কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে।

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ বুম করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল গাড়ির নিচের দিকে। সাথে সাথে ব্যাপারটা বুঝল সবাই। মরিস টেনের পিছনের একটা টায়ার ফেটে গেছে। ভাগ্যিস স্পীড খুব বেশি ছিল না, কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটার আগেই রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করাতে পারলেন বুড়ো দাদু। স্টার্ট বন্ধ করে শান্তভাবে বললেন তিনি, 'স্পেয়ার হুইল। জলদি!'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সবাই। রানার হাতে একটা জ্যাক ধরিয়ে দিল সুজা। বুট থেকে স্পেয়ার হুইলটা বের করল রানা। ঠিক এই সময় একটা ল্যান্ড-রোভারকে দেখা গেল। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে মি'ওনার দিকে চলে গেল সেটা। কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে কি মনে করে ড্রাইভার সেটাকে থামাল, তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

হুইলটা সুজার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল রানা, 'তুমি তোমার কাজ করতে থাকো।'

ল্যান্ড-রোভার থামিয়ে নিচে নামল ড্রাইভার। একজন ল্যান্স-কর্পোরাল। অল্প বয়স। চেহারায় বিনয় ও ভক্তির কোন অভাব নেই। রানার সামনে দাঁড়াল সে। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। তারপর বলল, 'আমি কোন সাহায্যে করতে পারি, স্যার?'

লোকটাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে গিয়েই ভুলটা করল রানা। 'না। সামান্য কাজ, আমরাই সেরে নেব। তুমি যাও।'

ক্ষীণ একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটল ল্যান্স-কর্পোরালের চোখে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অফিসাররা অধঃস্তনদেরকে বেগার খাটিয়ে নেবার সুযোগ পেলে কখনোই তা হাতছাড়া করে না। লোকটা ইতস্তত করছে। নড়ার কোন লক্ষণ নেই। পরিস্থিতিটা সাংঘাতিক অস্বস্তিকর হয়ে উঠল।

রাগ সামলাতে না পেরে ধমকের সুরে বলল সুজা, 'মেজরের কথা শুনতে

পাওনি তুমি?'

ল্যান্স-কর্পোরালের দ্বিধা তবু যায় না। কি যেন বলতে গেল সে, কিন্তু তা উচিত হবে না বুঝতে পেরে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে গেল, ল্যান্ড-রোভারের কাছে। গাড়িতে উঠতে যাবে, কিন্তু তা না উঠে হঠাৎ আবার সে ঘুরে দাঁড়াল। সবাই দেখল, ল্যান্স-কর্পোরালের হাতে একটা সাব-মেশিনগান।

শান্ত বিনয়ের সাথে বলল সে, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাই আমি, স্যার।'

'আরে, পাগল নাকি!' চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সুজা। কিন্তু ল্যান্স-কর্পোরালও কঠিন পাত্র। সোজা সুজার বুকের দিকে সাব-মেশিনগান তাক করল সে। 'সাবধান! গাড়ির ছাদে হাত রাখো।'

তার দিকে সোজা এগিয়ে গেলেন বুড়ো দাদু। মুখে বিমূঢ় এক টুকরো হাসি। 'ফর গডস সেক, ইয়ং ম্যান! এ কেমন বেয়াদপি! নিজেকে কন্ট্রোল করো। তুমি বিপদে পড়তে চাও নাকি? এমন ভুল কেউ করে?'

'দাঁড়ান ওখানে,' কঠিন সুরে বলল ল্যান্স-কর্পোরাল। 'তা না হলে গুলি করব!'

কিন্তু ইতোমধ্যে নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেছেন বুড়ো দাদু। গুলি করবে কি করবে না সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল ল্যান্স-কর্পোরাল, সেটাই কাজে লাগালেন বুড়ো দাদু। তাঁর ক্ষিপ্রতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। বিদ্যুৎ বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি, ধরে ফেললেন মাজলটা। সামান্য একটু ধস্তাধস্তি হলো। ওদের দিকে এগোতে শুরু করল রানা। এই সময় একটা সিঙ্গল শট হলো। রাস্তার ওপর ধপাস করে পড়ে গেলেন বুড়ো দাদু।

কর্পোরালের তলপেটে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা, একই সাথে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল তার নাকে। ছিটকে পড়ে গেল সে। জ্ঞান হারিয়েছে। রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করছেন বুড়ো দাদু। এগিয়ে এল সুজা। শান্তভাবে লক্ষ্যস্থির করে কর্পোরালের মাথায় গুলি করল একটা। ইতোমধ্যে বুড়ো দাদুর পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছে রানা। গুলির আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'সময় পেলে না আর? এদিকে এসো, জলদি!'

ছুটে রানার পাশে চলে এল সুজা। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারাতে যাচ্ছেন বুড়ো দাদু। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। ঢিলেঢালা জোব্বা ছিঁড়ে আঘাতটা পরীক্ষা করল রানা। চেহারাটা কালো হয়ে গেল ওর।

'মারাত্মক?'

'হ্যাঁ। সম্ভবত ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গেছে বুলেট। এখুনি একজন ডাক্তার দরকার। কাছের হাসপাতালটা কতদূরে?'

'মায়রার কাছে, যেখানে মি. গগলকে রেখে এসেছি আমরা।'

অনেক কষ্টে একটা হাত তুলে নিষেধ করার ভঙ্গিতে নাড়লেন বুড়ো দাদু। তাঁর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে লক্ষ করে মাথাটা নিচু করল রানা। বিকৃত হয়ে আছে তাঁর মুখ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওখানে সুজার যে বন্ধুটি ছিল তাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে।'

'মি. গগল?' আঁতকে উঠে জানতে চাইল রানা।

'মি. গগলকে আমার লোকজন বর্ডারের ওপারে দিয়ে এসেছে··· তিনি এখন বৈরুতের একটা হাসপাতালে···মায়রার ওই হাসপাতাল আমাদের জন্যে এখন আর··· নিরাপদ···নয়···' ক্রমশ দুর্বল হয়ে এল বুড়ো দাদু কণ্ঠস্বর। কথা শেষ হতেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

'তাহলে উপায়?' হাহাকারের মত শোনাল সুজার কণ্ঠস্বর।

'উপায় একটাই,' বলল রানা। 'বুড়ো দাদুকে বাঁচাতে হলে বর্ডার টপকে লেবাননে ঢুকতে হবে। যা পরিস্থিতি, এখানকার কোন হাসপাতালই তাঁর জন্যে নিরাপদ নয়।'

'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? বর্ডার টপকাব কিভাবে? আমাদের লোকজন আছে, কিন্তু তাদেরকে খবর দেবার সময় কোথায়? তাছাড়া, অনেক দূরের পথ। ততক্ষণ কি বাঁচবেন?'

'জানি না,' গম্ভীর দেখাল রানাকে। 'কিন্তু লেবাননে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না এঁকে।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'দেরি করা বোকামি হয়ে যাচ্ছে। বর্ডার এখান থেকে কতদূরে?'

'নাহারিয়া হয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে,' দ্রুত বলল সুজা। আর যে কোন উপায় নেই, উপলব্ধি করতে শুরু করেছে সেও। 'একটা সাইড রোড ধরে লেবাননী শহর বিন্ট জুবেইল যাওয়া যায়···ওদিকের বর্ডারে আমাদের লোকজন থাকে··· কিন্তু এই সময় তাদেরকে পাব কিনা···'

'পাই ভাল, না পাই তো একটা উপায় বের করে নেব,' বলল রানা। 'তাড়াতাড়ি করো। যে কোন মুহূর্তে আরেকটা গাড়ি এসে পড়তে পারে। ধরো, ল্যান্ড-রোভারে তুলি।'

পিছনের সীটে তোলা হলো বুড়ো দাদুকে। লাশটা আবিষ্কার হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে ভেবে সেটাকেও গাড়িতে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ফ্রন্ট আর ব্যাক সীটের মাঝখানে তোলা হলো সেটাকে।

ড্রাইভিং সীটে বসল সুজা। ঝড়ের গতিতে ছুটে চলল ল্যান্ড-রোভার। কতক্ষণ ধরে এভাবে ছুটছে গাড়ি বলতে পারবে না রানা। বুড়ো দাদুকে নিয়ে খানিকটা সময় ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ওর। ফাস্ট এইড বক্সটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয়নি ওকে। রক্ত বন্ধ করার জন্যে বুড়ো দাদুর বুকের গর্তে তুলো গুঁজে বেঁধে দিয়েছে ও।

পথের মাঝখানে দু'বার গাড়ি থামাল সুজা। দু'বারই গাড়ি ছেড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। একবার দু'মিনিট পর, দ্বিতীয়বার পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল। আবার তুমুল গতিতে ছুটতে শুরু করল ল্যান্ড-রোভার। কথা বলছে না ওরা।

এদিকে বুড়ো দাদুর অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিক মোড় নিচ্ছে। তাঁর মুখের চেহারা থেকে সমস্ত রঙ মিলিয়ে গেছে।

নিঃশ্বাসের শব্দটা এমন বিদঘুটে যে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে রানার। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা ঘড় ঘড়ে আওয়াজ। ঠোঁটের কোণ বেয়ে এখনও গড়িয়ে নামছে রক্ত। অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল রানা।

'বর্ডার আর কতদূর? ইনি তো মারা যাচ্ছেন!'

কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সুজা।

'লিটল সিস্টারস্ অভ পিটি, খ্রীশ্চান নানদের হাসপাতালটা আর দু'মাইল দূরে। খানিক আগে বর্ডার টপকেছি আমরা, মেজর। লেবাননের দেড় মাইল ভেতরে চলে এসেছি।'

ছয়

ছোট একটা কনভেন্ট। চেহারা দেখে মনে হলো মধ্য-যুগের গ্রাম্য একটা বাড়ি। ছোট ছোট ইঁটের পনেরো ফিট উঁচু পাঁচিল দিয়ে গোটা বাড়িটা ঘেরা। মেইন গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ।

গাড়ি থামিয়েই লাফ দিয়ে নামল সুজা। একটা বেলরোপ ধরে টান দিল জোরে। একটু পর গেটের গায়ের ছোট জানালাটা খুলে গেল, ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল একজন বয়স্কা নান। ইসরায়েলি ইউনিফর্ম দেখেই চোখ জোড়া ছানাবড়া হয়ে গেল তার।

'গুড হেভেনস, ইয়ং ম্যান, বুঝতে পারছ না কোথায় এসে পড়েছ তোমরা? এটা ইসরায়েল নয়, লেবানন। বাঁচতে চাইলে এখুনি ফিরে যাও...'

'দেখে যা মনে হচ্ছে আমরা তা নই,' দ্রুত বলল সুজা। 'আমরা ইসরায়েলের শত্রু। গাড়িতে একজন আহত বৃদ্ধ রয়েছেন, এখুনি তাঁর চিকিৎসা দরকার। আপনি অনুমতি দিলে...'

গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এল নান। হাবভাবে কোন রকম দ্বিধা বা ভীতি নেই। সোজা ল্যান্ড-রোভারের পিছনে এসে দাঁড়াল। রানার দু'হাতের মধ্যে আহত বুড়ো দাদুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। 'আসুন, আসুন!' ঘুরে দাঁড়িয়ে গেটের দিকে ছুটল সে। তাকে অনুসরণ করল রানা।

ল্যান্ড-রোভারে উঠে বসল সুজা। গেট পেরিয়ে চলে এল উঠানে।

ওয়েটিংরুমটা সুন্দরভাবে সাজানো। ভেতরে ঢুকতেই গা জুড়িয়ে গেল।

এয়ারকুলারের অবদান। গদিমোড়া চেয়ারে বসল ওরা। টেবিলের ওপর কিছু ম্যাগাজিন রয়েছে। কামরার একদিকে কাঁচের পার্টিশন, ওপারে রিসেপশনরুম, ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুড়ো দাদুকে। একটা ট্রলিতে শুয়ে রয়েছেন তিনি, পা থেকে গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা। নার্সিং ইউনিফর্ম পরা চারজন নান ঝুঁকে পড়েছে তাঁর দিকে। বুকে নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধা, রক্তের নমুনা সংগ্রহ, অক্সিজেন দেয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত তারা। রিসেপশনের একটা দরজা খুলে গেল, আরেকজন বয়স্কা নান ঢুকলেন ভেতরে। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস। চেহারায় প্রখর ব্যক্তিত্ব। সবাই তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। বুড়ো দাদুকে পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন কয়েকটা। সাথে সাথে বুড়ো দাদুকে ভেতরের দিকে নিয়ে চলে যাওয়া হলো। ট্রলির পিছু পিছু গেল চারজন নান। নবাগতা কাঁচের ভেতর দিয়ে রানা আর সুজার দিকে তাকালেন। তারপর আর সবার সাথে চলে গেলেন তিনিও। খানিক পর পিছনের একটা দরজা খুলে ওয়েটিংরুমে ঢুকলেন।

'আমি সিস্টার মন্টেসা, এখানের মাদার সুপিরিয়র,' অত্যন্ত পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। 'আপনারা?'

চট করে একবার রানার দিকে তাকাল সুজা। সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধা। আমরা ইসরায়েলের ভেতর কাজ করি।'

'আর উনি? আহত ভদ্রলোক? উনি কি সত্যিই একজন মৌলভী?' সুজাকে মাথা নাড়তে দেখে আবার প্রশ্ন করলেন সিস্টার মন্টেসা, 'তাহলে, কে উনি?'

'বশির জামায়েল,' বলল রানা। 'বুড়ো দাদু নামেই সবাই তাঁকে চেনে। আপনি বোধহয়...'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল সিস্টার মন্টেসার। 'বুড়ো দাদু! অবশ্যই আমি তাঁর কথা শুনেছি।' নিজেকে সংযত করলেন তিনি, তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বললেন, 'উনি সাংঘাতিক অসুস্থ। বাঁ দিকের ফুসফুসটা ফুটো করে দিয়েছে বুলেট, আটকে আছে শোল্ডার-ব্লেডের গায়ে। আমি আশঙ্কা করছি, হার্টও আহত হয়েছে। তবে অপারেশন না করে জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না।'

'আপনি অপারেশন করবেন, সিস্টার?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সুজা।

'আমি এখানকার সিনিয়র সার্জেন।'

'পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে, সিস্টার,' জানাল রানা।

'পাউডার বার্ন দেখে তা আমি আগেই বুঝেছি,' রানার দিকে ফিরলেন সিস্টার মন্টেসা। 'কত ক্যালিবারের বুলেট?'

'নাইন মিলিমিটার। স্টার্লিং সাব-মেশিনগান।'

মাথা ঝাঁকালেন সিস্টার। 'ধন্যবাদ। এবার আমাকে যেতে হয়।'

'সিস্টার!' পিছন থেকে ডাকল সুজা।

'বলুন।' ঘুরে দাঁড়াল সিস্টার মন্টেসা।

'কর্তৃপক্ষকে আমাদের কথা জানাবার কোন দরকার নেই, কেমন?' বলল সুজা। 'ফিলিস্তিনী মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে সরকারী সমর্থন থাকলেও লেবানীজরা সবাই আমাদের বন্ধু নয়, তাই...'

'জরুরী কাজটা শেষ করে কাল সকালেই স্থানীয় প্রশাসনকে সব কথা জানাব আমি,' দৃঢ়তার সাথে বললেন সিস্টার মন্টেসা। 'আমার বিশ্বাস তার আগেই চলে গিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন আপনারা।'

'ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল সুজা। 'আরেকটা কথা। বুড়ো দাদু বাঁচবেন তো?'

'আপাতত বাঁচাবার জন্যে রক্ত দিতে হবে তাঁকে,' বললেন সিস্টার মন্টেসা। 'ব্লাড ব্যাংকে রক্ত আছে কিনা দেখার জন্যে নির্দেশ দিয়ে এসেছি আমি। দেখা যাক।'

'আমরা আরও কিছুক্ষণ থাকতে চাই, বুড়ো দাদুর অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত,' বলল রানা, 'কোন আপত্তি নেই তো? সম্ভব হলে তাঁর সাথে আমরা দু'একটা কথা বলতে চাই।'

'কথা বলার অনুমতি দিতে পারব কিনা এই মুহূর্তে আমি তা বলতে পারছি না। রোগীর অবস্থার ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা। যদি সম্ভব হয়, খবর পাঠাব।' কামরা থেকে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন সিস্টার মন্টেসা, তারপর কি মনে করে আবার ফিরলেন ওদের দিকে। 'গুলির আঘাত আরও অনেক দেখেছি আমি। বুড়ো দাদুর অবস্থা ভাল নয়। অপেক্ষা করার সময়টা আপনারা ইচ্ছে করলে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করতে পারেন।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন সিস্টার।

দশ মিনিট পর ঘর্মাক্ত কলেবরে ওয়েটিংরুমে ফিরে এলেন আবার সিস্টার মন্টেসা।

'কি ব্যাপার?' অশুভ একটা কিছু আশঙ্কা করে রানা এবং সুজা দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নেই,' বিমূঢ় দেখাল সিস্টার মন্টেসাকে। 'উনি নিজে ইউনিভার্সাল ডোনার, ও গ্রুপ, সবাইকে রক্ত দিতে পারবেন, কিন্তু ও গ্রুপ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবেন না।' কথার মাঝখানে থেমে বড় করে শ্বাস নিলেন তিনি। 'আমাদের এখানে ও গ্রুপের লোক একজনও নেই।'

'আমার রক্ত লাগবে না?' এক পা এগিয়ে গেল সুজা। 'কখনও পরীক্ষা করাইনি, তবে আমার রক্তও তো ও গ্রুপের হতে পারে!'

'আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন,' দ্রুত বললেন সিস্টার মন্টেসা। 'এখুনি পরীক্ষা করা দরকার। রক্তের জন্যে অপারেশন করতে পারছি না। এখুনি

অপারেশন করতে না পারলে চোখের সামনে মারা যাবেন ভদ্রলোক...'

'চলুন,' দরজার দিকে পা বাড়াল সুজা।

'দাঁড়াও, সুজা,' বলল রানা। তাকাল সিস্টারের দিকে। 'শুধু শুধু দেরি করার কোন মানে হয় না। সুজার রক্ত ও গ্রুপের নাও হতে পারে।'

'কি বলতে চান আপনি?' প্রায় রুখে উঠে জানতে চাইল সুজা।

সিস্টারকে বলল রানা, 'আমিও একজন ইউনিভার্সাল ডোনার, ও গ্রুপ। কতটা রক্ত লাগবে বুড়ো দাদুর?'

'পরে যদি দরকার হয় তার জন্যে চিন্তা করি না,' বললেন সিস্টার মন্টেসা। 'চল্লিশ মাইল দূরে আমাদের আরেক কনভেন্ট থেকে আনিয়ে নিতে পারব। আপাতত এক হাজার সি. সি হলেই চলবে।'

'চলুন তাহলে...'

'কিন্তু আপনি রক্ত দেবেন?' বিমূঢ় কণ্ঠে বলল সুজা। 'না, তা কিভাবে সম্ভব! আমি থাকতে...'

'আগে তোমার গ্রুপটা পরীক্ষা করাও,' বলল রানা। 'যদি দেখা যায় যে তোমারটাও ও গ্রুপের তাহলে আরও এক হাজার সি সি দিয়ে যেয়ো।'

'কিন্তু আপনি...' ব্যাপারটা শুধু যে বিশ্বাস করতে পারছে না সুজা তাই নয়, মেনেও নিতে পারছে না।

তার জন্যে আর অপেক্ষা না করে সিস্টারের পিছু পিছু কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর সুজাও ওদেরকে অনুসরণ করল।

ওয়েটিংরুমে ফিরে এল ওরা। মুখটা হাঁড়ি হয়ে আছে সুজার। পরীক্ষায় দেখা গেছে এ-বি গ্রুপের রক্ত বইছে ওর শরীরে—তার মানে, সবার কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে ও, কিন্তু দিতে পারবে শুধু নিজের গ্রুপের লোককে। ওয়েটিংরুমে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নিল রানা, তারপর একজন নান এসে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে। হাত-মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দেবার আয়োজন করা হয়েছে ওদের জন্যে। তার আগে ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম খুলে সাদা পোশাক পরে নিল ওরা।

আবার ওরা ওয়েটিংরুমে ফিরে এল। ম্যাগাজিন পড়ে ঘণ্টা দুয়েক কাটিয়ে দিল রানা। কিন্তু অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াল সুজা। আরও বিশ মিনিট পর ওদেরকে নিতে এল একজন নান।

করিডর ধরে শেষ প্রান্তের একটা কামরায় ঢুকল ওরা। মাঝখানে কাঁচের পার্টিশন, ওপারে দেখা গেল একটা বেডের ওপর শুয়ে রয়েছেন বুড়ো দাদু। নার্সিং ইউনিফর্ম পরা দু'জন নান তাঁর দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তাদের একজন সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকাল। সিস্টার মন্টেসা। একটু পরই কামরার এদিকে চলে এলেন তিনি। চেহারায় ক্লান্তির ছাপ।

'উনি বাঁচবেন তো, সিস্টার?' ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইল সুজা।

'অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, মি. বশির জামায়েলের কপাল ভাল। ফুসফুস জখম হয়েছে, কিন্তু মারাত্মক কিছু নয়। হার্টটাকেও অল্পের জন্যে এড়িয়ে গেছে বুলেট। রক্তক্ষরণটাই ছিল আসল সমস্যা—রক্ত দিতে না পারলে নির্ঘাত মারা যেতেন। হ্যাঁ, এখন আমি বলতে পারি, এ-যাত্রা উনি বেঁচে গেলেন।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সুজা। এগিয়ে এসে রানার হাত দুটো চেপে ধরল সে। কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কাঁপা ঠোঁট থেকে কোন শব্দ বের হলো না। তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'আমি যে জন্যে ডেকেছি,' বললেন সিস্টার মন্টেসা।

রানা ও সুজা দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'বুড়ো দাদু আপনার সাথে কথা বলতে চান,' বললেন সিস্টার।

'কার সাথে?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'ঠিক জানেন আমার সাথে?'

'আপনিই তো মেজর শাকের?' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'তাহলে আপনার সাথেই।'

'কিন্তু এই অবস্থায়...'

'এখন কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু উনি কোন যুক্তি মানতে রাজি নন...' খানিক ইতস্তত করে আবার বললেন, সিস্টার, 'তাঁর বিশ্বাস, তিনি আর বাঁচবেন না। আমাদের আশ্বাস শুনে হাসছেন শুধু।'

'চলুন,' সিস্টারের পিছু পিছু এগোল রানা।

কাঁচের দরজা খুলে কামরার আরেক পাশে চলে এল ওরা। অক্সিজেন টেন্টের পাশে দাঁড়াল রানা। কয়েকজন নান বিড় বিড় করে প্রার্থনা করছে। চোখ মেলে রানার দিকে তাকালেন বুড়ো দাদু। প্লাস্টিক ফ্ল্যাপটা খুলে দিল একজন নান, ওরা যাতে কথা বলতে পারে।

'আমি চলে যাচ্ছি, মেজর শাকের,' ফিসফিস করে বললেন বুড়ো দাদু। একটা হাত তুলতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু খানিকটা উঠে আবার সেটা ধপ করে পড়ে গেল। এখন তিনি ব্যথা অনুভব করছেন না, কিন্তু সাংঘাতিক দুর্বল বোধ করছেন। 'এই শেষ মুহূর্তে পিছনের দিকে তাকিয়ে আমি উপলব্ধি করছি, যুদ্ধের নীতি নির্ধারণে আমি কোন ভুল করিনি। প্যালেস্টাইন স্বাধীন হবে, কিন্তু উগ্র চরমপন্থীদের আত্মহননের পথ ধরে নয়। কিন্তু যাদের কাছে কখনও নত হইনি, যাদের সাথে কখনও আপোস করিনি, এই মুহূর্তে তাদের কাছে হেরে যেতে হচ্ছে আমাকে, সেটাই দুঃখ।'

'আপনি দাউদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, মেজর শাকের। কিন্তু আরও একটা দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। আপনার সত্যিকার পরিচয় কি তা আমি জানি না। তবে, আপনাকে দেখে এবং লোকমুখে শুনে আমার মনে হয়েছে, আর যাই হোন, আপনি ফিলিস্তিনীদের শত্রু নন...' হঠাৎ ক্লান্তিতে

চোখ বুজলেন বুড়ো দাদু। কপালে ঘাম দেখা গেল।

'আর কথা বলানো উচিত হবে না,' রানার পাশ থেকে ফিস ফিস করে বললেন সিস্টার মন্টেসা।

'না, এখুনি যাবেন না,' আবার চোখ মেলে বললেন বুড়ো দাদু। 'আমার কথা শেষ হয়নি। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, আর দেরি না করে এখুনি আপনি মায়রার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। যত বাধাই আসুক, ওখানে আপনাকে পৌঁছুতে হবে। দাউদকে বলবেন সোনাটা পেতে হলে পানিতে ডুব দিতে হবে তাকে। সিস্টার, একটা গোপন কথা বলব এঁকে। একটু একা থাকতে...' চোখ বুজে আবার খুললেন বুড়ো দাদু পাঁচ সেকেন্ড পর। সরে গেছেন সিস্টার মন্টেসা। আবার মুখ খুললেন তিনি। হাঁপাতে শুরু করেছেন। 'তাজিল দ্বীপটা কোথায় জানেন?'

'জানি। বে অভ হাইফার কাছে, আক্কো থেকে খুব দূরে নয়...'

'...তাজিল থেকে উত্তরে দুশো গজ দূরে ছয় ফ্যাদম পানির নিচে সোনাসহ ইয়টটা ডুবিয়ে দিয়েছি আমি...তাজিল থেকে উত্তরে...মনে থাকবে তো?'

'থাকবে,' বলল রানা।

'ডুবিয়ে দেবার পর থেকে আর কখনও ওদিকে যাইনি আমি...' আগের চেয়ে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছেন বুড়ো দাদু। 'আপনি কথা দিন, আমার ভাইঝিকে ওই শয়তানটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এইটুকু করবেন...'

চোখ দুটো আবার বুজে আসছে বুড়ো দাদুর, তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল রানা, 'কথা দিলাম।' সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। ইঙ্গিতে ডাকল সিস্টারকে। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন বুড়ো দাদু।

কাঁচের দরজা পেরিয়ে সুজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'এখানে সময় নষ্ট করার আর কোন মানে হয় না। চলো।'

'কোথায়?' বিমূঢ় দেখাল সুজাকে।

'আগে বাইরে এসো, বলছি,' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

সুজাকে পিছু নিয়ে উঠানে বেরিয়ে এল ও। ল্যান্ড-রোভারের পাশে দাঁড়াল ওরা।

'কোথায়?' আবার জানতে চাইল সুজা।

'কোথায় আবার, মায়রায়।'

চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল সুজার। 'তার মানে...তার মানে বুড়ো দাদু আপনাকে সোনার সন্ধান দিয়েছেন?'

'মায়রা থেকে দশ মাইলও দূরে নয়,' বলল রানা। 'গতকাল সকালে একটা দ্বীপে থেমেছিলাম আমরা, মনে আছে? তাজিল আইল্যান্ড। ওখানেই তিনি ডুবিয়ে রেখেছেন জাহাজটা।'

দ্রুত রিস্টওয়াচ দেখল সুজা। দুম করে একটা ঘুসি মারল নিজের

উরুতে। 'সময় কই! ছ'টার মধ্যে কোনভাবেই আমরা মায়রায় পৌছুতে পারব না, মেজর!'

'পথে যদি খুব বেশি বাধা না পড়ে, সম্ভব,' বলল রানা। 'গাড়িতে ওঠো।'

ড্রাইভিং সীটে বসল সুজা। পাশের সীটে রানা।

'লাশটা?'

'বর্ডার পেরোবার আগে কোথাও ফেলে দিলেই হবে,' বলল রানা। 'বর্ডারটা শুধু ভালয় ভালয় পেরোতে পারলে হয়...'

'আমাদের লোককে বলা আছে, কোন্ পথে গেলে বিপদে পড়তে হবে না তা আমরা জেনে নিতে পারব।'

কনভেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ল্যান্ড-রোভার।

সাত

বিন্ট জুবেইল থেকে বেরিয়ে লেবাননী শহর এন নাকুরার দিকে ছুটল ল্যান্ড-রোভার। বিন্ট জুবেইলেই একবার গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিজেদের লোকের সাথে আলাপ করেছে সুজা। কাছেপিঠে কোথাও দিয়ে বর্ডার পেরোনো অসম্ভব, এই দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে সে। বর্ডারের পাশ ঘেঁষে একটা সাইড রোড চলে গেছে এন নাকুরার দিকে, সেটাই বেছে নিয়েছে ওরা। উপকূল শহর এন নাকুরা থেকে বর্ডার পেরোনো হয়তো সম্ভব হতে পারে।

নির্জন রাস্তা, ঘণ্টায় ষাট মাইলের বেশি স্পীড তুলল সুজা। ইতোমধ্যে পথের মাঝখানে আরেকবার গাড়ি থামিয়ে ল্যান্স-কর্পোরালের লাশটা ফেলে দিয়েছে ওরা। পথে আর কোথাও থামতে হলো না ওদেরকে।

এন নাকুরায় পৌছে গাড়ি থেকে আবার নেমে গেল সুজা। ফিরল দশ মিনিট পর। চেহারাটা খুশি খুশি। বলল, 'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সী-বীচের ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বর্ডার টপকাতে পারব আমরা, এখন জোয়ার নেই।'

এন নাকুরা থেকে ইসরায়েলি শহর নাহারিয়া পর্যন্ত চলে গেছে একটা রাস্তা। কখন যে ওরা বর্ডার টপকাল বলতে পারবে না রানা।

'নাহারিয়া আর মাত্র ছয় মাইল,' এক সময় বলল সুজা। রানা বুঝল, বেশ খানিক আগেই ওরা ইসরায়েলের ভেতর ঢুকে পড়েছে আবার।

রাস্তার ধারে এক জায়গায় গাড়ি থামাল সুজা। দু'জনেই নামল। পাশের জঙ্গলে ঢুকে সাদা পোশাক খুলে পরে নিল আবার ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম। তারপর আবার উঠে পড়ল গাড়িতে।

নাহারিয়া পর্যন্ত আসতে মাত্র একবার রোড-ব্লকের সামনে পড়তে হলো ওদেরকে। প্রচুর প্যারাট্রুপার দেখা গেল ওখানে। লেফটেন্যান্ট অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করল ওদের সাথে। কেমন যেন সন্দেহ হলো রানার।

নাহারিয়া ছাড়িয়ে এল ওরা। সোজা মায়রার দিকে ছুটছে গাড়ি। কিন্তু খানিক পরপরই থামতে হলো ওদেরকে। রোড-ব্লক। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কোথাও এক মিনিটের বেশি সময় নষ্ট করতে হলো না। প্রতিটি রোড-ব্লকেই আশাতীত ভাল ব্যবহার করল প্যারাট্রুপার লেফটেন্যান্টরা। একটু মাথা ঘামাতেই ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছে মনাদিল দাউদ। কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যান্ট এবং তার চেয়ে উঁচু পর্যায়ের অফিসারদেরকে জানিয়ে দিয়েছে ছদ্মবেশ নিয়ে মায়রার দিকে আসতে পারে ওরা, যদি আসে তাহলে ওদেরকে যেন বাধা দেয়া না হয়। লেফটেন্যান্টরা ঠিক সেই নির্দেশই পালন করছে।

ছ'টার কিছু আগেই মায়রায় পৌঁছুল ল্যান্ড-রোভার। ন্যাশনাল ট্রাস্ট লেখা সাইনপোস্টটা পেরিয়ে প্রাইভেট রোডে ঢুকে পড়ল গাড়ি। মনাদিল দাউদের দুর্গের মত বাড়িটাকে অন্ধকারে ভূতুড়ে বাড়ি বলে মনে হলো। উঠানে থামল গাড়ি। চারদিকে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। গাড়ি থেকে তখুনি নামল না ওরা। একটা সিগারেট ধরাল রানা। বলল, 'শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলাম।' রিস্টওয়াচ দেখল ও। 'ছ'টা বাজতে দু'মিনিট বাকি।'

স্টিয়ারিং হুইলে মাথা রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সুজা। 'কিন্তু এরপর? প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?'

হেসে ফেলল রানা। 'তা জানি না। তবে চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

গ্যারেজের দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। জানালা দিয়ে মাথা বের করে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'বোকার মত কিছু করে বোসো না। আমরা মেজর শাকের আর সুজা ওয়াহেদ…'

আবছা অন্ধকারে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি চলে এল লোকটা। চিনতে পারল ওরা। বোবা ও কালা হারেস মোহাম্মদ। তার পিছু পিছু আরেকজন লোক এল। দু'জনের হাতেই একটা করে সাব-মেশিনগান।

দোতলার ড্রইংরূমে ঢুকল ওরা। দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনাদিল দাউদ, ধীরে ধীরে ঘুরল সে। ঠোঁটের এক কোণে ঝুলছে কালো মোটা সিগার, হাতে হুইস্কি ভর্তি গ্লাস। কি এক মজার কৌতুকে সারা মুখে ছড়িয়ে রয়েছে চাপা হাসি।

'একেই বলে সুবুদ্ধি!' গলার স্বরে উল্লাস প্রকাশ পেল। 'ফিরে এসেছ, সেজন্যে সাংঘাতিক খুশি হয়েছি আমি। আরে, সুজা! সামরিক পোশাকে দারুণ মানিয়েছে তো! সব সময় এই পোশাক পরা উচিত তোমার…'

শান্তভাবে জানতে চাইল সুজা, 'সুরাইয়া কোথায়?'

'এবং ব্রিগেডিয়ার?' প্রশ্ন করল রানা।

'এত তাড়াহুড়ো কিসের?' হাসি হাসি ভাবটা দাউদের চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। গম্ভীর সুরে বলল সে, 'বুড়ো দাদুর কি বলার আছে সেটা আগে শুনতে চাই আমি।'

'না। আগে ওদেরকে দেখব আমরা,' বলল রানা। 'তার আগে কোন কথা নয়।'

চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠল দাউদের। তারপর কি ভেবে ইতস্তত করতে দেখা গেল তাকে। কাঁধ ঝাঁকাল একটু। তারপর হারেস মোহাম্মদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। কামরা ছেড়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল হারেস।

তিন মিনিট পর ব্রিগেডিয়ার সোহেলকে নিয়ে ফিরে এল হারেস। হাতে হাতকড়া নেই, বেশ হাসি খুশি দেখাল সোহেলকে। রানার উদ্দেশে ছোট্ট করে একটু মাথা নাড়ল সে। কিন্তু কোন কথা বলার সময় না দিয়ে সোহেলকে নিয়ে আবার কামরা থেকে বেরিয়ে গেল হারেস। এর পাঁচ মিনিট পর আবার সে ফিরে এল, এবার সাথে করে নিয়ে এল সুরাইয়াকে।

ম্লান ও অসুস্থ দেখাল সুরাইয়াকে। নাকের পাশে পোড়া জায়গাটায় সার্জিক্যাল টেপের একটা সাদা ড্রেসিং রয়েছে। সুজাকে দেখা মাত্র বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল সে, দ্রুত এগিয়ে আসার চেষ্টা করল ওদের দিকে। পিছন থেকে তাকে ধরে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল দাউদ।

'এবার কাজের কথা,' মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল সে। 'কি বলে বুড়ো দাদু?'

'এতক্ষণে তিনি বোধহয় মারা গেছেন...' শুরু করল সুজা।

'হোয়াট!' চমকে উঠল দাউদ। 'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না! কি হয়েছে...?'

'এখানে আসার পথে একজন ইসরায়েলি ল্যান্স-কর্পোরালের সাথে ধস্তাধস্তির সময় গুলি লেগেছে তাঁর,' বলল সুজা। 'ঘুর পথে আসছিলাম আমরা। লেবাননে, বিন্ট জুবেইলের একটা কনভেন্টে আছেন তিনি...'

'রেডিওতে বলেনি কেন?' তবু বিশ্বাস হয় না দাউদের। 'বুড়ো দাদু এলিতেলি কেউ নয় যে এতবড় খবর চাপা থাকবে...'

'কাল সকালে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হবে, রেডিওতে দুপুরের খবর শুনো।'

রানার দিকে তাকাল দাউদ। 'এসব সত্যি?'

'মিথ্যে বলে লাভ?' বলল রানা। 'তবে আবার জ্ঞান হারাবার আগে তোমার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়েছেন।' সুরাইয়ার দিকে তাকাল ও। 'দাউদের দাবি মেনে নেবার কোন ইচ্ছে বুড়ো দাদুর নেই। শুধু তোমার জন্যে, ওর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে সোনার হদিস দিয়েছেন তিনি।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল সুরাইয়া। ফুঁপিয়ে উঠল।

'কোথায়?' উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল দাউদ। 'কোথায় আছে

সোনাটা?'

'এত তাড়াহুড়োর কি আছে,' বলল রানা। 'তার আগে জানতে চাই, তোমার প্রতিশ্রুতির কি হবে? তথ্যটা দিলে আমাদের সবাইকে তুমি ছেড়ে দেবে বলে কথা দিয়েছ। সেই কথা যে তুমি রাখবে তার নিশ্চয়তা কি?'

নির্বাক তাকিয়ে থাকল দাউদ। কপালের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে সামান্য একটু কোঁচকানো ভাব। 'নিশ্চয়তা?' হঠাৎ অদম্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি। তা হলো, সোনাটা কোথায় আছে না বললে সুরাইয়ার মুখের আরেক দিক আবার পুড়িয়ে দেব।' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুরাইয়ার নাকের পাশের ড্রেসিংটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল সে।

আর্তনাদ বেরিয়ে এল সুরাইয়ার গলার ভেতর থেকে। নাকের পাশের দগদগে পোড়া ঘা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। সেদিকে চোখ পড়তে নিঃশ্বাস আটকে এল রানার।

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দাউদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুজা, কিন্তু সেই সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল পিছনে দাঁড়ানো হারেস মোহাম্মদের শরীরে। সুজার হাত দুটো প্রায় পৌঁছে গেছে দাউদের গলার কাছে, এই সময় স্টেনের ঘা পড়ল তার পিঠে। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল সুজার। এক পা পিছিয়ে এল সে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে। এগিয়ে এসে তার পাঁজরে ঝেড়ে একটা লাথি মারল দাউদ।

রানার দিকে ফিরল সে। 'কি করবে তাড়াতাড়ি ঠিক করো। সারারাত অপেক্ষা করতে পারব না আমি।'

'মাইল দশেক দূরে তাজিল নামে একটা দ্বীপ আছে, ওখানেই,' বলল রানা। 'বুড়ো দাদু বলেছেন, সোনাটা পেতে হলে ভূমধ্যসাগরের ছয় ফ্যাদম পানির নিচে ডুব দিতে হবে তোমাকে।'

'চালাক বুড়ো!' সবজান্তার একটা ভাব করল দাউদ। 'পানি থেকে তোলেইনি এখনও!' কি যেন চিন্তা করল সে। তারপর হো হো করে হেসে উঠল।

'এত হাসির কি ঘটল?'

'বলছি,' আরও খানিক হেসে নিল দাউদ। 'হাসছি এই জন্যে যে সোনার হদিস তোমাকে দিয়ে আনিয়েছি, সেটা উদ্ধারও করাতে পারব তোমাকে দিয়ে। ডাইভিঙের ব্যাপারে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ। সানরাইজে ডাইভিং ইকুইপমেন্টগুলো দেখেই তা আমি বুঝে নিয়েছি।'

'তারপর?'

হাত দুটো শরীরের দু'পাশে মেলে দিল দাউদ। 'তারপর আবার কি, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি ছেড়ে দেব মনে কোন দুঃখ বা রাগ কিছুই না রেখে।'

'কিন্তু তুমি যে তোমার কথা রাখবে তার কি গ্যারান্টি?'

'নেই। কোন গ্যারান্টি নেই। না থাকলেও তোমাদের কোন বিকল্প আছে কি?'

নেই, জানে রানা।

কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙল না দেখে আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দাউদ, হাসতে হাসতেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

নিচে নিয়ে চলে গেল ওরা সুজাকে, সম্ভবত সেলে। হারেস ও আরেকজন লোক পাহারা দিয়ে ওপরতলার একটা কামরায় নিয়ে এল রানাকে। রওনা হবার আগে এই কামরাতেই বিশ্রাম নিয়েছিল ওরা। বিছানার ওপর এখনও পড়ে রয়েছে সুটকেসটা, ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিল ও। সামরিক পোশাক খুলে বাথরুমে ঢুকল ও। শাওয়ার সেরে পরল সাদা স্ল্যাক্স, ব্লু শার্ট। জানালার সামনে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। চিন্তা-ভাবনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চাইছে।

যেদিক থেকেই দেখা যাক, কঠিন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে ওরা। কথা দিয়েও একবার তা রাখেনি দাউদ। আবার কথা দিয়েছে, কিন্তু সেটা যে রাখবে তার কি নিশ্চয়তা আছে? সোনাটা ওকে দিয়ে তোলাতে চাইছে সে। তারপর? হাত-পায়ে লোহার ভারী শেকল বেঁধে সাগরে ফেলে দেবে ওকে, সন্দেহ নেই।

উঠে দাঁড়াল ও। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে নিচের দিকে তাকাল। জানালায় বার দেবার প্রয়োজন নেই, বলেছিল দাউদ। কারণটা বুঝতে পারল ও। ঝপ্ করে পঞ্চাশ ফিট নেমে গেছে দেয়ালটা, নিচে ফাঁকা উঠান। একজন প্রহরী অলস ভঙ্গিতে পায়চারি করছে অনবরত। জানালার নিচে এবং দু'পাশের দেয়ালের গা চকচকে মসৃণ। নাগালের মধ্যে কোন পাইপ বা আর কিছুর ছায়া পর্যন্ত নেই।

ওর পিছনে দরজা খুলে গেল। স্টার্লিং বাগিয়ে ধরে ভেতরে ঢুকল হারেস মোহাম্মদ। মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের পিছন দিকে ইঙ্গিত করল সে। তাকে পাশ কাটিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। হারেস একা, তাই একটা সুযোগ নেবার লোভ সংবরণ করতে পারল না ও। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় পা ফেলতে গিয়ে ইচ্ছে করে একটা ধাপ বাদ দিল ও, হুমড়ি খেয়ে পড়তে গেল নিচের দিকে, ভাঁজ করা একটা হাঁটু ঠুকে গেল ধাপের সাথে।

সরাসরি আক্রমণ না করে সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করল বলে এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল রানা। হুমড়ি খেয়ে পড়তে শুরু করেছে ও, সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল হারেসের শরীরে। রানার হাঁটু ভাঁজ হবার আগেই ওর মাথার পিছনে ঠেকল স্টার্লিঙের মাজল। জোর করে মুখে একটু হাসি ম্যানেজ করল রানা। কিন্তু পাথরের অবয়বে ভাবের এতটুকু প্রকাশ ঘটল না। ধীরে ধীরে,

অত্যন্ত সাবধানে, সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল ও। নামতে শুরু করল নিচে।

ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা। একটা টেবিলের সামনে বসে এইমাত্র ডিনার শেষ করেছে দাউদ। সিলভার ট্রের ওপর অভুক্ত ডিশ ও প্লেটগুলো তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল একজন লোক।

'বসো, মেজর,' মস্ত একটা ঢেকুর তুলে চেয়ারে হেলান দিল দাউদ। 'তুমি তো সাধুপুরুষ, মদ ছোঁও না।' লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে। 'অন্তত বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া তো দাও।' নিজেও একটা সিগার নিল সে।

সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। তারপর লাইটার ধরা হাতটা বাড়িয়ে দিল দাউদের দিকে। একটু অবাক হলো দাউদ, তবে সিগারটা ধরিয়ে নিতে দেরি করল না। হাসতে হাসতে বলল, 'ভেরি সিভিল অভ ইউ।'

'হাজার হোক তুমি একজন মুক্তিযোদ্ধা,' রানাও মুচকি একটু হাসল। 'জয় প্যালেস্টাইন!'

হো হো করে হেসে উঠল দাউদ। 'খোদার কসম, মেজর, তোমাকে আমার ভাল লাগে। তোমার মধ্যে আশ্চর্য একটা রসবোধ আছে, আজকাল খুব কম মানুষের মধ্যে তা দেখা যায়।'

'কি চাও তুমি, দাউদ?' কাজের কথা পাড়ল রানা।

'কিভাবে কি করা হবে তা নিয়ে তোমার সাথে একটু পরামর্শ করে নিতে চাই,' টেবিলের শেষ দিকে একটা অ্যাডমিরাল্টি চার্ট রয়েছে, সেটা দেখাল সে। 'তোমার সানরাইজ থেকে আনিয়েছি ওটা। ছোট একটা বে-র শেষ মাথার দিকে রয়েছে দেখলাম তাজিল আইল্যান্ড। দুশো গজ উত্তর মানে বে-র মাঝামাঝি একটা স্পট। ওখানে পাঁচ ফ্যাদমের বেশি পানি নেই কোথাও।'

চার্টের ওপর চোখ বুলাল রানা। 'হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তার মানে, কাজটা পানির মত সহজ। ওই ডেপথে যতক্ষণ খুশি থাকতে পারবে তুমি। ডিকমপ্রেশন বা ওই ধরনের কিছুর জন্যে বারবার পানির ওপর না উঠলেও চলবে, তাই না?'

ওকে স্রেফ পরীক্ষা করছে দাউদ, বুঝতে অসুবিধে হলো না। সত্য কথাটাই বলল ও, 'না, তার দরকার নেই।'

ধীর, শম্বুকগতিতে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল দাউদের সারা মুখে। 'সত্যি কথা বলায় আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি।'

'সদা সত্য কথা বলিবে, ছোট বেলায় আমার মা শিখিয়ে দিয়েছেন।'

'মায়ের নির্দেশ কখনও অমান্য করতে নেই,' দেরাজ থেকে ছোট একটা বই বের করে টেবিলের ওপর রাখল দাউদ। 'তোমার ডাইভিং গিয়ারের সাথে ছিল এটা। পরিস্থিতিটা বোঝার জন্যে দারুণ সাহায্য পেয়েছি এটার কাছ থেকে।'

বোর্ড অভ ট্রেডের একটা পুস্তিকা ওটা। ডাইভিং ডেপথ, ডিকমপ্রেশন রেট ইত্যাদি বিষয়ে টেকনিক্যাল ডাটা দেয়া আছে এতে।

'কিন্তু ওটা পড়ে একটা বিষয়ে জানতে পারোনি তুমি,' বলল রানা। 'আমার অ্যাকুয়ালাঙে যা বাতাস আছে তাতে এক ঘন্টার বেশি চলবে না।'

'তার মানে, খুব দ্রুত কাজ সারতে হবে তোমাকে—সমাধান হয়ে গেল!'

বোঝাই গেল, এক টন সোনা থেকে কতগুলো ইনগট তৈরি হয়েছে তার কোন হিসেব করেনি দাউদ। প্রসঙ্গটা তোলারও কোন মানে হয় না, কারণ হিসেবটা ওর নিজেরও জানা নেই।

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'আমি নই, মাই ডিয়ার মেজর, তুমি,' বলল দাউদ। 'সাথে থাকবে হারেস আর একজন লোক, স্রেফ তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে। টাইটানিকের চেয়ে ছোট কোন জাহাজে চড়লে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। তোমরা যদি পাঁচটার সময় রওনা হও, আমার বিশ্বাস রোদ চড়ার আগেই পৌঁছে যাবে ওখানে।'

ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে রানা, ততই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সোনা ডেলিভারি পাবার পর ওকে নিয়ে কি করবে হারেস তা বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

'তোমার প্ল্যানে একটু খুঁত আছে, সেটা সংশোধন করে নাও,' বলল ও। 'আমার সাথে সুজাও যাবে।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল দাউদ। 'এখনও আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, মেজর?'

'তা কিভাবে সম্ভব?'

'ঠিক আছে,' অভিমানের সুরে বলল দাউদ। 'এসব ব্যাপারে তো আর জোর খাটে না। তোমার ইচ্ছেতেও আমি বাদ সাধছি না। সুজাও তোমার সাথে যাবে।'

'ওর পকেটে একটা ব্রাউনিং থাকবে তো?'

হো হো করে হেসে উঠল দাউদ। 'এরই জন্যে তোমাকে আমার এত ভাল লাগে। কোন অবস্থাতেই সাহস হারাও না।' কষে একটা টান দিল সিগারে। 'সোনাটা উদ্ধার করাই আমাদের শেষ কাজ। তার মানে, তোমাদের সাথে আমার ছাড়াছাড়ির সময় হয়ে এল। এই উপলক্ষেও কি একটু মদ খাবে না তুমি?' নিজের গ্লাসটা আবার ভরে নিল সে।

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আমি একটু ঘুমাতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল দাউদ। 'তা ঘুমাও। কিন্তু সাবধান, কোন স্বপ্ন দেখো না যেন!'

বেডরুমে দিয়ে গেল ওকে হারেস। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে

গেল সে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। চাঁদের আলোয় দূরে চিক চিক করছে ভূমধ্যসাগরের পানি। ওখানে কোথাও ডুবে আছে একটা ইয়ট, একটন সোনা নিয়ে। ওর সোনা। ও-ই উদ্ধার করবে। কিন্তু তুলে দিতে হবে ভুয়া একজন প্যালেস্টাইনী মুক্তিযোদ্ধার হাতে। মেনে নেয়া যায় না। মেনে নেবেও না রানা। কিন্তু কিভাবে ফাঁকি দেবে দাউদকে? মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। পায়চারি শুরু করল। এক এক করে অনেকগুলো সম্ভাবনা এল মাথায়, কিন্তু কোনটাই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না।

দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঘাড় ফেরাল রানা। বেডরূমে ঢুকল সুজা। বাইরে থেকে আবার বন্ধ করে দিল হারেস দরজাটা।

রঙচটা জীনস পরেছে সুজা, চেক শার্ট, কিন্তু পায়ে এখনও প্যারাট্রুপারের বুট।

'কোথায় রেখেছিল তোমাকে?'

'সেলে।'

'ব্রিগেডিয়ারের সাথেই তাহলে?'

'হ্যাঁ।' একটা চেয়ার টেনে রানার সামনে বসল সুজা। 'ব্রিগেডিয়ারের ব্যাপারে আপনার এত মাথা ব্যথা কেন, মেজর?' হঠাৎ জানতে চাইল সে। 'ফিরে এসেই ব্রিগেডিয়ারকে দেখতে চেয়েছেন আপনি। ব্যাপারটা কি?'

সোহেল যে ব্রিগেডিয়ার এলাকু মেয়ার নয়, কথাটা সুজাকে তাহলে জানায়নি দাউদ? হয়তো উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। নাকি জেনেও না জানার ভান করছে সুজা?

'ব্রিগেডিয়ারের আসল পরিচয় সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, সুজা,' বলল রানা। 'দাউদ আমাকে বলেছে, এলাকু মেয়ার নয় সে। হয়তো ব্রিগেডিয়ারই নয়। ফ্রিডম বা অ্যাকশন পার্টির লোক যে নয়, সে তো জানা কথা। ভাবছি...আচ্ছা, পি. এল. ও.-র লোক নয় তো সে?' সুজাকে নিঃশব্দে আঁতকে উঠতে দেখে মনে মনে খুশি হলো রানা। 'কোন ভাবে হয়তো সোনার খবর পেয়েছে। ওটা হাত করাই আসল মতলব!'

'অসম্ভব নয়!' ফিসফিস করে বলল সুজা।

'সন্দেহটা মন থেকে দূর করতে পারছি না বলেই ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি একটু চিন্তিত হয়ে আছি, সুজা। ও যদি সত্যি পি. এল. ও.-র লোক হয়, মতলব যাই থাকুক, ওকে তো আর আমরা দাউদের হাতে মরতে দিতে পারি না। কি বলো, পারি?'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে বলল সুজা, 'না, তা পারি না।'

'এবার দাউদের প্ল্যানটা শোনো,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'ভোরের ঠিক আগেই রওনা হতে বলছে আমাকে। হারেস ছাড়াও আরেকজন

লোক থাকবে আমাদের সাথে। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলেই ওরা আমাকে গুলি করবে, বোঝাই যায়, তাই তোমাকেও আমি সাথে নেব বলে শর্ত দিয়েছি। রাজি হয়েছে দাউদ।'

'রাজি হয়েছে?' অবাক হলো সুজা। 'কি ভেবে রাজি হলো?'

'রাজি হবার দুটো কারণ আছে তার। এক, আমাকে সে খুশি রাখতে চায়—আপাতত।'

'আরেকটা কারণ?'

'আমার সাথে তুমি গেলে হারেসের কাজ সহজ হয়ে যায়। একই সাথে দু'জনের ব্যবস্থা করতে পারে সে।'

চেহারায় অদ্ভুত একটা কাঠিন্য ফুটে উঠল সুজার। কিন্তু কথা বলল সম্পূর্ণ শান্ত গলায়, 'আমাদেরও নিশ্চয় কিছু করার আছে?'

'হয়তো আছে, কিন্তু সেটা যে কি তা এখনও জানি না,' বলল রানা। 'অনেক অজানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ব্যাপারটা। যেমন ধরো, ওরা কি আমাদেরকে সানরাইজের হুইলহাউসে ঢুকতে দেবে?'

'ঢুকতে পারলেও লাভ কি তাতে?'

চার্ট-রুম টেবিলে লুকানো ফ্ল্যাপটার কথা সুজাকে বলল রানা। 'যাই ঘটুক,' সবশেষে বলল ও, 'সুযোগ পাওয়া মাত্র গানগুলো বের করে নেবে ওখান থেকে। দুটোতেই সাইলেন্সার ফিট করা আছে।'

কিন্তু টেকনিক্যাল ডাটা সুজার প্রিয় বিষয় হলেও এই মুহূর্তে তাকে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল না। বলল, 'কিন্তু ওরা যদি হুইলহাউসে ঢোকার কোন সুযোগই না দেয় আমাদের? তাহলে কি হবে?'

'তাহলে··· ঠিক আছে, পানির নিচ থেকে তিনবার উঠব আমি। চতুর্থ বার আবার যখন পানির নিচে ডুব দেব, যেভাবেই হোক ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করবে তুমি। বোটের অপর দিকের পানিতে মাথা তুলব আমি। বোটে উঠব, তারপর ওদের চোখে ধুলো দিয়ে হুইলহাউসে ঢোকার চেষ্টা করব···'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সুজা। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আর কোন বিকল্প উপায় নেই, তাই না? যাই হোক, তারপর?'

'তারপর কি হবে সেটা আগাম চিন্তা করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'হয়তো তার আর পর নেই। শোনো, তোমাকে ইন্টারেস্টিং একটা খবর দিই। দাউদকে বোধহয় কোথাও লোক পাঠাতে হচ্ছে। দেখছ না, ধীরে ধীরে কমে আসছে ওদের সংখ্যা? আমরা ফিরে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত হারেস ছাড়া আর মাত্র চারজন লোককে দেখেছি। সুরাইয়াকে হয়তো আরও একজন পাহারা দিচ্ছে। পাঁচজন। হারেসকে নিয়ে ছয়জন। খুব একটা বেশি নয়। হয়তো সামলাতে পারব আমরা।'

চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল সুজার, সম্ভবত সুরাইয়ার নাম শুনে। কোটরের

ভেতর চোখ দুটো একটু যেন পিছিয়ে গেল। 'আপনার সাথে আর দেখা হয়েছে সুরাইয়ার?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তখন ওকে দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানেন, মেজর?' অদ্ভুত এক ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল সুজা। 'মনে হয়েছে, দাউদের রক্ত দিয়ে ওকে গোসল করালে কিছুটা কষ্ট লাঘব হবে ওর। দেখবেন, ঠিক তাই করব আমি।'

আট

দাউদের দুর্গ থেকে পাহাড়ের পায়ের কাছে নেমে এল ওরা। পাহাড়ের প্রাচীর ঘেঁষে চলে গেছে আঁকাবাঁকা একটা সমতল পথ। একটা ফোর্ড ট্রাকে উঠল ওরা। ইনলেটের খুদে হারবারের দিকে ছুটে চলল সেটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে থামল ট্রাক, নিচে নেমে লম্বা একটা পাথরের জেটি দেখল ওরা। মাথার ওপর ঝুঁকে আছে পাহাড়ের গা, দু'পাশে বেঢপ ভাবে ফুলে আছে ঝুল-পাথরের শরীর, কোন দিকেই বেশি দূর দৃষ্টি চলে না।

ইনলেটের শেষ দিকে বিরাট আকারের একটা বোট হাউস দেখল রানা। ওখানে সম্ভবত কোস্টাল পেট্রল বোট মাঝে মধ্যে আস্তানা গাড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে বোট বা তার ছায়া কিছুই চোখে পড়ল না। কাঠের গেটটা বন্ধ রয়েছে। জেটির শেষ মাথায় নোঙর ফেলেছে সানরাইজ। পিছন থেকে তাড়া লাগাল হারেস মোহাম্মদ। ধীর পায়ে এগোল রানা। পাশেই সুজা। চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে আছে তার।

হারেসের সাথী লোকটা এরই মধ্যে উঠে পড়েছে সানরাইজে। প্রকাণ্ড চারকোনা মুখ লোকটার, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথার চুল কেমন যেন কটা রঙের। লোকটার পরনে নোংরা পোশাক, পায়ে জেলেদের জুতো। বোটের রেইল টপকে ডেকে পা দিল রানা। এই সময় যান্ত্রিক শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে জেটির দিকে তাকাল ও। ইসরায়েলি ল্যান্স-কর্পোরালের যে ল্যান্ড-রোভারটা নিয়ে দাউদের বাড়িতে এসেছে ওরা, জেটির মাথায় থামতে দেখল সেটাকে। দরজা খুলে গেল। নিচে নামল মনাদিল দাউদ।

'সব ঠিক আছে, মেজর?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইল দাউদ। 'হারেসের সাথে ওই যে খালাফ রয়েছে, ওকে আন্ডার-এস্টিমেট কোরো না। এদিকের পানির পোকা বলতে পারো ওকে। কাজেই ওকেই বোট চালাবার দায়িত্ব দিয়েছি আমি। সব কাজ তোমার ঘাড়ে চাপানো ইচ্ছে নয় আমার।'

'ধন্যবাদ, দাউদ,' বলল রানা। 'তোমার মত মানুষ হয় না।'

এক গাল হাসল দাউদ। 'লজ্জা পেলাম। এবার ছোট একটা সারপ্রাইজ। তোমাদেরকে বিদায় জানাতে এসেছে সুইট ডার্লিং সুরাইয়া।'

হ্যাঁচকা টান দিয়ে ল্যান্ড-রোভার থেকে বের করে আনল সে সুরাইয়াকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল সুরাইয়া, কোন মতে সামলে নিল। বোটের রেইলে একটা পা তুলে দিল সুজা, পরমুহূর্তে তার পাঁজরে স্টার্লিঙের মাজল দিয়ে গুঁতো মারল হারেস।

সেই মুহূর্তে স্টার্ট নিল বোটের ইঞ্জিন, হুইলহাউস থেকে নির্দেশ দিল খালাফ, 'নোঙর তোলো!'

ল্যান্ড-রোভারের দিকে তাকাল রানা। হেডলাইটের আলোয় চোখ ভরা পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুরাইয়া। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই, দাউদের হাত দুটো জোর করে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে।

বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিল খালাফ। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল হেডলাইটের আলো, সুরাইয়া আর দাউদ।

ভোরের আলোয় নির্জন, নিঃস্ব বলে মনে হলো দ্বীপটাকে। ছোট একটা বে, তার এক ধারে মাথাচাড়া দিয়ে আছে খানিকটা পাথুরে বিস্তার, ওটাই তাজিল দ্বীপ।

আনুমানিক দুশো গজ উত্তরে এসে নোঙর ফেলেছে সানরাইজ। ইতোমধ্যে ওয়েটস্যুট পরা হয়ে গেছে রানার। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সুজা, চেহারাটা গম্ভীর, থমথমে। রেলিং টপকে পানির ওপর স্থির হয়ে আছে তার দৃষ্টি। চোখ না তুলেই বলল, 'আপনাকে রেখে আমি পানিতে নামব, তার কোন উপায় নেই, মেজর। আপনার মতো আমি উভচর নই। পানির রঙ এই রকম গাঢ় কেন বলুন তো, নাকি কম বলে ওই রকম মনে হচ্ছে? কতক্ষণ থাকতে হবে আপনাকে?'

'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' কথাটা বলে কি ভাবতে হবে সেটাই মনে করিয়ে দিতে চাইল রানা।

ইকুইপমেন্ট নিয়ে তৈরি হতে শুরু করল রানা, ওকে সাহায্য করল সুজা। হাতল ঘুরিয়ে উইঞ্চটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এল খালাফ। ডাইভারের ছুরিটা খাপসহ পায়ের সাথে বেঁধে নিল রানা, আড়চোখে দেখল, ওর দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে হারেস। স্টার্লিংটা তৈরি হয়ে আছে হাতে।

'এই যে, বোবা বাস্টার্ড, কোন আপত্তি আছে?' জানতে চাইল রানা।

পাথরের মুখোশে ভাবের কোন প্রকাশ ঘটল না। ঘুরে দাঁড়াল রানা। অ্যাকুয়াল্যাঙ পরতে সাহায্য করল ওকে সুজা। স্ট্র্যাপ বেঁধে দিচ্ছে সে, এই সময় ফিসফিস করে বলল ও, 'ভুলো না—আমি যখন চতুর্থবার ডুব দেব।'

নিঃশব্দে রানার হাতে ডাইভারের ল্যাম্পটা ধরিয়ে দিল সুজা। টেনে মুখোশটা নামিয়ে নিল রানা। মাউথপীসটা চেপে ধরল দাঁতের ফাঁকে, তারপর রেল টপকে নেমে গেল পানিতে।

মুহূর্তের জন্যে থেমে এয়ার সাপ্লাই চেক করে নিল রানা। তারপর দ্রুত নিচে নেমে এল। নিচের পরিস্থিতি যতটা খারাপ হতে পারে বলে মনে করেছিল নেমে দেখল ব্যাপারটা তত খারাপ নয়। অস্বাভাবিক পরিষ্কার পানি, কালো কাঁচের মত। এদিকে বে-র তলাটা সী-উইডে ঢাকা, অক্টোপাসের শুঁড়ের মত লম্বা লম্বা আগাছা পেঁচিয়ে ধরতে চাইল ওকে। নোঙরের চেইনের পাশে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল ও, তারপর পুরো একপাক চক্কর খেল, কিন্তু পানি এত পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কয়েক গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। যতদূর দেখা গেল, তার মধ্যে ইয়ট কেন, এক টুকরো কাঠও দেখল না ও।

সাগরের তলা ঘেঁষে তীরের দিকে এগোল রানা। দু'মিনিট পরই দেখতে পেল ইয়টটাকে। ফাঁকা একটা জায়গায়, সাদা বালির ওপর এক দিকে কাত হয়ে রয়েছে।

ডেক লেভেলে উঠে এল রানা। রেল ধরে ঝুলে এদিক ওদিক তাকাল। মিশরীয় জাহাজের সাথে বুড়ো দাদুর ইয়টের যে ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয়েছিল তার চিহ্ন এখনও পরিষ্কার। সুপারস্ট্রাকচারে বড় গর্ত দুটো কামানের কৃতিত্ব। খোলের গায়ে কয়েক ডজন বুলেটের দাগও রয়েছে। বোঝাই যায়, গার্ডদের মেশিনগান থেকে ব্রাশ করা হয়েছিল।

দ্রুত ওপর দিকে উঠতে শুরু করল রানা। সানরাইজের কাছাকাছি নয়, পানির ওপর ভাসল কিছুটা তীর ঘেঁষে। প্রথমে দেখতে পেল ওকে সুজা, হাত নাড়ল সে। নোঙর তুলল ওরা, ইঞ্জিন চালু করল খালাফ। রানার দিকে এগিয়ে এল সানরাইজ।

'পেয়েছেন, মেজর?' রানার পাশে থামছে সানরাইজ, উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল সুজা। নোঙরটা আবার পানিতে ফেলে দিল হারেস।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পেয়েছি। এখন পরিস্থিতি বোঝার জন্যে দ্বিতীয় ডাইভটা দেব আমি।'

আবার মাউথপীসটা শক্ত করে কামড়ে ধরে দ্রুত নিচে নেমে এল রানা। জাহাজের ডেক রেইলের কাছে থেমে এয়ার সাপ্লাই অ্যাডজাস্ট করে নিল একবার। ল্যাম্পটা জ্বালল। তারপর মাথা আগে দিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নামতে শুরু করল দ্রুত। পোর্টহোল দিয়ে ক্ষীণ একটু আলো ভেতরে ঢুকলেও গোটা প্যাসেজটাই রহস্যময় অন্ধকারে ঢাকা। সচল কোন প্রাণী চোখে পড়ল না রানার, কিন্তু তবু ভৌতিক ছায়ার মত ওর চারদিকে কি সব নড়াচড়া করছে। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল একটা দরজার দিকে তাকাতেই। কবাট দুটো এদিক ওদিক দুলছে—বন্ধ হতে গিয়েও পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না, আবার খুলতে গিয়েও পুরোপুরি খুলছে না। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুলল সেটা রানা। হঠাৎ আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ায় উল্টো দিকের বাঙ্ক থেকে অলসভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল একটা শরীর, খানিকটা উঠে

আবার নামতে শুরু করল নিচের দিকে। চোখ সরিয়ে নেবার আগেই লোকটার মুখ দেখতে পেল রানা। দুঃস্বপ্নে দেখা আতঙ্কের একটা মুখোশ। আরেকটা লাশ ওর মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে শুরু করল, উঠে যাচ্ছে কেবিনের সিলিং লক্ষ্য করে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

মেইন সেলুনে ঢুকেই যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা। সেন্টার টেবিল আর বাল্কহেডের মাঝখানে অনেকগুলো বাক্সের একটা স্তম্ভ কাত হয়ে পড়ে আছে। বাক্সগুলো সবই প্যাডলকড্, মাত্র একটা খোলা হয়েছে। দশ ইঞ্চি ইঁটের মত দেখতে সোনার ইনগটগুলো। বাক্সটা থেকে বের করে ছেলেমানুষি বিশৃংখলতার সাথে একটার ওপর আরেকটা সাজানো হয়েছে।

সোনা এমনিতেই ভারী, তার ওপর ইনগটগুলো আকারেও বেশ বড়। একটা ইনগট তুলে নিয়ে সেটার ওজন অনুভব করার চেষ্টা করল রানা। বিশ পাউন্ডের কম তো নয়ই!

ইনগটটা নিয়েই জাহাজ থেকে বেরিয়ে এল রানা। যাই ঘটুক না কেন, এখন থেকে দশ কি পনেরো মিনিটের মধ্যেই তা ঘটবে।

রেলের ওপর দিয়ে আগেই নামিয়ে রেখেছে খালাফ যান্ত্রিক মইটা, সেটার পাশে পানির ওপর ভেসে উঠল রানা, মাথার ওপর উঁচু করে ধরল ইনগটটা। মই বেয়ে নেমে এল সুজা, সেটা রানার হাত থেকে নেবার জন্যে হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়াল, ঝুলে আছে এক হাতের ওপর। সুবর্ণ একটা সুযোগ, হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। খাপ থেকে ডাইভারের ছুরিটা বের করে সুজার পায়ে গলানো প্যারাট্রুপারের জুতোয় গুঁজে দিল রানা। সবই টের পেল সুজা, কিন্তু তার চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না।

রেলের ওপর দিয়ে ইনগটটা খালাফের হাতে ধরিয়ে দিল সুজা। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে উত্তেজিতভাবে হারেসের দিকে ফিরল খালাফ। কিন্তু ইনগটের দিকে তাকালই না হারেস, চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রানার দিকে।

'আপনি সুস্থ তো, মেজর?' জানতে চাইল সুজা।

'না থেকে উপায় আছে?' অভিমানের সুরে বলল রানা। 'নেটটা নামিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কাজ সেরে পানি থেকে উঠতে চাই আমি।'

সুজার সাহায্য নিয়ে উইঞ্চের বাহুটা রেলের ওপর দিয়ে নামিয়ে দিল খালাফ। পুলি হুকের সাথে আগেই একটার নেট ফিট করে রেখেছে ওরা। পানির নিচে নেমে গেল উইঞ্চের তার, নেট সহ। মাউথপীস অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে সেটাকে অনুসরণ করল রানা।

নেটটা ভরতে অত্যন্ত কষ্ট হলো রানার। ধ্বংসাবশেষের ভেতর কখন কোথায় কিসের সাথে ধাক্কা লাগে তার ঠিক নেই, তাই ল্যাম্পটা জ্বেলে

রাখতে হচ্ছে ওকে। প্রতিবার একটার বেশি ইনগট আনতে পারল না ও। ছয়টা বের করে আনতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল। ছ'টাই যথেষ্ট মনে করল ও। লাইনে টান দিয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল আবার।

পানির ওপর মাথা তুলে রানা দেখল, ইতোমধ্যে ডেকের ওপর তুলে নিয়েছে ওরা নেটটাকে।

'এটা কি ধরনের ব্যাপার হলো?' জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল খালাফ। 'মাত্র এই ক'টা তুললে কি মনে করে?'

'বক বক কোরো না,' ধমক লাগাল রানা। 'একবারে এর চেয়ে বেশি তোলা সম্ভব নয়।'

সুর একটু নরম করল খালাফ। 'কিন্তু এত কম করে তুললে যে সারাটা দিন লেগে যাবে!'

সুজার দিকে তাকাল রানা। নেট থেকে ইনগট বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে। রেলের কাছে দাঁড়িয়ে রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হারেস। লোকটাকে ভেংচে দেবার লোভটাকে দমন করে আবার ডুব দিল ও। চতুর্থ ডুব।

সোজা সাগরের প্রায় তলা পর্যন্ত নেমে এল রানা। তারপর দিক বদল করল ও। সানরাইজের নিচে দিয়ে আরেক দিকে চলে এল, পানির ওপর ভেসে উঠল বোটের একেবারে গা ঘেঁষে। স্ট্র্যাপ খুলে অ্যাকুয়ালাঙটা ফেলে দিল ও। শুনতে পেল, রাগের সাথে কথা বলছে সুজা, 'তোমার কাজ তুমি করো। আমাকে বুদ্ধি যোগান দেবার দরকার নেই।'

'ও-ওরে! বিষ নেই, কিন্তু কুলোপানা চক্কর আছে!' চেঁচিয়ে উঠল খালাফ।

রেইলের ওপর দিয়ে ডেকে চলে এল রানা। ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না ও। ধীর, নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল হুইলহাউসে। চার্ট টেবিলের নিচে হাত দিতেই আড়াল করা ফ্ল্যাপটার স্পর্শ পেল ও। পড়ে গেল সেটা।

বাঁ হাত দিয়ে মাউজারটা ধরল রানা। ক্লিপ থেকে টেনে বের করে আনতে যাবে, পিছনে ক্ষীণ একটু শব্দ হলো। সাবধানে ঘাড় ফেরাল রানা। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হারেস।

কি সন্দেহ করে হুইলহাউসের দিকে এসেছে হারেস, বলতে পারবে না রানা। স্টার্লিংটা ওর মাথার দিকে তাক করে ধরে আছে সে, মুখের চেহারায় কোন ভাব নেই। মাউজারটা হাত থেকে ফেলে দিল রানা। এতক্ষণে হাসল হারেস। তারপর গুলি করল।

বাঁ হাতে বুলেটের ধাক্কা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রানা। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ এল কানে। ডেকে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে খালাফের খিস্তি শোনা গেল।

স্টার্লিং নেড়ে দাঁড়াবার নির্দেশ দিল হারেস। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল

রানা। ধরে নিল, এবার মেরে ফেলার জন্যে গুলি করবে হারেস। কিন্তু তা না করে পিছু হটে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল সে, ইঙ্গিতে বেরিয়ে আসতে বলল রানাকেও।

দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে টলতে শুরু করল রানা। কনুইয়ের ওপর থেকে হড় হড় করে রক্ত গড়িয়ে নামছে। যতটা না অসুস্থ, তার চেয়ে বেশি ভান করছে ও। আবার সেই হাসিটা দেখা গেল হারেসের মুখে, স্টার্লিংটা নামিয়ে নিল সে।

দরজা টপকে বেরিয়ে এল রানা। চিবুকটা বুকের সাথে প্রায় ঠেকে আছে, পা ফেলছে এলোমেলোভাবে। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। তাল সামলাবার ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে রেলিং ধরতে গেল ও, হঠাৎ বিদ্যুৎগতিতে দিক বদল করল হাতটা, আঁকড়ে ধরল হারেসের গলা। স্টার্লিং ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল হারেস, তার সাথে এগোল রানা। তারপর হঠাৎ গলাটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল দ্রুত, ঝুঁকে পড়ল স্টার্লিংটা তুলে নেবার জন্যে। কিন্তু রানা পিছিয়ে আসতেই হারেসও এগিয়ে আসতে শুরু করেছে।

ঝুঁকে পড়েছে রানা, এই সময় ওকে পেশল দুটো হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল হারেস। পা ছুঁড়ে স্টার্লিংটা রেলের তলা দিয়ে পানিতে ফেলে দিল রানা। মুঠো পাকানো হাতটা উঠে এল ওর, প্রচণ্ডভাবে আঘাত করল হারেসের মুখে। ঘুসিটা যেন হিমালয়ের গায়ে লাগল। এক চুল নড়ল না হারেস। কিন্তু পাল্টা ঘুসি খেয়ে রানার মনে হলো ডান পাঁজরের কমপক্ষে দুটো হাড় ভেঙে গিয়ে দেবে গেল ভেতর দিকে।

আলিঙ্গনের ভেতর ছটফট করে উঠল রানা। প্রতি মুহূর্তে হাতের চাপ বাড়িয়ে চলেছে হারেস। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শিরদাঁড়াটা ভেঙে যাবে বলে মনে হলো। পিছিয়ে আসতে চেষ্টা করল ও। বাধা দিল না হারেস। পিঠে রেলের ধাক্কা খেল রানা। ওর বুকের ওপর মাথা ঠেকাল হারেস, চাপ দিয়ে নিচের দিকে নামাতে চাইছে। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে ঘেমে উঠল রানা। রেলের ওপর ঠেকিয়ে ওর শিরদাঁড়াটা ভেঙে দিতে চাইছে হারেস।

হঠাৎ শরীর ঢিল করে দিল রানা, সেই সাথে একটা পা ছুঁড়ল ওপর দিকে। রেল টপকে পড়ে যাচ্ছে ও, সাথে হারেস। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল দু'জনেই।

পানিতে পড়েই অর্ধেক মরে গেল হারেস। তাকে নিয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে এল রানা। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল হারেস, কিন্তু তার শার্টের কলারটা ছাড়ল না রানা। ওর পিঠে নোঙরের চেইন ঘষা খেল, সাথে সাথে থামল ওখানে। ব্যথা উপেক্ষা করে বাঁ হাত দিয়ে ধরল চেইনটা, ডান বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল হারেসের গলা।

শেষ মুহূর্তে বাঁচার আশায় মরিয়া হয়ে উঠল হারেস। কিন্তু রানা তাকে

কোন সুযোগই দিল না। গলার ওপর রানার হাতের প্রচণ্ড চাপটাই কাল হলো হারেসের। কোনমতে সেটা ছাড়ল না রানা।

দম ফুরিয়ে এল রানার। ফুসফুস ফেটে যাবার উপক্রম হতে হারেসকে নিয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও। পানির ওপর মাথা তুলতেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুজা।

'একটা লাইন দাও আমাকে,' বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বলল রানা। 'ওর বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে দিলে তুমি টেনে তুলে নিতে পারবে।'

'মেজর! তাকিয়ে দেখুন, শালা মরে ভূত হয়ে গেছে!'

'যা বলছি করো!' ধমক লাগাল রানা। 'পরে ব্যাখ্যা করব।'

একটা লাইন নামিয়ে দিল সুজা। লাশের বগলের নিচে দিয়ে সেটা জড়িয়ে দিল রানা। লাইন টেনে বোটের ওপর তোলা হলো লাশ।

ডেকে উঠে শুয়ে পড়ল রানা। ক্লান্ত।

'অসুস্থ লাগছে, মেজর?' রানার ওপর ঝুঁকে পড়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল সুজা।

উঠে বসল রানা। 'খালাফ কোথায়?'

'ছুরি দিয়ে পেট ফেড়ে পানিতে ফেলে দিয়েছি।'

'গুড। সেলুন থেকে ফার্স্ট-এইড বক্সটা নিয়ে এসো—তাড়াতাড়ি করো!'

হুইলহাউসে চলে এল রানা। ওয়েটস্যুটটা ছুরি দিয়ে কেটে ওর শরীর থেকে খুলে নিল সুজা। রানার বাঁ হাতে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল সে। তারপর ডান দিকের পাঁজরে টেপ সেঁটে দিল কয়েকটা। কিন্তু প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলার সময় তীব্র ব্যথা অনুভব করছে রানা। ওর নির্দেশে দুটো মরফিন ইঞ্জেকশন দিল ওকে সুজা, তারপর পোশাক পরতে সাহায্য করল।

'এবার কি হবে?'

ইনগটগুলো রেলিং টপকে পানিতে ফেলল রানা।

'ফিরে গিয়ে গুলি করব দাউদকে,' সহজ ভাবে বলল সে। নিঃশব্দে হাসল ও। 'লোকটাকে আমি মুক্তিযোদ্ধা বলে মনে করি না, সুজা।'

'আপনার সাথে আছি আমি,' গম্ভীর সুরে বলল সুজা।

'এসো, পরিস্থিতিটা তাহলে একবার খতিয়ে দেখা যাক। আমরা সানরাইজ নিয়ে ফিরে গেলে সম্ভাব্য দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে। দাউদকে আমরা হয়তো জেটিতেই পাব। সোনা দেখার লোভে অপেক্ষা করছে।'

'আরেকটা কি ঘটতে পারে?'

'জেটিতে নিজের লোক রেখে সে হয়তো বাড়িতে ফিরে গেছে...'

'কিন্তু হুইলে আমাদের দু'জনের একজনকে দেখলেই দাউদের লোকেরা সন্দেহ করবে...'

মাথা নাড়ল রানা। 'হুইলে আমরা কেউ থাকব না।' ডেকে পড়ে থাকা হারেসের দিকে তাকাল ও। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশটা, বিস্ফারিত চোখ দুটো অনন্তের দিকে নিবদ্ধ।

নয়

ইনলেটে ঢুকছে সানরাইজ। হুইলহাউসে, চালকের সীটে বসে আছে হারেস মোহাম্মদ, হাত দুটো হুইলের ওপর। এক টুকরো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে, সেটা শার্টের ভেতর রয়েছে বলে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না।

হুইলহাউসের প্যানেলিং ভেঙে খানিকটা গর্ত করে নিয়েছে রানা, হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে রয়েছে ও, সেই গর্তে চোখ রেখে বোট চালাচ্ছে। মরফিনের প্রভাবে বাঁ হাতে বা পাঁজরে এখন আর তীব্র ব্যথা নেই।

দূর থেকেই ফোর্ড ট্রাকটাকে দেখতে পেল রানা। জেটির দূর প্রান্তে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ল্যান্ড-রোভারটাকে কোথাও দেখা গেল না। জেটির কিনারায় দাউদের দু'জন লোক অপেক্ষা করছে। সিগারেট ফুঁকছে একজন। দু'জনের হাতেই একটা করে স্টার্লিং।

কম্প্যানিয়নওয়ের আড়ালে অপেক্ষা করছে সুজা। তাকে বলল রানা, 'দাউদ নেই। মাত্র দু'জন লোক। এক মিনিট সময় পাবে তুমি। দেখো, লক্ষ্য যেন ব্যর্থ না হয়। এই পর্যায়ে ভুল করলে চড়া দাম দিতে হবে।'

জেটির সামনে থামল বোট। প্রথম কয়েক মুহূর্ত দাউদের লোক দু'জন এক চুল নড়ল না। তারপর একজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'অ্যাই, খালাফ, কোথায় তুমি?'

দ্বিতীয় লোকটা ঝুঁকে পড়ল হঠাৎ। বিমূঢ় চোখে তাকাল হারেসের দিকে। 'ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে হারেসের? বোধ হয় অসুস্থ...'

লোকগুলো সত্য উপলব্ধি করতে যাচ্ছে, এই সময় ফিসফিস করে বলল রানা, 'এখনি, সুজা!'

কম্প্যানিয়নওয়ের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল সুজা। তার হাতে লাফাতে শুরু করল স্টেনটা। গুলির কোন আওয়াজই হলো না। শুধু বোল্ট আগুপিছু হওয়ার মৃদু শব্দ। প্রথম সেকেন্ডেই লোক দু'জন ঝাঁঝরা হয়ে গেল, ঝপাৎ ঝপাৎ দুটো আওয়াজ করে পানিতে পড়ে গেল লাশ দুটো। রেল টপকে জেটিতে নামল সুজা। বাঁধতে শুরু করল সানরাইজকে।

'তাড়াতাড়ি!' তাড়া লাগাল রানা। 'ট্রাক স্টার্ট দিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। ইঞ্জিনটাকে অচল করে দিয়ে আসছি আমি।' কোন ঝুঁকি

নিতে চায় না রানা।

হুইলহাউস থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে বোটের পিছনে চলে এল রানা, ইঞ্জিন হ্যাচ খুলে সামান্য একটু নাড়াচাড়া করল কলকজাগুলো। তিন মিনিটের বেশি লাগল না ওর।

ট্রাকের কাছে না গিয়ে জেটির মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সুজা। তার পায়ের কাছে একটা ব্রাউনিং পড়ে রয়েছে। দাউদের একজন লোকের কাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। বোট থেকে নেমে এসে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা। তারপর সুজাকে নিয়ে ট্রাকে উঠে বসল।

ট্রাক ছেড়ে দিয়ে জানতে চাইল সুজা, 'এবার?'

'জানি না,' বলল রানা। মরফিনের প্রভাব ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছে। বাঁ হাতটা ব্যথা না করলেও অসাড় হয়ে গেছে। পাঁজরের ব্যথাটা কমেছিল, কিন্তু এখন আবার বাড়ছে সেটা। 'বহাল তবিয়তে দাউদের বাড়িতে পৌঁছুতে চাই শুধু। তারপর কি হবে দেখা যাবে।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সুজা, কিছু বলতে গেল সে, কিন্তু কি ভেবে চুপ করেই থাকল। সীটে হেলান দিল রানা। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে এল আপনা থেকেই। ভয় হলো, দাউদের কাছে পৌঁছুবার আগে জ্ঞান থাকলে হয়।

দ্রুতগতিতে পিছনের উঠানে ঢুকে পড়ল ট্রাক। ব্যাক ডোরের সামনে ব্রেক করে সেটাকে দাঁড় করাল সুজা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে ভেতরে ঢুকে গেল সে। সমস্ত ইচ্ছেশক্তি একত্রিত করে তাকে অনুসরণ করল রানা।

লাথি মেরে কিচেনের দরজা খুলল সুজা। মাথা নিচু, শিরদাঁড়া বাঁকা করে ভেতরে ঢুকল সে। একজন মাত্র লোককে দেখা গেল। টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, হাতে চায়ের কাপ। চোখের পলকে তাকে দেয়ালের সাথে সেঁটে ধরল সুজা। সার্চ করে কেড়ে নিল একটা ব্রাউনিং, নিজের ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখল সেটা। লোকটাকে ঘোরাল, তারপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার মুখে।

'বেয়াড়াপনা করলে মরতে হবে, মেনান,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সুজা। 'যা জিজ্ঞেস করব সোজাসুজি উত্তর দেবে।'

'সুজা! দোস্ত! তুই আমার সাথে এই রকম ব্যবহার...'

'চোপ!' গর্জে উঠল সুজা। 'তোদের দোস্তিতে আমি পেচ্ছাপ করি। শালা...'

'কাজের কথায় আসা যাক,' বাধা দিল রানা। তাকাল মেনানের দিকে। 'কে কে আছে বাড়িতে?'

'শুধু দাউদ।'

'সুরাইয়াকে পাহারা দিচ্ছে কে?' ব্রাউনিংটা কোমর থেকে বের করে মেনানের পায়ের দিকে তাক করল সুজা।

ভয়ে সাদা হয়ে গেল মেনানের চেহারা। 'কেউ নেই পাহারায়, সুজা। খোদার কসম, বিশ্বাস কর। ওরা দু'জন সব সময় একসাথেই তো থাকে, পাহারার দরকারটা কি!'

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে সুজা। মেনানের বুকের শার্ট চেপে ধরল সে। 'পথ দেখা কুত্তার বাচ্চা! দাউদের কাছে নিয়ে চল। কোন রকম চালাকি করতে দেখলেই গুলি করব!'

'এক মিনিট, সুজা,' বলল রানা। মেনানের দিকে ফিরল ও। 'ব্রিগেডিয়ার কোথায়? তিনি কি এখনও সেলে?'

'হ্যাঁ।'

'চাবি কোথায়?'

'ওই যে, পেরেকের সাথে ঝুলছে...'

সেলের চাবিটা পেড়ে নিল রানা। 'সেল থেকে আগে ব্রিগেডিয়ারকে বের করে নিই, তারপর অন্য কথা।'

'কেন, মেজর? তাকে আমাদের এত কি দরকার?'

'একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আরেকটা বিপদে পড়তে চাই না, সুজা,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আমাদের সন্দেহের কথা আগেই তোমাকে জানিয়েছি। ব্রিগেডিয়ার হয়তো পি. এল. ও.-র লোক। তা যদি সত্যি হয়, ওর পিছনে লোক আছে। কে জানে, তারা হয়তো শুধু একটা সুযোগের জন্যে কাছেপিঠেই কোথাও অপেক্ষা করছে। এই শেষ মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ারকে আমি চোখের আড়াল করতে চাই না।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল সুজা।

করিডরে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে সেলের দরজা খুলল।

কটের ওপর শুয়ে একটা বই পড়ছে সোহেল। দরজা খোলার আওয়াজে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। রানাকে দেখে চেহারাটা গম্ভীর করে তুলল। 'কি চাই?'

'তোর মুণ্ডু,' নিঃশব্দে হাসল রানা। পরমুহূর্তে সিরিয়াস দেখাল ওকে। 'শোন। বুড়ো দাদু গুলি খেয়ে লেবাননের একটা হাসপাতালে পড়ে আছেন। আমাদের সোনার সন্ধান পাওয়া গেছে। সুজাকে নিয়ে দাউদের সাথে শেষ বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি আমি।' অতিরিক্ত ব্রাউনিংটা পকেট থেকে বের করে সোহেলের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এখন এটা লুকিয়ে রাখ। যদি মজা দেখার ইচ্ছে থাকে তো আমাদের সাথে আসতে পারিস। সুজা তোর আসল পরিচয় এখনও জানে না।'

'চল!'

সিঁড়ির মাথায় মেনানকে নিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল সুজা। 'এত দেরি করলেন যে?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল সে। ব্রিগেডিয়ারের দিকে ঝট করে তাকাল। 'কোন কথা নয়। চুপচাপ মেনানের পিছনে থাকবেন। সাবধান!'

'ঠিক আছে!'

সবুজ দরজা পেরিয়ে হলঘরে ঢুকল ওরা। কোথাও কোন শব্দ নেই। হলঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে এল মেনান, সবাই তাকে অনুসরণ করল। আরেকটা সিঁড়ি। আরেকটা করিডর। সেটা ধরে নিঃশব্দে এগোবার সময় পিয়ানোর আওয়াজ পেল ওরা। মনাদিল দাউদের সিটিংরূম থেকে আসছে।

সিটিংরূমের দরজার সামনে দাঁড়াল ওরা।

'এই ঘরের ভেতর আছে,' ফিসফিস করে বলল মেনান।

ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মেনানের দুই ঊরুর মাঝখানে একটা গুঁতো মারল সুজা। কোন রকম শব্দ না করে জ্ঞান হারাল মেনান, মেঝেতে পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলল সুজা। ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল এক ধারে।

দরজাটা খোলাই ছিল, কপাট দুটো উন্মুক্ত করে ভেতরে ঢুকল ওরা। সবার আগে সুজা, গুলি করার ভঙ্গিতে স্টেনটা ধরে আছে।

পিয়ানোর সামনে বসে রয়েছে দাউদ। সুজাকে দেখেই হাত দুটো থেমে গেল তার, সেই সাথে থেমে গেল বাজনা। পাশেই একটা চেয়ারে চোখ বুজে বসে ছিল সুরাইয়া, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুরল ওদের দিকে। নাকের পাশের ক্ষতটার জন্যে কুৎসিত দেখাচ্ছে তাকে।

'সুরাইয়া!' উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সুজা। 'ঠিক আছ তুমি?'

এক চুল নড়ল না সুরাইয়া, আশ্চর্য একটা আচ্ছন্ন ভাব ফুটে উঠল তার চেহারায় পরমুহূর্তে, হঠাৎ করেই সামনের দিকে ছুটে এল সে, হাত দুটো ছুঁড়ে দিল সুজার দিকে, তাকে আলিঙ্গন করল সুজা! 'ভাই আমার! আর কাউকে দেখে জীবনে এত খুশি হইনি…'

সুজার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে কাজটা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে সারল সুরাইয়া। সুজার ওয়েস্টব্যান্ড থেকে ব্রাউনিঙটা আলগোছে বের করে নিয়েই দ্রুত পিছিয়ে গেল, যাতে ওদের সবাইকে ব্রাউনিঙের আওতায় আনতে পারে। 'বাঁচতে চাইলে নড়বে না কেউ।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল সে। 'খবরদার!'

এখনও নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে মনাদিল দাউদ। শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা রিভলভার বের করল সে। নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করল না সোহেল আর রানা, মাথার ওপর তুলে দিল নিজেদের হাত।

একটু হাসল রানা। 'কিছু মনে কোরো না, দাউদ, বাঁ হাতটা এর বেশি তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' সুরাইয়ার দিকে ফিরল ও। 'অবাক হয়েছি, কিন্তু খুব বেশি নয়। প্রথম থেকেই খটকা লেগেছিল আমার। প্যাসেজে দাউদ

আর তার লোকেরা স্টীমার নিয়ে অপেক্ষা করছিল, তারপর আমাদের আগেই তার লোকেরা পৌঁছে গেল গগলের কটেজে—এসব হজম করা শক্ত।'

'কিন্তু আমার ব্যাখ্যা তুমি বিশ্বাস করেছিলে।'

'সেটা তোমাকে ভাবতে দিয়েছিলাম, আসলে করিনি। কিন্তু দাউদ যখন তোমাকে লোহার শিক গরম করে ছ্যাঁকা দিল, তখন অবশ্য ভেবেছিলাম, আমি বোধহয় ভুল সন্দেহে ভুগছি। বাই গড, সুরাইয়া, ওটা তোমার একটা কৃতিত্ব বটে! কিভাবে কি করেছিলে, দাউদ? আগেই পেইন-কিলার ইঞ্জেকশন দিয়ে নিয়েছিলে বুঝি?'

'বুদ্ধিটা ডেন্টিস্টদের কাছ থেকে ধার করা,' এক গাল হেসে বলল দাউদ। 'এই রকম একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য তৈরি করার দরকার ছিল, সুরাইয়া যে সত্যি চরম বিপদের মুখে পড়েছে সেটা সুজাকে বোঝাবার জন্যে। সুরাইয়ার ওই কষ্ট দেখেই তো বুড়ো দাদুর কাছে ছুটে যায় ও।'

'আসলে সুরাইয়া কোন বিপদে পড়েনি?'

'আমরা, আমি এবং সুরাইয়া, সেই প্রথম থেকেই জানতে চেষ্টা করছি কোথায় আছে সোনাটা। কিন্তু বুড়ো দাদু তার ভাইঝির কাছেও এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি। ভাইঝিরই নিরাপত্তার কারণে। অগত্যা...'

'তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে, সুরাইয়া?'

'কাকার আদর্শ এবং নীতির ওপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। তিনি প্রাচীন পন্থী, নানা রকম দ্বন্দ্বে ভোগেন, ঝুঁকি নিতে রাজি নন। দাউদ আমার আদর্শ পুরুষ। ওর মধ্যে সাহস এবং দেশপ্রেমের অপূর্ব সমন্বয় দেখেছি আমি। কেউ যদি প্যালেস্টাইনকে স্বাধীন করতে পারে, দাউদের মত বেপরোয়া দামাল দেশপ্রেমিকই পারবে।' মুখস্থ বুলি নয়, রানা অনুভব করল, অন্তরের অন্তঃস্তলের বিশ্বাস থেকে কথাগুলো উঠে এল সুরাইয়ার গলা বেয়ে।

'কিন্তু তুমি জানো, দাউদ কে?' বলল রানা। 'জানো, আমি কে?' সোহেলকে দেখিয়ে বলল, 'এই ব্রিগেডিয়ার কে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল সুরাইয়ার। 'মানে?'

'দাউদ মুক্তিযোদ্ধা নয়। ইসরায়েল সরকারের চাকরি করে ও। অ্যাকশন পার্টি আসলে একটা ইসরায়েলি অ্যান্টি ফ্রিডম পার্টি। ইসরায়েলের ভেতর পি. এল. ও, বা বড় ধরনের কোন গেরিলা সংস্থা যাতে ঢুকে পড়তে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য দাঁড় করানো হয়েছে ওটাকে।'

অকস্মাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দাউদ। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, 'মরার ভয়ে প্রলাপ বকছে লোকটা, সুরাইয়া। এমন হাস্যকর কথা আগে কখনও শুনেছ?'

হাতে বেশি সময় নেই, জানে রানা। মুখ বন্ধ করার জন্যে যে-কোন মুহূর্তে গুলি করতে পারে দাউদ। তার আগেই দু'একটা কথা বলে নিতে চায়

ও। 'কোন একটা আরব রাষ্ট্রের বিশেষ অনুরোধে গগলের মাধ্যমে ইসরায়েলে এসেছি আমরা, সুরাইয়া। আমি মেজর মাসুদ রানা, এবং ব্রিগেডিয়ার সোহেল, আমরা দু'জনেই বাংলাদেশী। আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ছিল, ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করছে এই রকম একটা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সংগঠনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে সেটাকে জড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলা…'

'এসব সহ্য করার কোন মানে হয়, সুরাইয়া?' দ্রুত বলল দাউদ। 'ঝামেলা শেষ করে দিই, কি বলো?'

'কে বিশ্বাস করছে ওর কথা?' সকৌতুকে বলল সুরাইয়া। 'শোনাই যাক না আর কি বলার আছে!'

'আর ওই একটন সোনা, ওটা মিশরের সোনা নয়,' বলল রানা। 'ওটার মালিক বাংলাদেশ, মিশর থেকে মিশরীয় জাহাজে করে বাংলাদেশেই পাঠানো হচ্ছিল। আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের আরেকটা লক্ষ্য ছিল, দেশের জিনিস দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'তোমার এসব বক্তব্যের পেছনে কোন প্রমাণ আছে?' জানতে চাইল সুরাইয়া। চেহারায় এখনও কৌতুকের ভাব লেগে রয়েছে।

'আছে বৈকি,' বলল রানা। 'সানরাইজে তোলা হয়েছে সোনার ইনগটগুলো। প্রতিটি ইনগটে দুটো করে ইংরেজি অক্ষর খোদাই করা আছে, গেলেই দেখতে পাবে। বি এবং ডি। বি-তে বাংলা, ডি-তে দেশ।'

রানার কথা শেষ হবার আগেই সুরাইয়ার চেহারা থেকে কৌতুকের ভাবটুকু মিলিয়ে গেল। চাপা গলায় বলল সে, 'কাকা অবশ্য এই ধরনের কি যেন একটা বলেছিলেন! বি আর ডি খোদাই করা…কিন্তু বি আর ডি মানেই যে বাংলাদেশ তার কোন মানে নেই। বি-তে বিসাউ হতে পারে, বাহামা হতে পারে, ডি-টা হয়তো কোন কোড, প্রতীক শব্দের প্রথম অক্ষর। অবশ্য কিছুতেই কিছু এসে যায় না। আমরা জানি ওটা মিশরীয় সোনা, আমরাই উদ্ধার করেছি, কাজেই প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধেই ওটা ব্যবহার করা হবে।'

'ওটা তোমার ধারণামাত্র,' বলল রানা। 'দাউদের হাতে পড়লে সোজা ওটা ইসরায়েলের ট্রেজারিতে গিয়ে জমা হবে। সে যাক, দাউদের ব্যাপারে প্রমাণ আছে কিনা জানতে ইচ্ছে করে না?'

'শুধু শুধু দেরি করছি আমরা, সুরাইয়া!' কড়া মেজাজ দেখিয়ে ধমক লাগাল দাউদ।

'কি প্রমাণ?' আবার সেই কৌতুকের ভাবটা ফিরে এল সুরাইয়ার চেহারায়।

'পুলিস পোস্ট থেকে আমরা রওনা হলাম, পথে আক্রমণ করল দাউদ—মনে আছে? প্রথম গোলাগুলির আওয়াজটা মনে পড়ে? এক পশলা ব্রাশ ফায়ার, তারপর একটা সিঙ্গল শট, এরপর আবার ব্রাশ ফায়ার। ওটা

একটা সংকেত ছিল, সুরাইয়া। ইসরায়েলি পুলিস বা প্যারাট্রুপারদের সাবধান করে দেবার জন্যে। সংকেত শুনে ক্যাপ্টেন হিবরন, সার্জেন্ট এবং প্যারাট্রুপার লোকটা রাস্তার ওপর শুয়ে পড়েছিল, অথচ আহত হয়নি কেউ। কেমন যেন সন্দেহ হয় আমার। গুলি করে তিনজনকেই ওখানে আমি খতম করি। আরও শুনবে…?'

'তোমার এসব কথা আমি একটাও বিশ্বাস করি না,' হঠাৎ চটে উঠে বলল সুরাইয়া। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে তুমি হয় ইসরায়েলি নয়তো মিশরীয় গুপ্তচর, সোনাটা হাত করার জন্যে আমাদের পিছু লেগেছ।' একটু বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'দাউদ সম্পর্কে তুমি যা বললে, তা শুধু হাস্যকরই নয়, কথাটা বলে তুমি গুরুতর অপরাধ করেছ। এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে…'

জমাট পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে সুজা, চেহারায় প্রাণের কোন লক্ষণই নেই। স্টেনটা হাতে ঝুলছে, মাজলটা নিচের দিকে। সুরাইয়ার কথা শেষ হলো না, ফিস ফিস করে জানতে চাইল সে, 'তুমি…সুরাইয়া, তুমি দাউদের হয়ে কাজ করছ? নিরীহ বুড়ো-বুড়ি, মেয়েমানুষ, বাচ্চা এদেরকে খুন করার কাজে ওকে তুমি সাহায্য করছ? মেজর মাসুদ রানার কথা আমি বিশ্বাস করি, দাউদ ইসরায়েলের পক্ষে কাজ করছে। সমস্ত লক্ষণ তাই বলে। আর তুমি…তুমি কিনা বুড়ো দাদুর সাথে বেঈমানী করে ওর দলে ভিড়েছ…?'

'একটা ভূঁইফোড় অচেনা লোকের কথা বিশ্বাস কোরো না, সুজা,' পরামর্শ দেবার সুরে বলল সুরাইয়া। 'দাউদের ব্যাপারেও ভুল কোরো না। প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করতে হলে শক্ত হতে হবে আমাদের। লড়তে হবে। রক্ত দিতে হবে। একমাত্র দাউদই সাহস করে এগিয়ে এসেছে…'

'তবে রে ডাইনী…,' গর্জে উঠে এক পা সামনে বাড়ল সুজা। হাতের স্টেনের মাজল ওপর দিকে উঠছে।

দ্বিধায় পড়ে গেল সুরাইয়া, কিন্তু তা মাত্র পলকের জন্যে। পরমুহূর্তে গুলি করল সে। পর পর দুটো গুলি খেয়ে আধপাক ঘুরেই দড়াম করে পড়ে গেল সুজা মেঝের ওপর।

গুলি করেই আঁতকে উঠল সুরাইয়া। চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

পরিস্থিতি এখন দাউদের আয়ত্তে। 'জবাব দাও, মেজর, তা না হলে তোমাকেও সুজার মত গুলি করে মারব আমি। হারেস, খালাফ আর জেটিতে যে দু'জন ছিল, কোথায় তারা?'

'সবাই চলে গেছে,' বলল রানা। 'ভারি দুঃখজনক!'

'আর সোনা?'

'সানরাইজে…'

'সবটুকু?'

'যতটুকু খুঁজে পেয়েছি।'

কি যেন চিন্তা করল দাউদ, তারপর সুরাইয়ার দিকে ফিরল, 'শুনছ?' মুখ থেকে হাত দুটো নামিয়ে দাউদের দিকে তাকাল সুরাইয়া। 'বোট নিয়ে চলে যাব আমরা। তুমি এদেরকে বাইরে নিয়ে এসো, আমি গ্যারেজ থেকে ল্যান্ড-রোভার বের করছি। সাবধান, সুযোগ পেলেই তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। পারবে, নাকি…?'

'পারব,' বলল সুরাইয়া। নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। চোখে এখন সতর্ক দৃষ্টি। রানা আর সোহেলের দিকে ব্রাউনিঙ তুলল সে। 'প্যালেস্টাইনের স্বার্থে এদেরকেও আমি খুন করতে পারব।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল দাউদ।

'আমাদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যদি ভাল আচরণ করো, আমরা রওনা হবার আগে তোমাদের ছেড়ে দিয়ে যাব,' আশ্বাস দিল সুরাইয়া। 'মাথার পিছনে হাত রেখে ঘুরে দাঁড়াও এবার। আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করো। কোন রকম চালাকি করতে দেখলে গুলি করব আমি।'

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় দু'বার গুলি করল সুরাইয়া। একবার সোহেলকে হোঁচট খেয়ে পড়তে দেখে, দ্বিতীয়বার রানা হাঁটার গতি একটু শ্লথ করায়। ওরা বুঝল, সুরাইযা কোন সুযোগ দেবে না। ভাগ্যই বলতে হবে যে সরাসরি গায়ে গুলি না করে সাবধান করে দেবার জন্যে ফাঁকা আওয়াজ করল সুরাইয়া।

ফ্রন্ট ডোর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। দাউদকে দেখা গেল না কোথাও। কাঁকর বিছানো গাড়ি চলার পথটা থেকে নামিয়ে ঘাস মোড়া ফাঁকা জায়গায় ওদেরকে দাঁড় করাল সুরাইয়া। তার দিকে পিছন ফিরে আছে ওরা। ওদের সামনে একটা রেলিং, উঁকি দিলে দেখা যাবে নিচের ইনলেট।

'এখানেই বুঝি আমাদের শেষ?' জানতে চাইল সোহেল। পকেট থেকে ব্রাউনিংটা বের করার জন্যে হাতটা নিশপিশ করছে তার।

'দাউদ যদি বলে, তাই,' জবাব দিল সুরাইয়া।

'তুমি অন্ধ হয়ে গেছ, সুরাইয়া,' দ্রুত বলল রানা। 'দাউদ বেঈমান, ইসরায়েলি সরকারের চাকরি করছে। একদিন হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পারবে তুমি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে…'

'কোন কথা নয়!' সাবধান করে দিল সুরাইয়া। 'দাউদ আমার আদর্শ পুরুষ, ওর বিরুদ্ধে কিছু শুনতে চাই না আমি।'

বাঁক ঘুরে ছুটে এল ল্যান্ড-রোভার। ওদের কাছ থেকে গজ পনেরো দূরে,

রাস্তার ওপর দাঁড়াল সেটা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল দাউদ, 'আর অপেক্ষা করার দরকার কি? মিটিয়ে ফেলো ঝামেলা।'

'গুলি করব, দাউদ?' ক্ষীণ একটু প্রতিবাদের সুরে জানতে চাইল সুরাইয়া।

'একশো বার!' চেঁচিয়ে উঠল দাউদ। 'শত্রুর জড় রাখতে নেই, শেখাইনি তোমাকে?'

রানা আর সোহেলের দিকে ব্রাউনিং তাক করল সুরাইয়া। ইতস্তত ভাবটা এখনও দূর হয়নি চেহারা থেকে।

'এক মিনিট,' ল্যান্ড-রোভার থেকে বলল দাউদ। 'তুমি দেখছি আমার ট্রেনিং ভুলে বসে আছ। কাউকে গুলি করার সময় তার চোখে চোখ রেখে গুলি করতে হয়, তাতে ভবিষ্যতে কাউকে গুলি করতে হলে হাতও কাঁপে না, ভয়ও লাগে না।'

'ঘুরে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল সুরাইয়া।

ধীরে ধীরে ঘুরল ওরা।

লক্ষ করল রানা, ব্রাউনিং ধরা হাতটা কাঁপছে সুরাইয়ার।

'এইবার! চালাও!' হুকুম দিল দাউদ।

কিন্তু গুলি হলো না। বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে সুরাইয়া। ব্রাউনিঙের ট্রিগারে আঙুলের চাপই পড়ছে না, লক্ষ করল রানা।

'বুঝেছি, নার্ভাস হয়ে পড়েছ তুমি,' ল্যান্ড-রোভার থেকে বলল দাউদ। 'আমাকে আসতে হবে নাকি?'

'না,' মৃদু গলায় বলল সুরাইয়া। ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল। ঝাঁপ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা।

গুলি হলো। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ শব্দে মুখর হয়ে উঠল চারদিকের বাতাস। গায়ের কামিজটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সুরাইয়ার, পাঁচ-ছটা গর্ত দেখা গেল তার শরীরে, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। উন্মত্ত একটা ভঙ্গিতে নেচে উঠল রক্তাক্ত, ঝাঁঝরা শরীরটা। তারপর পড়ে গেল ঘাসের ওপর।

সামনের খোলা গেট দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল সুজা। সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে তার। গুলি শেষ করে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে আছে স্টেনটা। ল্যান্ড-রোভার ছুটতে শুরু করতেও সেদিকে তাকাল না। আর মাত্র এক পা এগোল সে, তারপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ছুটল রানা। শুনতে পেল, সোহেলের হাতে গর্জে উঠল ব্রাউনিংটা। ল্যান্ড-রোভারের পিছনে গুলি করছে সে। কিন্তু একটা গুলিও লাগাতে পারল না। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

সুজার সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। তারপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সুজার মাথাটা তুলে নিল কোলের ওপর। ঠোঁটের কোণ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তবু জোর করে হাসল সে। 'মেজর, আমার একটা অনুরোধ। দাউদ

যেন পালাতে না পারে।'

'পারবে না,' কথা দিল রানা।

'সব সত্যি?' চোখ বুজে জানতে চাইল সুজা। কিন্তু উত্তরটা শোনার জন্যে অনেক কষ্টে আবার তাকাল। কি যেন খুঁজছে রানার মুখে।

'হ্যাঁ, সুজা,' চোখ দুটো ছলছল করছে রানার। 'সব সত্যি।'

'আহ্, আরও যদি মাস ছয়েক সময়, আর সাথে আপনাকে পেতাম, মেজর মাসুদ রানা!' বিড় বিড় করে বলল সুজা। 'ইসরায়েলের অর্ধেক দখল করে ফেলতাম আমরা, তাই না? বড় দুর্ভাগ্য!'

'না, সুজা। দুর্ভাগ্য নয়। প্যালেস্টাইন স্বাধীন হবে। তোমার মত ছেলেরা স্বাধীন প্যালেস্টাইনের ভিত্ তৈরি করছে…'

'সত্যিই কি তাই?'

'সত্যিই তাই।'

'জয় প্যালেস্টাইন!' ফিসফিস করে বলল সুজা। শেষবারের মত ক্ষীণ, কিন্তু তৃপ্ত হাসি ফুটল তার মুখে। পরমুহূর্তে এক দিকে কাত্ হয়ে গেল তার মাথা। পালস্ দেখল রানা। নেই।

'দুঃখিত, রানা' বলল সোহেল। 'একজন আদর্শ মুক্তিযোদ্ধা ছিল ও।'

ধীরে ধীরে কোল থেকে সুজার মাথাটা নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। কপাল থেকে চুল সরাল। 'হ্যাঁ।'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল সোহেল। 'কিন্তু দাউদ যে পালিয়ে গেল তার কি হবে?'

'পালাতে পারবে না। ইঞ্জিনটা অচল করে রেখেছি, এই ধরনের কিছু একটা ঘটতে পারে তা আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। বোটে মাত্র কয়েকটা ইনগট তুলেছিলাম, ফেলে দিয়েছি। ধীরে সুস্থে তুলতে হবে এখন।' ঘুরে দাঁড়াল রানা। একটা সিগারেট ধরাল। 'বাড়ির ভেতর থেকে ঘুরে আসি একবার, কোদাল আর শাবল দরকার। এখানেই মাটি দিতে চাই সুজাকে।' রেলিং টপকে নিচের জেটির ওপর গিয়ে পড়ল রানার দৃষ্টি। ভট ভট আওয়াজ শুনে ওর পাশে এসে দাঁড়াল সোহেল।

নিচের দিকে চোখ পড়তেই সানরাইজকে দেখতে পেল সোহেল। স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করছে সেটা।

'তুই না বললি অচল করে রেখেছিস?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সোহেল।

অনেক নিচের ইনলেটে বেরিয়ে এল সানরাইজ। স্পীড বাড়াল দাউদ, বো লাইন দেখে ওপর থেকে টের পেল ওরা। এক মিনিট পরই গোটা বোট বিস্ফোরিত হলো। কমলা রঙের আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠল ওপর দিকে। ফুয়েল ট্যাংক ফেটে গেছে। এরপরও যা কিছু অবশিষ্ট রইল, পাথরের মত

ডুবে গেল সাগরে।

'অচল হয়ে গেল সানরাইজ,' বিড় বিড় করে বলল সোহেল।

গাঢ় রঙের পানিতে দাউদের চিহ্ন খুঁজল রানা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। ঘুরে দাঁড়াল ও। 'সুজাকে পাহারা দে তুই,' সোহেলকে বলল ও। 'আমি আসছি।'

হন হন করে বাড়ির দিকে এগোল রানা।

* * * *